পৃথিবীর প্রেম

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৯৩৫

বুক করপোরেশন লিমিটেড
৫এ, ভবানী দত্ত লেন
কলিকাতা—৭

প্রকাশ করেছেন :—
শ্রীশঙ্করী প্রসাদ ঘোষ
বুক করপোরেশন লিমিটেড
৫এ, ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা—৭

ছাপিয়েছেন :—
শ্রীঅমল চন্দ্র ঘোষ
কপোতাক্ষী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

বাঁধিয়েছেন :—
ন্যাশনাল বাইণ্ডার্স
৮।২ ভবানী দত্ত লেন
কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদপট শিল্পী :—
কামাখ্যা বসাক

মূল্য তিন টাকা মাত্র

অশোক ওষুধের শিশি হাতে দ্রুত বাড়ীর দিকে চলিতেছিল—তাহার মায়ের বড় অসুখ, সম্ভবতঃ নিউমোনিয়া। বিধবা মাতা, তাহার একমাত্র সন্তান অশোক। বহু কষ্টে দুঃখে সামান্য কয়েক বিঘা জমি ও বসতবাটীর উপর নির্ভর করিয়া তিনি ছেলেটিকে মানুষ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অশোক এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে,—কিছুদিন হইল সংবাদ আসিয়াছে। অশোক আর তাহার মাতা ছাড়া তাহাদের আর কেহ নাই, তবে কয়েকজন সহৃদয় প্রতিবেশী আছেন একথা অস্বীকার করা যায় না, যাঁহারা সর্ব্বদাই অশোক ও তাহার মাতার ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া সময়ে অসময়ে সাহায্য করিয়াছেন।

অশোক তাহাদের গ্রাম কল্যাণপুরের পায়ে চলা পথ দিয়া দ্রুত যাইতেছিল, পথে প্রতিবেশী খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন, অশোক তোমার মা কেমন?

অশোক সংক্ষেপে কহিল, বুকের ব্যথাটা বাড়ছে।

—সেরে যাবে, ব্যস্ত হ'য়ো না। তবে তোমাকে একটা সু-খবর জানাচ্ছি। এই চিঠিটা পড়, হরিদাস লিখেছে তুমি জলপানি পেয়েছ। পড়া ছেড় না,—পড়—উন্নতি হবে।

স্কলারশিপ পাইয়াছে—এত বড় একটা সাফল্যের সংবাদও তাহাকে খুশী করিতে পারিল না। মায়ের জন্যে তাহার বড়ই দুশ্চিন্তা—মা ব্যতীত তাহার ত কেহ নাই। যদি মাতার জীবন আজ শেষই হয় তবে পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান তাহার নাই। জীবনের কোন অর্থ আর থাকে না—

সে দ্রুত বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। স্বল্পান্ধকার একখানা খড়ের ঘর, পূবে ও দক্ষিণে দুইটি অতি ক্ষুদ্র জানালা, তাহাও লাউ কুমড়ার মাচায় পরিবেষ্টিত। ঘরের একপাশে দুইখানি তক্তপোষ, অন্যদিকে হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি বোঝাই। বেলা দশটা হইবে কিন্তু গৃহের মাঝে রাত্রির অন্ধকার যেন তখনও বাসা বাঁধিয়া আছে।

অশোক ঘরে ঢুকিতে মাথায় চৌকাটটা লাগিল,—সে উঃ করিয়া উঠিতেই মাতা প্রশ্ন করিলেন,—লাগলো ?

—না।

—একটু সাবধানে চল্‌তে হয় বাবা!

অশোক রুগ্না মাতার শিয়রে বসিয়া কহিল,—এই অষুধ খেয়ে নাও, এক্ষুনি বেদনা কমে যাবে—

মাতা কহিলেন,—অষুধে আর কি হবে বাবা! ও খেয়ে যদি মানুষ বাঁচে তবে রাজা রাজড়ার ঘরে লোক মরবে কেন ?

—খাও না,—খুব ভাল খবর দেব—

—কি ?

—খেয়ে ফেল আগে—

মাতা অনিচ্ছা সত্ত্বেই অষুধটা খাইলেন। তাহার পর বিস্বাদ মুখখানিকে পুছিয়া কহিলেন,—কি খবর, বল ?

—আমি দশটাকা জলপানি পেয়েছি—

সংবাদটা শুনিয়া মাতার আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণই ছিল ; কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন—

অশোক ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিল,—তুমি কাঁদছ মা ?

—না। একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন,—বাঁচি আর নাই বাঁচি, তোর ত আর পড়া হবে না! কত গাধা ছেলে টাকার জোরে পড়্ছে—আর—মাতা কথাটা সমাপ্ত না করিয়া আবার চোখের জল ছাড়িলেন এবং বুকের বেদনাটা যেন সহসা বাড়িয়া গিয়াছে এমনি ভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অশোক বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল,—সত্যই পড়া তাহার হইবে না। গ্রামের স্কুলে পড়াই তাহার কতবার বন্ধ হইয়াছে,—ওদিকে শিক্ষকগণ ও এদিকে প্রতিবেশীগণ কোনমতে চালাইয়া লইয়াছেন। কলেজে পড়া ত দুই-এক-টাকার কথা নয়। অশোক অনেকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া যাইতেছিল হঠাৎ মা ডাকিলেন,—অশোক,—শোন—আমি আর বোধ হয় বাঁচবো না,—বাঁচবার ইচ্ছাও আমার আর নেই, ভগবানের কৃপায় তুই পাশ করেছিস্—

অশোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—মাতা বলিলেন,—একটা কথা তোকে বলে যাই—

—আমি যদি নাই সেরে উঠি তাই বলছি। আমার এক

দাদা আছেন—মামাত ভাই—আমাকে আপন বোনের মতই ভালবাসতেন। আমি যখন থাক্‌বো না তখন সেখানেই যাস্—যদি তিনি পড়ান তবে পড়িস্—

অশোক বিস্মিত হইয়াছিল, তাহাদের কোন আত্মীয় ত্রিভুবনে আছেন এমন কথা মায়ের মুখে সে কোনদিন শোনে নাই। সে কহিল,—সে কে মা ? এতদিন ত বলনি ?

—না, গরীবের আত্মীয় থাকে না তাই বলি নি। কলকাতার নামকরা ডাক্তার বিভাস বোস্ বিলেত ফেরৎ, সরকারী টাকায় বিলেত গিয়ে পাশ ক'রে এসেছে।

—তার নাম ত শুনেছি।

—হ্যাঁ,—তাকে বলিস্ আমি 'তুলুর' ছেলে। তা হ'লে অনাদর করবে না—

—অত বড়লোক—

—কিন্তু শুধু টাকায় নয়, মনেও। অমন মহৎ অন্তর হয় না—কিন্তু একটা কথা—তোর বাবা শেষ বয়সে একটা কথা ব'লতেন সেটা মনে রাখিস্—

—কি ?

—তিনি বলতেন, আমার ছেলে না খেয়ে মলেও যেন ভিক্ষা না করে! টাকা কড়ি নয়—দয়া বা অনুগ্রহের প্রার্থী তুই যেন না হস্ এই ছিল তাঁর ইচ্ছা—

অশোক দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবো মা।

—হ্যাঁ, বিভাসদার কাছে দাবী জানাস্—অনুগ্রহ চাস না।

তিনি ব'লতেন, জীবন দু'দিনের—তার জন্যে আত্মমর্য্যাদাকে যারা হারায় তারা মানুষই নয়।

—মাতার কঠোর জীবন যাত্রা ও সংযমের অর্থ আজ অশোকের নিকট সুপরিষ্কৃত হইয়া গেল। সেইজন্যে জীবনে তিনি কখনও কোন আত্মীয়ের নাম মুখে উচ্চারণ করেন নাই, এবং দীর্ঘ উপবাস করিয়াও কাহার দ্বারস্থ হন নাই। নিষ্ঠুর পৃথিবীর উপর একটা দুরন্ত অভিমানে তিনি যেন আপনাকে দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়াছেন কিন্তু আপনার অন্তরে ভিক্ষালব্ধ শান্তি-বারি সেচন করিয়া পরিতৃপ্তি পাইতে চাহেন নাই।

মা কহিলেন,—বৃথা অযুধ অযুধ ক'রছিস্ কেন ? যা, যা হয় দু'টো সিদ্ধ করে নিয়ে খা—

অশোক উঠিয়া গেল কিন্তু তাহার অপরিণত কল্পনা মা'য়ের কথা কয়েকটিকে হৃদয়ের মাঝে বেগবান করিয়া তুলিল।



কাল রাত্রি হইতে মাতা সংজ্ঞা হারাইয়াছেন—

অশোক সারারাত্রি মাতার অজ্ঞান দেহটির শিয়রে বসিয়াছিল—ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে কিন্তু তিনি সকালে আসিবেন বলিয়াছেন। সে ঔষধ খাওয়াইয়াছে আর নিশীথ রাত্রির গ্রাম্য স্তব্ধতা ভেদ করিয়া সজল চোখে কম্পিত কণ্ঠে মাঝে মাঝে মর্ম্মভেদী ডাক দিয়াছে—মা—মা—কিন্তু মা জবাব দেন নাই। অশোক কাঁদিয়াছে,—চোখের জল মুছিয়া আবার ডাকিয়াছে, ঔষধ

খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছে এই মাত্র—ইহার বেশী সে বুঝে নাই করেও নাই—

সকালে প্রতিবেশী খুড়ামহাশয় আসিয়া নাড়ী দেখিলেন এবং অশোককে কহিলেন,—তুই যা বাবা ডাক্তারকে ডেকে আন্, ঔষুধও নিয়ে আসিস্, আমি বস্‌ছি বৌ-ঠাকরুণের কাছে—

অশোক তাড়াতাড়ি ডাক্তারের ওখানে গেল—ডাক্তার কয়েকজন রোগী দেখিয়া ঔষধ দিতে ব্যস্ত—অশোককে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই। অশোক কহিল, এবার চলুন প্রতাপ কাকা।

ডাক্তার বাবু হিসাবের বই খুলিয়া কহিলেন,—দশটাকার বেশী হয়ে গেছে, কি এনেছ ?

—এখন আনতে পারিনি, মা ভাল হলেই দিয়ে দেব—

—অর্থাৎ ভাল না হলে দেবে না—এই ত !

—নিশ্চয় দেব—চলুন কাকা, ওষুধ—মা কথা বলছেন না—

প্রতাপ ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন, অশোক আবার কাতর আবেদন করিল,—অষুধ দেন, যেমন করে পারি দাম দেব—

প্রতাপ ডাক্তার একটু হাসিয়া কহিলেন,—অষুধে আর কি করবে ? এটা যে আমার ব্যবসা, দানধর্ম্ম করলে আমার চলবে কি করে—

—আমার এত বড় বিপদ—পরে নিশ্চয়ই—

—বিপদ না হলে লোকে আমাদের কাছে আসে না—বুঝলে। টাকাটা নিয়েই তা হ'লে আসা দরকার—

মানুষ মানুষের এমন বিপদের সময় যে এতদূর নিঃস্পৃহ থাকিতে পারে তাহা অশোক জানিত না তাই সে ক্ষোভে দুঃখে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—দেবেন না ?

প্রতাপ ডাক্তার চশমার ফাঁকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। অশোক চলিয়া আসিল—আসিতে আসিতে রাগে দুঃখে সে বার বার ভাবিল, যেমন করিয়াই হোক জীবনে ডাক্তার হইতে হইবে—দীন আর্ত্ত তাহাদের মত যাহারা তাহাদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবে—কি দীন অন্তর ওই নর পিশাচের !

অশোক বাড়ীতে ফিরিয়া দেখে প্রতিবেশিনীগণ উঠানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন—ঘরের মধ্যে ভীড়। সে ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করিল কিন্তু দরজার ভিতর দিয়া তাহারই মাতাকে সকলে অন্তিম নাম শুনাইতে শুনাইতে বাহিরে আনিতেছে।

অশোক দাঁড়াইয়া রহিল—মা মারা গিয়াছেন ! চাক্ষুষ ঘটনাকেও সে বিশ্বাস করিল না, সে ডাকিল,—মা—মাগো—

চারিপাশের কোলাহল ও কান্নার রোলের মাঝে তাহার কণ্ঠ শোনা গেল না—

যন্ত্র চালিতের মত অশোক শ্মশানে গিয়াছিল,—প্রতিবেশীগণ যাহা বলিয়াছেন সে তাহাই করিয়াছে। যে মায়ের মুখের একটু কথা কত দুঃখ বেদনাকে মুছাইয়া দিয়াছে, নৈরাশ্যে উৎসাহ

দিয়াছে সেই মায়ের মূক মুখে সে বহ্নিসংযোগ করিয়াছে। যে করুণ কোমল কল্যাণ হস্তখানি তাহাকে এতদিন ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, যে বুক নিঃসৃত পীযুষ ধারা তাহার দেহমনকে পরিপুষ্ট করিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল—সে স্বচক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে।

দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে মায়ের পারলৌকিক কাজ করিয়াছে,—মায়ের তৃপ্ত্যর্থে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছে—এমনি করিয়া শ্রাদ্ধাদিও সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞাতিভোজনের পরদিন সকালে উঠিয়া সে প্রথম বুঝিল,— এই বিপুল বিশ্বে সে একা—একান্তই একা—বাঁচিবার আকর্ষণ নাই, মরিবার তাড়া নাই, কাজের প্রয়োজন নাই, জীবনের কিছুই নাই—সে কি করিবে ?

গৃহ, অঙ্গন, বৃক্ষপত্র ধূলিকণা সমস্ত পার্থিব পদার্থের উপর মাতার অপার্থিব স্নেহস্পর্শ-স্মৃতি শিশিরের মত স্বচ্ছ সজল ভাবে পড়িয়া আছে। অশোক তাহার মনের মাঝে তাহা গণিয়া গণিয়া কৃপণের মত সঞ্চয় করিতেছিল…

সহসা পাড়ার খুড়োমহাশয় আসিলেন। বারান্দায় জল চৌকীটা লইয়া বসিয়া কহিলেন—আজ আর তোকে রাঁধতে হবে না অশোক, তোর খুড়ী ব'লেছে সেখানেই খাবি।

অশোক অবাক হইয়া চাহিল।

—সকালে কিছু খেয়েছিস ?

—না।

—তবে চল, দুটো মুড়ি চিঁড়ে খেয়ে নিবি—সেখানেই কথা ব'লব। খুড়ামহাশয় অশোককে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন।

খুড়ামহাশয় কিছু উপদেশ দিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে সে ভালছেলে পড়াশুনা করাটাই তাহার কর্ত্তব্য। তাহার মামা বিভাস বসুর নিকট যাইয়া পড়িলে তিনি ফেলিতে পারিবেন না। অতএব তাহার সেখানেই যাওয়া কর্ত্তব্য।

উপদেশের ফলে অশোকের বজ্রাহতের মত বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়া গেল—তখন মনে পড়িল,—ডাক্তার হইতে হইবে, তাহার মত যাহারা তাহাদের সেবা করিতে হইবে। আর পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী ভিক্ষার্থী জীবনে সে হইবে না।

আরও দুই চারিদিন গেল,—অবশেষে সে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিল। যদি পড়া সম্ভব নাই হয় তবে ফিরিয়া আসিতে কতক্ষণ!



বিভাস বোস্ নাম করা ডাক্তার।

ভবানীপুরে বিরাট বাড়ী,—প্রচুর উপার্জ্জন। সংসার তাহার ক্ষুদ্র, স্ত্রী ও দুইটি মেয়ে—লিলি আর মিলি। তাহারা কলেজে পড়ে। বিভাস বাবু ডাক্তার এবং ডাক্তারই। বাহিরে সাহেব কিন্তু ভিতরে একেবারে বাঙালী। সংসারটি তাহার মনে প্রাণে এ্যাংলো বেঙ্গলী।

বিভাস বাবু লোকটি একটু অসাধারণ। ডাক্তারী ব্যবসায়ের বাহিরে তাঁহার স্বতন্ত্র কোন সত্ত্বা নাই—স্ত্রীই সংসার চালান। খাইতে দিলে খাওয়া হয়, না খাইতে দিলে হয় না—ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার খাওয়া ও না খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। লোকটি অত্যন্ত উদার এবং ভুলো মন। তাঁহার আয় কত তাহাও তিনি জানেন না, খরচ কত তাহা ত জানা সম্ভবই নয়। স্ত্রীটি আধুনিকা এবং উচ্চশিক্ষিতা তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা।

ডাক্তারীর ফাঁকে যে সময় তাঁহার জুটে তাহাতে তিনি বিরাট বিরাট ডাক্তারী কেতাব খুলিয়া পড়েন এবং সে পড়াটা এত সাংঘাতিক যে কাণের কাছে চড়কপূজা হইয়া গেলেও তিনি তাহা ঠিক পান না—

অশোক সকালে কলিকাতা পৌঁছিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন বিভাস ডাক্তারের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন ৯৷৷৹টা হইবে। একটা টিনের সুটকেশে তাহার সামান্য গ্রাম্য কাপড় জামা লইয়া সে আসিয়াছে,—বিভাস বসুর বিরাট ড্রইং রুমের একপাশে একটা বেঞ্চিতে সে বসিয়া ছিল,—

কত রোগীর ভীড়। তিনজন সহকারী সহ ডাঃ বোস্ নানা রোগী দেখিতেছেন। অশোক কলিকাতায় আসিয়া বিস্মিত হইয়াছিল,—ডাক্তার বোসের ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইয়া চাহিতেছিল, কিন্তু একটা ঘটনা তাহাকে অধিকতর বিস্মিত করিল,—একটি দরিদ্র ব্যক্তি তাহার বাড়ীর একটি রোগীকে দেখিবার জন্যে কাতর প্রার্থনা করিল এবং রোগীর অবস্থা

অত্যন্ত আশঙ্কাজনক জানাইল। ডাঃ বোস সমস্ত কাজ ফেলিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলেন এবং বিনা পয়সার তাহার ঔষধও দিলেন। গ্রামের প্রতাপ ডাক্তারের কথা তাহার মনে হইল এবং এই মহত্ত্ব ও উদারতা তাহাকে এমন আঘাত করিল যে বার বার তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, সে বহু কষ্টে তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

ডাঃ বোস্ হাতের রোগী দেখা শেষ করিয়া বাহিরে প্রতীক্ষমান গাড়ীতে উঠিয়া 'কলে' বাহির হইবেন এমন সময় ঘরের কোণে ন্যাড়া মাথা অশোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি পুনরায় চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—এদিকে এস খোকা।

অশোক আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। তিনি ভাবিতেই পারেন না রোগী ছাড়া কেহ তাহার নিকট আসিতে পারে, তিনি তাই বলিলেন,—হাত দেখি,—কি হ'য়েছে।

অশোক ইতস্ততঃ করিতেছিল, তিনি জোর করিয়া হাত টানিয়া লইয়া উদ্যত ষ্টেথিস্কোপ বুকে লাগাইতে যাইতেছিলেন এমন সময় অশোক কহিল—আজ্ঞে না আমার মা—

ডাঃ বোস্ একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন,—ও তাই বল,—কি হ'য়েছে?

—মারা গেছেন।

—মারা গেছেন, তার পরে তুমি ডাক্তার ডাকতে বেরিয়েছ—

—আজ্ঞে না।

—চট্‌পট্‌ বল,—যে বেঁচে আছে তার কি হ'য়েছে বল। কলে বেরুচ্ছি দেখছ না?

অশোক ঢোক্ গিলিয়া কহিল,—আমার মা আপনার পিস্‌তুত বোন দুলু—

ডাঃ বোস্ ঝপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—তুমি দুলুর ছেলে। সে মারা গেছে কতদিন—

অশোক জবাব দিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ডাঃ বোস্ একটু বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া কহিলেন,—দুলু মরে গেল,—বেঁচে থাক্‌তে একটু সংবাদ দিলে না! এখন একেবারে ন্যাড়া হ'য়ে এসেছ—

অশোক থামিয়া থামিয়া কহিল,—আমি ম্যাট্রিকে স্কলার-সিপ্ পেয়েছি তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে মা আপনার কাছে দাবী ক'রতে বলেছিলেন যে আমাকে পড়াতে হবে। বল্‌লেন, সে ছাড়া তোর আর কেউ নেই—

ডাক্তার বোস্ একটু ভাবিয়া বলিলেন,—সত্যিই আমি ছাড়া আর তোমাদের কে আছে। জানি দুলুর ছেলে স্কলার সিপ পাবেই—আমাদের বংশ ত!

হঠাৎ বিমনা ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—দুলু মারা গেছে! কি ব'লেছে আমার কথা—

—আপনার কাছে দাবী জানাতে ব'লেছে—

—হ্যাঁ দাবী আছে বৈ কি? নিশ্চয়ই পড়বে—আই, এস, সি পড়, ডাক্তারী পড়বে—এস আমার সঙ্গে এস—

অশোক টিনের স্নটকেশটা হাতে করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। দ্বিতলের সিঁড়ি হইতেই ডাঃ বোস ডাকিতে আরম্ভ করিলেন,—ওগো শুন্‌ছো,—শুন্‌ছো—

বোসগৃহিণী আসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি ব'লছো? এবং ন্যাড়া মাথা গ্রাম্য তরুণটিকে দেখিয়াই যেন মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডাক্তার কহিলেন, এ আমার বোন তুলুর ছেলে অশোক। এখানে থেকে আই, এস, সি পড়বে। কালই ভর্ত্তি করে দেবে, আর নিরিবিলি একটা ঘর ছেড়ে দেবে যাতে পড়াশুনোর অস্নবিধে না হয়।

ডাক্তার গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—তারপর—

তাহার পর আর কি হইতে পারে তাহা ডাক্তার বোস্ ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ভাবিয়া কহিলেন,—তার পর? একটা কিছু পাইয়াছেন এমনি ভাবে অশোককে বলিলেন,—জিব বের কর—অশোক জিব দেখাইল, তিনি চোখের কোণ টানিয়া দেখিলেন এবং মন্তব্য করিলেন,—ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি—হ্যাঁ কিছু ফল আর ঘি রোজ দেবে আর মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেট। গৃহিণী কহিলেন,—তার পর!

ডাঃ বোস বলিলেন—তারপর!...ও হ্যাঁ, অশোক স্কলার-সিপ্ পেয়েছে—ভালছেলে। আমাদের রক্ত যেখানে গেছে তারা স্কলারসিপ্ পাবেই,—আর মাথা নীচু করবে না...হাঃহাঃ বুঝলে।

ডাক্তার বোস আর কোন কথা না বলিয়া বংশ-গৌরবে সগর্বে পদক্ষেপ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

ডাক্তার গৃহিণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাম্‌নে অশোক আনতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া ঘামিয়া উঠিল। এবং কিছুক্ষণ বাদে তাহার সহসা মনে হইল মামীমাকে প্রণাম করা প্রয়োজন, সে প্রণাম করিতে নীচু হইল। ডাক্তার গৃহিণী কহিলেন,—থাক্ থাক্—

তাহার কন্যাদ্বয় লিলি ও মিলি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নতুন একটি গ্রাম্যজীবকে অকস্মাৎ তাহাদের অন্তঃপুরে দেখিয়া বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মিসেস্ বোস তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—ওতে কি আছে খোলো—

লিলি প্রশ্ন করিল—কে মা ?

—ওঁর কি রকম এক বোন কে যেন কোথায় ছিল, তারই ছেলে—

মিলি কহিল,—এখানে থাক্‌বে ?

অশোক স্যুটকেশ খুলিল। মিলি তাহার একটা জামা তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—এই সব পরবে ?

মিসেস্ বোস বিরক্তিসহকারে কহিলেন,—ওঁর হুকুম, তামিল না করলে রক্ষে আছে! হাড় জ্বলে গেল—দ্যাখো বাবা, ওসব নোংরা কাপড় জামা এখানে চল্‌বে না—আমরা একটু ভদ্রলোকের মাঝে থাকি, কাপড় জামা চালচল্‌তি সেরকম না হলে চল্‌বে না—

অশোক বহু সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল,—আপনি শিখিয়ে দেবেন—

—এসব মুখস্থ করে স্কলারসিপ্ পাওয়া নয়—এসব শিখ্তে সময় লাগে।

লিলি ব্যঙ্গ করিল,—পুঁথি মুখস্থ করে কালচার শেখা যায় না। যতদিন শেখা না হয় ততদিন একটু আড়ালেই থেকো দয়া করে। ডক্টর ঘোষ, মিস্ মিত্র এলে সবার সাম্‌নে কি বেকুবই হতে হবে—তারা ত এমনটা দেখে নি—

অশোক সমীহ সহকারে কহিল,—আমি আড়ালেই থাক্‌বো—

মিলি সোৎসাহে কহিল,—তা কেন? দু'দিনে আমি ঠিক করে দেব।

মিসেস্ বোস্ বলিলেন,—যা এখন সরকার মশায়কে ডাক্‌তে বল দিকি। কিছু কাপড় জামার অর্ডার দিয়ে আসুন—আর ঐ কোনের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়। সেখানেই ও থাক্‌বে—

লিলি ও মিসেস্ বোস্ চলিয়া গেলেন। মিলি কহিল,—এস, সব দেখিয়ে দি—

মিলি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া পরিহাস করিল,—এটা বিছানা এখানে শোবে, এই চেয়ার ব'সবে,—সুইস্‌টা ধরিয়া কহিল,—এই দেখ বাতিজ্বলে, এই দ্যাখো নেভে, এই দ্যাখো পাখা চলে, এই বন্ধ হয়—ইত্যাদি। আর কি দেখাবো?

মিলির পরিহাস ও প্রগল্‌ভতায় অশোক হাসিয়া কহিল,—আমি তোমার দাদা।

—নমস্কার—দাদা—অশোকদা!

—কোন পথে খেতে যাবো, কোন পথে বাইরে যাবো তাত' বল্‌লে না।

—ওঃ খিদে পেয়েছে বুঝি—আচ্ছা দাঁড়াও আসি—

মুহূর্ত্তে খাবার লইয়া মিলি ফিরিয়া কহিল,—কি করে খেতে হয় দেখাতে হবে কি ?

—না, ওটা জানি।

মিলি হাসিয়া কহিল—জানবেই ত, তা নইলে কি কেউ স্কলারসিপ্ পায়।

অবশেষে মিলি হাসিয়া কহিল,—যা হোক ভয় নেই,—আমি আছি। দিদি আর মা একটু অমনি তা'তে কিছু ভেবো না। আমার দাদা নেই বলে খুব দুঃখ বুঝলে তাই তোমাকে খাতির করলাম। তুমি আই, এস্, সি, পড়বে এই যা দুঃখু—আমার যে পিওর আর্টস্—

—তাতে কি ?

—তুমি নকল করতে জানো ?

—না।

—ওঃ নেহাত সেকেলে ! স্কলারসিপ্ পেলে কি করে ?

কোলাহল মুখর রাজপথের পার্শ্বে লোকচক্ষুর অন্তরালে আগাছা যেমন করিয়া বাড়িয়া উঠে অশোক তেমনি করিয়া ভব্য সভ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। যে গৃহে সে থাকে তাহার সহিত

তাহার কোন সম্পর্ক নাই, মামীমা বা লিলির সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয়, কিন্তু বাক্যালাপ বিশেষ কিছু হয় না। ঠাকুরে ভাত দেয়, চাকরে থালা লইয়া যায়, ঝি চা দেয়,—মাসের প্রথমে হাত খরচের নির্দ্দিষ্ট টাকা আসে। মামা অবশ্য মাঝে মাঝে খোঁজ করেন তবে সেটা পক্ষান্তে বা মাসান্তে। কিন্তু মিলি নিত্য দু'বেলা আসে—প্রগল্‌ভ পরিহাসে পড়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে হিতোপদেশ দেয়।

ওদিকে চলে পার্টি, সিনেমা, থিয়েটার, নাচ গান, পিক্‌নিক্‌ প্রভৃতি কত কি? তাহার কোলাহল কলরব অবশ্য অশোকের কানে আসে তবে তাহা অতি সুদূরের তাই তাহার প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই—সে দিবারাত্রি পড়াশুনাই করে, সময় হইলে মাঝে মাঝে মামার ডাক্তারী কেতাব খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করে। কলেজে যায় আসে, দু'চারজন বন্ধু না জুটিয়াছে এমন নয় কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তেমন নাই। ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে কিন্তু একদিন সে বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া জগতের নবতম বিস্ময় সিনেমা দেখিয়াছে, থিয়েটারের জ্ঞান তাহার গ্রাম্য থিয়েটারেই সীমাবদ্ধ।

ইতিমধ্যে কলেজের মধ্যে একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, অশোক তাহাতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। তাহাতে অধ্যাপকগণ তাহাকে চিনিয়াছেন এবং ভালও বাসেন, এ সংবাদটি কেবল মিলিই জানে—

সেদিন সন্ধ্যার সময় অশোক পড়িতে বসিয়াছিল, নিবিষ্ট

মনে পড়িয়াও যাইতেছিল হঠাৎ মিলি আর একজন মহিলাকে লইয়া তাহারই ঘরে প্রবেশ করিল।

মিলি কহিল,—অশোকদা, ইনি আমার বান্ধবী শুভ্রা ঘোষ,—আর ইনি অশোক মিত্র প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত বিদ্যার জাহাজ—

অশোক অপ্রস্তুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। শুভ্রা কহিল,—নমস্কার।

অশোক বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে শুভ্রার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—এত সৌন্দর্য্য, এত কমনীয়তা সে কখনও একসঙ্গে দেখে নাই। মিলি হিহি করিয়া হাসিয়া কহিল,—হা ক'রে দেখছ কি? শুভ্রা আমার থেকে বেশী সুন্দরী নয়—নমস্কার কর—

অশোক বেকুবের মত তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া কহিল,—হ্যাঁ, নমস্কার—বসুন—

মিলি কহিল,—তোমাদের কলেজেই পড়েন, আর্টস্। তোমার খ্যাতি শুনে আলাপ করতে এসেছেন,—তুমি ত কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছ।

শুভ্রা পার্শ্বের চেয়ারে বসিয়া কহিল,—কি বল্‌ছিস্ মিলি। উনি স্কলারলোক, তাই হয়ত একটু ভুলোমন,—

—অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানহীন—

শুভ্রা প্রশ্ন করিল,—কি করছেন?

—পড়ছিলাম।

—দিবারাত্রিই পড়েন নাকি?

—না, তবে কাজ ত নেই। তাই যা পাই তাই পড়ি—

—বেড়াতে বেরোন না ?

মিলি চট্ করিয়া কহিল,—অমন অপকর্ম্ম ভুলেও করেন না!

শুভ্রা পরিহাস করিল,—মাঝে মাঝে করলে ক্ষতি কি ?

অশোক হাসিয়া কহিল,—ক্ষতি নেই তবে কোথায় যাবো, মাঝে মাঝে একা একা একটু ঘুরে ফিরে আসি। বিশেষ চিনিও না কিছু, পরিচিত লোকও তেমন কেউ নেই—

মিলি কহিল,—এই ত একজন হ'ল, এখন যেও—

শুভ্রা কহিল,—হ্যাঁ তোমারও যেতে যেতে কামাই নেই আর উনিও যাবেন—

—উনি যান না বলেই ত যেতে পারি না। ওকে নিয়ে এবার থেকে যাবো কিন্তু অশোকদা বড্ড বোকা, দেখ না কেমন ভয়েই জড়সড় হ'য়ে রয়েছে—

—ভয়টা কিসের ?

অশোক কহিল, ভূতের ভয়, সব জায়গাই থাক্‌তে পারে ত ?

মিলি কহিল,—মোটের উপর তুমি কিছু না—

—সে কথা আমি জানি, বলে বুঝিয়ে দিতে হবে কেন ?

—হয়—মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।

শুভ্রা কহিল,—আচ্ছা উঠি, তুই ওঁকে নিয়ে যাস্ না কেন ? জানিস্ ত আমার বেরোনো বড় কঠিন—

মিলি কহিল,—শুন্‌লে ত অশোকদা, আমাকে নিয়ে ওদের ওখানে কাল যেতে হবে—

অশোক কহিল,—সেটা ত সম্ভব নয়—তবে তুমি আমাকে নিয়ে গেলে যেতে পারি।



অশোকের সহিত শুভ্রার ইহাই প্রথম পরিচয়—

মিলির সহিত শুভ্রার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বহু পুরাতন এবং তাহা আকস্মিক নয়। বিভাস বসুর সহিত শুভ্রার পিতা শৈলেন বাবুর পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল সেই সূত্রেই পরিচয়; কিন্তু মিলি-শুভ্রার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠতা কেন লাভ করিল তাহাও বলা কঠিন। মিলি চঞ্চল, প্রগল্‌ভ, সরল, উচ্ছল ঝরণা প্রবাহ—কিন্তু শুভ্রা শান্ত সুশীল সুন্দর ভাদ্রের ভরানদীর মত মন্থর গম্ভীর। বিপরীত ধর্ম্মী দুইটি প্রাণীর মধ্যেও কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য ছিল যাহা তাহাদিগকে একীভূত করিয়া দিয়াছে। দুইটি প্রাণীই উদার—শিক্ষা দীক্ষা, চলতি রুচি ও রেওয়াজ তাহাদের অন্তরের সেই বেগবান অনুভূতি প্রবাহকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। শিক্ষা ও সম্পদের ঔদ্ধত্য অন্তরের শালীনতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি লোক আসে যাহারা প্রথম দর্শনের পর হইতেই মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে,—সে প্রভাবমুক্ত হওয়া সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়। কেহ বলিবেন ইহা জন্মান্তরের 'নৈকট্য', কেহ বলিবেন মনস্তত্ত্বের খেলা; কিন্তু সে যাহাই হোক শুভ্রাও অত্যন্ত

আকস্মিক ভাবে অশোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল। এদেশে শুভ্রার মত সমীহ ও বিনয় সহকারে কেহ কথা বলিতে পারে, কেহ মানুষের সম্পদ না দেখিয়া হৃদয়কে বিচার করিতে পারে ইহা যেন তাহার কল্পনাতীত ছিল কিন্তু শুভ্রাকে দেখিয়া তাহার ভুল ভাঙ্গিল। সম্ভবতঃ সেই জন্যেই মিলির সহিত শুভ্রাদের বাড়ীতে যাইতে তাহার আপত্তি হয় নাই।

কয়েকদিন যাতায়াতের পরে শুভ্রার পিতার সহিতও তাহার পরিচয় হইল এবং তিনি আনন্দের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন। শুভ্রাও তাহাকে যেন একটু আপনার করিয়া লইল। অন্ততঃ সে গেলে আনন্দিত হইত। অশোক জানিত, সে আশ্রিত মাত্র, তাহার সহিত শুভ্রার অনেক পার্থক্য তাই সংকোচ তাহার যথেষ্টই ছিল কিন্তু তথাপি শুভ্রার প্রভাব তাহার জীবনে একান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এত সুন্দর, এমন মিষ্টভাষী, এমনি কমনীয় সহৃদয়তা সে কল্পনা করিতে পারে না।

সেদিন বৈকালে শুভ্রাদের বাড়ী যাইতেই হইল—মিলি ছাড়িল না।

শুভ্রাদের বাড়ীও আধুনিক ; আসবাব পত্র দেখিলে বড়লোক বলিয়াই মনে হইবে, যদিও তাহারা যথেষ্ট বড় লোক নয়। শুভ্রা অভ্যর্থনা করিয়া কহিল,—যা হোক মিলি, এতদিন পরে আসবার সুযোগ হল ? ধন্যবাদ অশোকবাবু দয়া ক'রে এসেছেন—

মিলি বলিল, বারে! গত সপ্তাহেও ত এসেছি

শুভ্রার বাবা বলিলেন,—এস মা মিলি, কিরকম পড়া শুনো

হ'চ্ছে। অশোকের সাহায্যে তোমরাও ত পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারো।

মিলি কহিল, পড়া শুনো ত ক'রছি—

—হ্যাঁ, ভাল রেজাল্ট করা চাই। শৈলেনবাবু ছড়ি হাতে করিয়া বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন।

শুভ্রা পরিহাস করিল, অশোকবাবু চা খাবেন ত? না বালিগঞ্জের চা খেলেও মাথা ঘোরে?

অশোক ব্যঙ্গ করিল, মাঝে মাঝে ঘোরে—সর্ব্বদাই ঘোরে এমন নয়।

—মিলিদের বাড়ীতে ত রোজই পার্টি, পার্টিতে গেলে কি হয়?

—হাসি পায়।

—কেন?

অশোক হাসিয়া কহিল, মানুষ যদি খামকা নাচে আর গান করে তবে কে না হাস্‌বে?

—ওটা পাগলামী তা হ'লে—

—প্রায়!

—ও আপনি মেয়েদের সহ্য করতে পারেন না তা হ'লে?

—সর্ব্বনাশ, ছেলে হ'য়ে সে কথা বলা কি পাগলামি নয়?

মিলি কহিল,—ও বাবা, অশোকদা, কেমন কথা ব'ল্‌তে শিখে ফেলেছে দেখ। সেদিন নমস্কার করতেই ভুলে গেল, আর আজ চট্‌পট্‌ কথা ব'লছে।

অশোক কহিল,—সত্যি কথা ব'লছি—তার মধ্যে চট্‌পট্‌ কিছু নেই—

শুভ্রা অর্থব্যঞ্জক প্রশ্ন করিল,—সত্যি ?

অশোক কহিল,—কি ?

মিলি টিপ্পনী করিল,—ঐ যে মেয়েদের প'রে তোমার যথেষ্ট সহনশীলতা !

—নিশ্চয়ই—

—শুধু শুভ্রার পরেই বোধ হয়—

অশোক লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেল। একটু পরে কহিল, মিথ্যা নয়, ওর মত এমন উদার সুন্দর মন—

মিলি কহিল,—সুন্দরী ত বটেই—অতএব—

অশোক প্রতিবাদ করিল,—সুন্দর মন, সভ্য জগতের মাঝেও যে এমন মন বেঁচে থাক্‌তে পারে, তা না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতাম না।

শুভ্রা কহিল,—একটু বেশী ব'লছেন বোধ হয়—রচনা লেখার মত—

মিলি ও শুভ্রা হাসিয়া উঠিল, অশোক কি যেন প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু মিলি তাহা না শুনিয়াই কেবল হাসিতে লাগিল।

অশোক অসহায়ের মত বলিল, চল মিলি রাত্রি হল।

শুভ্রা ব্যঙ্গ করিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়াশুনোর সময় নষ্ট হচ্ছে—

অশোক চট্ করিয়া কহিল,—সেটা ত আর পাপকার্য্য নয় যে তার জন্যে লজ্জিত হ'তে হবে!

অশোক উঠিয়া দাঁড়াইল।



অশোক যে ঘরে থাকিত তাহাতে যাইবার দুইটি রাস্তা ছিল,—একটি সদর ও ড্রইং রুম হইয়া, দ্বিতীয়টি পাশের বারান্দা দিয়া অন্দর হইয়া। অশোক সাধারণতঃ সদর দিয়াই বাড়ী আসিত।

সেদিন লিলি ও তাহার কয়েকজন বান্ধবী ও ডাঃ দত্ত ড্রইং রুমে বসিয়া বৈকালিক গল্প করিতেছিলেন, অশোক বেড়াইয়া ফিরিবার সময় সেইপথ দিয়াই ফিরিতেছিল। তাহার অনিচ্ছাকৃত এই আর্বিভাবকে লিলি কি অর্থ করিয়াছিল বলা যায় না তবে সে মনে মনে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অশোক ঘরে আসিয়া জামা ছাড়িতেই লিলি উত্তেজিত ভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, অশোক তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি তুমি এপথে আসবে না, পেছন দিয়ে ঘরে আস্‌বে। তোমার জন্যে আর মান—সম্ভ্রম রইল না—

অশোক বিস্মিত হইয়া কহিল,—কেন? এটা যে অন্যায় তা'ত জানি না—

—জান্‌বে কি করে। নিজের চালচলতি কি তা একটু ভেবে দেখে দূরে থাকাই ভাল—

—খারাপ কিছু করিছি কি?

—ওরা জিজ্ঞেস্ করলে কি পরিচয় দেব—

—কেন ? পিসতুত ভাই—

—তা'তে আমার লজ্জা করে—বুঝলে ? তোমার মত একটা ইডিয়েট আমার ভাই ! ছোঃ—যা ব'ল্‌লুম তাই ক'রবে—

—আচ্ছা—

লিলি যেমন ভাবে আসিয়াছিল তেমনি ভাবে চলিয়া গেল। আকস্মিক এই ব্যাপারটায় অশোক বিষণ্ণ হইল। তাহার পিতৃরক্তও যেন উষ্ণ হইয়া উঠিল,—সে মায়ের মুখে শুনিয়াছে তাহার পিতা আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, অশেষ দারিদ্র্য লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন কিন্তু গ্রামের জমিদারের নিকট মাথা নীচু করেন নাই। তাহার ধমনীতে সেই বিদ্রোহী রক্ত প্রবাহিত। সে উত্তেজিত হইয়া ভাবিল,—এই অনুগ্রহ অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকাও ভাল, কেন সে এই অসম্মান সহ্য করিবে !

কিন্তু মনে পড়ে ভালমানুষটি মামার কথা, তাঁহার স্নেহ অকৃপণ, প্রসন্ন মহৎ-অন্তর তাঁহাকে সে কেন অপমান করিবে,—ওর বোনই ত মিলি—কিন্তু পরিহাস-ব্যঙ্গ-স্নেহপ্রীতিতে সে কত আপনার করিয়া লইয়াছে। ওরা ত ডাঃ বিভাস বোসের উপরে পরগাছার মত বাঁচিয়া থাকিয়া সম্পদের দম্ভ আর ঔদ্ধত্যে অন্ধ হইয়া আছে—

আকস্মিক ভাবে মিলি আসিয়া খানিক হাসিয়া কহিল,—চল, বাবা ডাকছে, বকুনি খাওয়াই কি করে দেখবে। বি ক'রেছ তুমি···চল মজা দেখবে—

অশোক ভাবিল লিলির নালিশ হয়ত তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়াছে। অশোক নির্ভীক ভাবেই মিলির সঙ্গে চলিল, যদি তাহাই হয় তবে এ অনুগ্রহ হইতে সে আজ নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

ডাঃ বোস্ নিবিষ্টমনে কি যেন একটা পড়িতেছিলেন, মিলি কহিল, বাবা বাবা! তিনি পুস্তক হইতে চোখ তুলিতেই মিলি কহিল,—এই যে অশোকদা এসেছে—

ডাঃ বোস চোখ হইতে চশমা নামাইয়া কহিলেন,—তোমাকে যত ভাল ভেবেছিলাম অশোক তুমি ত সে রকম নও—

অশোক নির্ভীক কণ্ঠে কহিল,—কেন?

—দু'টি ঘোরতর অপরাধ তুমি ক'রেছ—

মিলি কহিল,—সাংঘাতিক বাবা!

—হ্যাঁ, সাংঘাতিক, প্রথম তুমি 'এসে' লিখে যে মেডেল পেয়েছ তা কোথায়?

—আমার কাছে আছে।

—দেখাও নি কেন?

—সে ত কলেজের মেডেল, তার আর দেখানোর কি আছে?

—নিয়ে এস—

অশোক উপর হইতে তাড়াতাড়ি মেডেলটি লইয়া গিয়া কহিল,—এই ত—

ডাঃ বোস মেডেল হাতে করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন,—হ্যাঁ এমনি চাই, সব মেডেল জোগাড় ক'রে আলমারী বোঝাই ক'রবে—আমার মেডেলের আলমারী দেখেছ? তার চেয়ে বেশী

পাওয়া চাই—আরে মিলি, আমাদের বংশের ছেলেরা সেকেণ্ড হয় না—

মিলি কহিল,—তার পরে দ্বিতীয় দোষটা ত ব'ল্‌লে না—

—ও হ্যাঁ,—কি ত? সেটা—

—স্কলারসিপের টাকা—

—হ্যাঁ, স্কলারসিপের টাকা কি করেছ?

—বই কিনেছি---

—নিয়ে এস কি বই—

অশোক চলিয়া গেল। ডাঃ বোস কহিলেন,—অশোক কালে কালে আমার মত ডাক্তার হবে, ওকে তৈরী ক'রে রেখে যাবো—

মিলি কপট অভিমানে কহিল,—তুমি ওকে ব'কবে বল্‌লে—

—ব'কা কেন? সময় পায়নি তাই দেখায় নি—

অশোক বিরাট দুইখানি বই লইয়া ফিরিল,—ডাঃ বোস তাহা হাতে লইয়া কহিলেন,—এ কি এ্যানাটমি, ফিজিওলজির বইতে কি হবে-—

—ডাক্তারী পড়বার সময় লাগবে—

—তুমি একটি গাধা, এত বই আমার রয়েছে দেখছ না। এসব ত ছেলে খেলার বই—

—ওসব ত বুঝি না—

ডাঃ বোস কহিলেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ এখন একটু সোজা বই পড়া ভাল। বেশ বেশ,বই কিন্‌বে—বাজে বাজে সিনেমা আর থিয়েটার দেখে লিলির মত টাকা নষ্ট ক'র না।

মিলি ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল,—বেশ, বিচার করলে ত বাবা। আমাকে না খাইয়ে বই কিনেছে সেটা বেশ হ'ল ? এই বিচার ক'রলে তুমি—

এইবার পরিহাসটি ধরিতে পারিয়াছেন এইভাবে ডাঃ বোস হাসিলেন। পকেট হইতে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন,—যা যত সন্দেশ খাবি খেয়ে নে—এখন যা প'ড়তে দে—

এইরূপে লিলি ও তাহার মায়ের অসম্মানে যখন অশোকের হৃদয় অভিমানে ক্ষোভে বিচলিত হইয়া উঠে, তখন মিলি আর ডাঃ বোসের অকৃপণ স্নেহবারি সিঞ্চনে তাহা শান্তি লাভ করে। অশোক মনে মনে তাহার এই ভুলোমন উদাসীন মামাটিকে বারবার নমস্কার করে—তাঁহার প্রতি তাহার করুণা হয়—এই সংসারের উৎসবের কোণে তিনি আর অশোক যেন অপাংক্তেয়ের মত অপ্রয়োজনীয়—কোনমতে নিজের গণ্ডীর মাঝে দিন চলিয়া যায়। তাহাদের চিন্তারাজ্যের সহিত ওদের যেন কোন সংযোগ নাই।



সেদিন হলঘরে বিরাট একটা পার্টির বন্দোবস্ত হইতেছিল,—সকাল হইতেই ঘর সাজানো চলিতেছে। ডাঃ মিত্র, ডাঃ বসু ও কয়েকজন লিলির বান্ধবী নিমন্ত্রিত—আধুনিক নৃত্যগীতের ব্যবস্থা আছে। লিলির মাতাই পার্টির কর্ত্রী।

সন্ধ্যার পরে সমস্তই ব্যবস্থা হইয়া গেল। এইবার অতিথিগণ

আসিবেন,—ফুলদানি প্রভৃতি যথাস্থানে আছে কিনা লিলি তাহাই দেখিতেছিল এমন সময় বিভাস বাবু উপর হইতে নামিয়া আসিলেন—'কলে' বাহির হইবার জন্যে প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইতেছেন। লিলি কহিল,—বেশ,—বাবা তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ। আজ যে আমাদের পার্টি।

বিভাস বাবু হাসিয়া কহিলেন,—কিন্তু মা, আমার উপর কতজনের জীবন রয়েছে—আমার পক্ষে বিশ্রাম করা তাই পাপ।

—তাই ব'লে কি একটা দিনের জন্যেও একটু আনন্দ করতে নেই—

—একটা কঠিন রোগী সারিয়ে আমি সাতটা পার্টির আনন্দ পাই মা! ও হো—দেখি—তিনি লিলির চোখটা টানিয়া ধরিয়া দেখিলেন। কহিলেন,—রোজ দু'টো ক্যালসিয়ম ট্যাবলেট খাবি।

মিসেস্ বোস্ কহিলেন,—একদিনও তুমি থাকতে পারবে না?

—ঘুরে আসি,—দেখি যদি শেষাশেষি পৌঁছোতে পারি। বিভাস বাবু বাহির হইয়া গেলেন।

ভিতর দিক হইতে মিলি ও শুভ্রা হলঘরে ঢুকিল। শুভ্রা নিমন্ত্রিত, লিলি তাই অভ্যর্থনা করিল—এসো এসো শুভ্রা, কতক্ষণ এসেছ?

—অনেকক্ষণ, মিলির সঙ্গে গল্প ক'রছিলাম। এখনও ত কেউ আসেন নি দেখছি—

—এক্ষুণি এসে পড়বেন।

—কথাটা শেষ হইতে না হইতেই—ডাঃ মিটার আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। চালচলনে খাঁটি সাহেব, কোট পেণ্টলুন পরিহিত, চেহারাটি অবশ্য যথেষ্ট সাহেবী নয়। বাংলা বিশুদ্ধ-ভাবে বলিতে পারেন না, মাঝে মাঝে ইংরাজী কথা দুই-চারিটি বাহির হইয়াই যায়। তিনি আসিলেন সদম্ভপদক্ষেপে—হাতে একতোড়া তাজা গোলাপ। কহিলেন,—নমস্কার, নমস্কার মিস্ বসু—

লিলি প্রতিনমস্কার করিল,—নমস্কার।

মিত্র একটু প্রফুল্লকণ্ঠে কহিলেন,—একটা ইউনিক্ থিং পেয়েছি। এই ছ'মাস মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ঘুরে সত্যিকার কয়েকটা গ্লোরিয়া-ডি-ডাচার পেয়েছি—কি লাভ্‌লি দেখুন—

ডাঃ মিত্র ফুল কয়টি লিলির হাতে দিয়া একটু হাসিলেন। লিলি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ফুল কয়টিকে দেখিয়া কহিল, নাইস্, লাভ্‌লি, এমন ডাচার হয় না,—থ্যাঙ্ক ইউ।

মিঃ মিত্র উদাত্ত কণ্ঠে কহিলেন,—আপনাকে মনের মত ফুল ক'টা দিতে পেরেছি এ যে আমার কত বড় গৌরব!

লিলি মরালীর মত ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল,—তাই নাকি? থ্যাঙ্কস্—

মিসেস্ বসু আসিয়া পড়িলেন,—ফুলকয়টা দেখিয়া কহিলেন, —চমৎকার ফুল,—নিশ্চয়ই মিটারের চয়েস্—

মাতা কন্যা যখন গোলাপফুলের তারিফে মগ্ন তখন মিলি ও শুভ্রা ধীরে ধীরে অশোকের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অশোক বিরাটকায় একখানা কেতাব পড়িতেছিল, সে মিলিদের

প্রবেশ লক্ষ্য করে নাই। মিলি বইটাকে বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল,—এত পড়ে শেষে মারা যাবে নাকি ?

অশোক চমকাইয়া উঠিয়াছিল, ফিরিয়া মিলিকে দেখিয়া কহিল,—সেও ভাল, ভাবলুম ভৌতিক ব্যাপার বোধ হয়—

মিলি হাসিয়া কহিল,—ভাষার ভুল, পৈত্রিক হবে।

অশোক শুভ্রাকে কহিল,—বসুন, পার্টিতে বোধ হয় ?

—হ্যাঁ, কেন আপনি যাবেন না ?

—না, আমার বড্ড ভয় করে—

—তা নয়, পছন্দ করেন না—

—সর্ব্বনাশ,—একথা কি বলা কোন সভ্য লোকের সম্ভব।

শুভ্রা কহিল,—তবে যাবেন না কেন ?

—যাওয়াটা ত আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, প্রথমতঃ চিন্তনীয় আমার উপস্থিতি অভিপ্রেত কিনা! দ্বিতীয়তঃ সকলের পক্ষে আনন্দদায়ক কিনা। তৃতীয়তঃ আমি নাচ্‌তে কুঁদতে বা গাইতে পারি কিনা, চতুর্থতঃ……

—থাক, আপনি যাবেন না এইত! অর্থাৎ এই পার্টি এবং আধুনিক মেয়েদের নর্ত্তনকুন্দন আপনার ভাল লাগে না—কেমন ?

—পূর্ব্বেই বলেছি, তা হ'লে আমারই সেটা শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব আছে ব'লতে হয়—

মিলি কহিল,—কথাবার্ত্তা ত বেশ চোখা চোখা ব'লছ দেখছি —এখন চল ওখানে তোমাকে মানুষ করবার ভার আমার উপর।

শুভ্রা অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে অশোকের হাত ধরিয়া কহিল,—চলুন, বাগাড়ম্বর করে কি হবে ?

অশোক জানিত লিলি যখন পার্টির একজন উদ্যোক্তা তখন তাহার যাওয়া সমীচীন নয়, অপ্রীতিকর কিছু ঘটা বিচিত্র নয়, তথাপি শুভ্রার অনুরোধ উপেক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

তাহারা যখন পার্টিতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন জনৈকা আধুনিক কলেজ ছাত্রীর নৃত্য ও গীত হইতেছে। একটি শোফা খালি ছিল—তিনজনে সেটায় বসিয়া তাহারা গান ও নৃত্যের দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু অশোকের কেবল হাসিই পাইতেছিল,—নৃত্যকলাকে সে সম্যক ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সেটাকে সে একটা অনৈসর্গিক উল্লম্ফন কল্পনা করিয়া একটু একটু হাসিতেছিল, এমন সময় লিলি আসিয়া ডাক দিল,—অশোক শোনো—

লিলির পিছনে অশোক উঠিয়া গেল। অশোকের ঘরে আসিয়া লিলি কহিল,—তোমাকে বারণ করেছি না যেতে ওসব ভদ্রলোকেব মধ্যে।

ভদ্রলোক কথাটার প্রতি অত্যধিক জোর দিয়াই লিলি বলিয়াছিল তাই বোধ অশোক হাসিল। লিলি পুনরায় কহিল,—তোমাকে আড়ালেই থাক্‌তে বলেছি তুমি কেন ওখানে গেছ—

—ভুল হ'য়ে গেছে, হৈ হাল্লা শুন্‌লে লোকে ত ছুটে দেখতেই যায়—

—হৈ হাল্লা.—নন্‌সেন্স—

অশোক হাসিয়া ফেলিল। লিলি উত্তেজিত হইয়া কহিল,—আবার হাস্‌ছো ?

—হাসিপেলে কি করবো ?

—সিলি,—নন্‌সেন্স—লিলি উষ্মা সহকারে দ্রুতপদক্ষেপে প্রস্থান করিল। অশোক বৃহদাকার বই খানার সাম্‌নে বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল কিন্তু লিলির এই অপমানটা তাহাকে উত্তেজিত করিয়া দিতেছিল—এমন মাথা নত করিয়া ক্ষুদ্রতুচ্ছ কারণে প্রতিনিয়ত অপমান সহ্য করিবার কি সার্থকতা আছে ? পড়াশুনা—জগতে সকলেই পড়াশুনা করিবার সুযোগ পায় না, জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ কিন্তু তাহার জন্যে এমনি অপমান তুচ্ছতা স্পর্দ্ধা ও ঔদ্ধত্যকে কেন সে সহ্য করিবে ? পরক্ষণেই মনে পড়ে তাহার মামার কথা,—পৃথিবীর ক্লেদ গ্লানির উর্ধ্বে উদার প্রশান্ত ওই লোকটি—

শুভ্রা পার্টিতে বসিয়া কহিল,—কই লিলি অশোক বাবু ত এলেন না ?

মিলি বুঝিয়াছিল লিলি অশোককে সরাইয়া দিয়া পার্টিকে নিষ্কণ্টক করিয়াছে। সে দুঃখিত হইলেও নিরুপায় তাই বলিল,—ও নিশ্চয়ই পড়ছে,—যাক্‌গে যে পছন্দ করে না—

অশোকের অশান্ত মনে কেবল একটা কথা ধ্বনিত হইতেছিল একটু আড়ালেই থাকা দরকার। এবং ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় সে ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বংশানু-

ক্রমিক বিদ্রোহী রক্ত কোন ক্রমেই লিলির এই ঔদ্ধত্যকে মার্জনা করিতে পারিতেছিল না।



শৈলেন বাবু বেড়াইয়া ফিরিয়াছেন—বৈঠকখানায় বসিয়া রেডিও শুনিতেছিলেন। শুভ্রা এক বাটি দুধ আনিয়া কহিল,—আজ দিতে দেরী হ'ল, হিটারটা খারাপ হ'য়ে গেছে—

হিটার সম্বন্ধে শৈলেন বাবু বিন্দু মাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া কহিলেন,—ব'স্ তোর সঙ্গে কথা আছে—

তিনি মনে মনে অন্য কি যেন একটা কথা ভাবিতেছিলেন,—শুভ্রা তাঁহার একমাত্র কন্যা, তাঁহার স্বাস্থ্যও খুব ভাল নয়, মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁহাকে মাঝে মাঝে ব্যাকুল করিয়া তুলিত তিনি কহিলেন,—অশোক আর মিলি ত অনেক দিন আসে না—

শুভ্রা কহিল,—এই ত শনিবারেও এসে গেল—তোমার মনে নেই—

—আচ্ছা অশোক, ডাক্তার বোসের কি হয়?

—ভাগ্‌নে,—তাঁর পিসতুত বোনের ছেলে। বোন মারা গেছে,—ওর কেউ নেই তাই মিলির বাবা পড়াচ্ছেন—ওদেরই আশ্রিত—

শৈলেন বাবু দুধটুকু পান করিতে করিতে কহিলেন,—ওঃ—দূরসম্পর্কের?

—কেন?—

—না, তাই বলছিলাম, ছেলেটার মধ্যে বেশ শক্তি আছে যে। পড়াশুনোয়ত বেশ ভাল তাই মনে হয়—কি বলিতে যাইয়া তিনি চুপ করিলেন।

—কেন। কি মনে হয় বল না—

ও রকম একটা ছেলে পেলে আমি মানুষ করতাম, আমি আর কদিন, তোর জন্যেই ত ভাবনা হয়। হঠাৎ মারা গেলে কি করবি।

শুভ্রা কহিল,—তুমি দিনরাত্রি নিজের মৃত্যু কামনা করে ক'রেই অমঙ্গল ডেকে আন্‌তে চাও নাকি ?

—এ বয়সে অমনি ভাবনা হয় মা—

—না ওসব বাজে কথা ভেবো না—

—আচ্ছা আচ্ছা,—তুই পড়তে যা,—

শুভ্রা চলিয়া গেল—কিন্তু শৈলেন বাবু ভাবিতে লাগিলেন,—অশোকের মত একটা ছেলের হাতে শুভ্রাকে দিয়া যাইতে পারিলে তিনি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। সুচরিত্র ভদ্রছেলে আজকাল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, বিশেষতঃ হৃদয়বান ছেলে—তারা আর যাই করুক অন্যায় করিয়া কাহাকেও আঘাত করিবে না। অশোকের মধ্যে যেন তিনি তেমনি একটা হৃদয় এবং উন্নতি করিবার শক্তি দেখিয়াছিলেন তাই তাহার প্রতি তিনি আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন। মনের নিভৃত কোণে হয়ত বা তাঁহার জাগিয়াছিল,—দু'জন তাহার বাড়ীতে থাকিয়া একসঙ্গে লেখাপড়া করিয়া জীবনের সঙ্গী হইলে যেন মন্দ হয় না—তিনি যেন তাহাতে

আনন্দিতই হইবেন। অশোক ডাঃ বোসের আশ্রিত, না হয় তাঁহারই আশ্রিত হইল!

এইরূপ চিন্তা তাঁহার আকস্মিক নয়,—অশোকের সহিত পরিচয়ের অনেক পূর্ব্বেই তাঁহার এমনি একটা সুপ্ত বাসনা ছিল অশোকের সঙ্গে পরিচয় যেন সেটাকে জাগরিত করিয়া দিয়াছে।



লিলির আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার অশোককে মনে মনে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ অসম্মান ও উপেক্ষার মধ্যে তাহার আর থাকিতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আজ পড়া ছাড়িয়া দিলে জীবনও এইখানে সমাপ্তি লাভ করিবে এই চিন্তাটা তাহাকে প্রতিরোধ করিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে হয় পড়িবার জন্যে জীবনে এই অসম্মান বরণের সার্থকতা কি?

উত্তেজনা ও অধীরতা কয়েকদিন যাবৎ তাহাকে একটু বিমনা করিয়া দিয়াছিল। সেদিন বৈকালে মিলি তাহার ঘরে আসিয়া নানাভাবে তাহাকে উত্যক্ত করিতেছিল, শুভ্রার সহিত তাহাকে জড়াইয়া উপহাসও করিতে ছাড়ে নাই। অশোক জবাব দেয় নাই, শুধু বলিয়াছিল,—তোমাদের সঙ্গে বা শুভ্রাদের সঙ্গে আমার যে তফাৎ অনেক সে কথা আমি ভুলি নি—

মিলি কহিল,—ভুল্‌বে,—মাসখানেক যেতে দাও, সব ভুল্‌বে নিজের নাম গোত্তর ভুলবে—

অশোক মিলিকেও আজ কোনরূপ সম্মান না করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সে যখন বাহির হইল তখন যথেষ্ট বেলা আছে,—অকারণ অনির্দ্দিষ্টভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া একদিকে যত ক্লান্তি আসিতে লাগিল, অন্যদিকে উত্তেজনাও তত বাড়িতে লাগিল। যদি এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতেই অবসন্ন দেহে সে মরিয়া যায়, —জগতের একটি অপ্রয়োজনীয় প্রাণী ফুটপাথে মরিয়া থাকে, তবে কাহার কি ক্ষতি! কিন্তু সম্পদের এই অন্ধত্ব ও অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্যকে মার্জ্জনা করা, উপেক্ষা করা একান্তই কাপুরুষতা, মনুষ্যত্বের অবমাননা।

যৌবনের উদ্দাম চিন্তা ও ভাবোন্মত্ততা তাহাকে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত করিয়া তুলিল, পার্কের নির্জ্জন বেঞ্চির উপর বসিয়া অশোক কয়েকবার অশ্রু মার্জ্জনা করিল, মনে মনে মা'কে বলিল —মা, তুমি কোথায় আমাকে ফেলে চ'লে গেলে—আমাকে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দাও। মায়ের স্মৃতি আর এই উদ্দামতায় তাহার অন্তর বারবার কাঁদিয়া উঠিল,—চোখের জল মুছিয়া আবার ভাবিল—তাহার নিভৃত পল্লী, স্নেহময়ী মাতা— সম্পদ সেখানে নাই কিন্তু হৃদয় আছে, স্নেহ আছে, সমবেদনা আছে……

চোখের জল মুছিয়া দেখিল,—চারিদিকে আলো জ্বলিয়াছে। কলিকাতার কোলাহল আলোকদীপ্ত হইয়া সভ্যতার জয়যাত্রা ঘোষণা করিতেছে। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর দিকে রওনা দিল—এই বাড়ীতে প্রবেশ প্রস্থান এবং অবস্থিতির মাঝে একটা অজ্ঞাত শঙ্কা যেন তাহাকে ম্রিয়মান করিয়া রাখে,—একবার

বাহিরে আসিলে আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে না—মনে হয় বাড়ীর বাহিরে সে যেন মুক্ত বায়ুর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে।



ড্রইং রুমে বসিয়া লিলি ও ডাঃ মিটার আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন যাহাকে ইংরাজি মতে ফ্লার্ট বলা চলে। মিত্রের লিলির উপরে লোভ কিছুটা না ছিল এমন নয় কিন্তু বিভাস বাবুর এই বাড়ীর অর্দ্ধেক ও ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ টাকার অর্দ্ধেকের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ছিল। কাজেই কোন মতে লিলিকে জালে জড়াইবার প্রতি তাহার একটা ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল এবং নির্বোধ সাধনাও ছিল যথেষ্ট।

লিলি সোফায় অর্দ্ধ এলায়িত হইয়া ছিল, ডাঃ মিত্র বলিতেছিলেন,—সত্যি বল্‌ছি মিস্ বাসু, আপনি এত সুন্দর যে চোখ্ ঝল্‌সে যায়—

লিলি হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল,—তাকান কি ক'রে তা হ'লে?

মিটার একটু ভাবাকুল নেত্রে সুন্দরের পানে চাহিয়া কহিলেন,—জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ঘুরেছি কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি—যে নিঃশেষে হৃদয়ের সুধাকে শোষণ করে—শিহরণ জাগে—

—আপনার ত তা হ'লে হার্ট ডিজিজ হ'য়েছে।

মিত্র পরিহাসটা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন,—রোগ হ'য়েছে, হার্টে নয় তবে হৃদয়ে।

—রোগের চিকিৎসা করুন।

মিটার সস্নেহে এবং সমীহ সহকারে তাহার হাতটা লইয়া কহিল,—আপনি অনুগ্রহ করলে নিরাময় হতে দেরী হবে না।

—ডাক্তার ত আমার বাবা!

মিটার তাহার হাত খানা লিলির কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া কহিল,—তার মতামত ত নিতেই হবে—

যখন লিলির সহিত মিটারের ভাবলোক প্রায় বাস্তবকে অতিক্রম করিয়াছে ঠিক এমনি সময় অশোক সদর দিক হইতে হলে প্রবেশ করিয়া, অন্য দরজা দিয়া ভিতরে যাইতেছিল কিন্তু তাহার আগমনটা উভয়কেই উত্যক্ত করিয়া তুলিল। মিটার অত্যন্ত বিরক্তির সহিত কহিলেন,—ওটা কে?

—আমাদের কেউ নয়, বাবা আশ্রয় দিয়েছেন এখানে থেকে পড়ে। বাবার কাণ্ড!

—কেউ নয়?

—না, গ্রামের ছেলে—নিরাশ্রয় হ'য়ে এসেছে!

—আশ্রিতের পক্ষে এরকম চালচলন ত—

—একটু গ্রাম্য—মানে অসভ্যত হবেই—

অশোকের মনটা আজ ভালই ছিলনা, তাহার পর এই রূঢ় কথাগুলি আজ তাহার মর্ম্মে তীক্ষ্ণ স্বরের মত বিদ্ধ হইল। সে দরজার নিকটে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

মিত্র উপেক্ষার সহিত কহিলেন,—এখানে থাকে কেন? মাসে দু'চারটাকা সাহায্য ফেলে দিলেই হয়—মেসে ফেসে গিয়ে থাকুক—

লিলি কহিল, না, আমি আর এসব টলারেট ক'রব না। তাড়িয়ে দেব—কতদিন বলেছি ওদিক দিয়ে ঢুকতে—তা গ্রাহ্যই করে না—

অশোক আজ আর পারিলনা, সমস্ত সংযম মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল, সহসা তাহার মনে হইল এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক, অসম্মান ও লাঞ্ছনার বোঝা বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার নাম জীবন নয়। সে সবেগে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—ডাঃ মিত্র, উনি যা ব'ললেন তা ঠিক নয়। আমি ওর পিসতুত ভাই। আমার পরিচয় দিতে লজ্জা হয় বলে মিথ্যা কথা বলেছেন।

লিলি অশোকের এই কথাবার্ত্তায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, —সে বলিল ইডিয়েট

অশোক এত উত্তেজনার মধ্যেও একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল,—আমি হয়ত গেঁয়ো ও অসভ্য হ'তে পারি কিন্তু একেবারেই আশ্রিত এমন নয়—আমারও এখানে থাকবার একটা দাবী আছে—

লিলি কহিল, কোন দাবী নেই, গেট আউট্ ষ্টুপিড কোথাকার

অশোক কঠিনকণ্ঠে কহিল, সম্পদের স্পর্দ্ধা আপনাকে আমার চেয়েও ষ্টুপিড করে তুলেছে তা বুঝতে পারেন কি?

এক্ষুনি এবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও তুমি—ননসেন্স—

বেরিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই একথা বলেছি সেটাও বুঝলেন না! আপনার বুদ্ধি এত প্রখর সে কথা ভাবিনি—

তুমি আমাকে দাঁড়িয়ে অপমান করছ এতবড় স্পর্দ্ধা—

অশোক কহিল, এতক্ষণে বুঝলেন যে অপমান করছি—আপনাকে অপমান করা তা হ'লে আমার সাধ্যাতীত।

অশোক দ্রুত সদরের দিকে বাহির হইয়া গেল। লিলি আর মিত্র ক্রোধে ক্ষোভে গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।



ডাঃ বসু কি যেন একখানা বই নিবিষ্টমনে পড়িতেছিলেন অশোক কিছু না ভাবিয়াই তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া কহিল, মামা আমি যাচ্ছি—

ডাঃ বসু মুখ না তুলিয়াই কহিলেন,—যাও, হন্ হন্ করে হাট্‌বে—

—যদি কোন দিন বড়লোক হই তবে আস্‌বো—

ডাঃ বসু কহিলেন, উচ্চাকাঙ্খাই মানুষকে বড় করে তবে ভিটামিন ট্যাবলেট খেয়ে শরীরটা ভাজা রাখা দরকার—

অশোক একটু ইতস্ততঃ করিল, পর মুহূর্ত্তেই ভাবিল, মামার ভুল ভাঙ্গিলে হয়ত তাহার যাওয়া হইবে না। সে তাই তাড়াতাড়ি তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আসি মামা!

ডাঃ বোস, মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমাকে প্রণাম করবার

দরকার নেই, তোমার মামীকে মাঝে মাঝে করো—তাকে খুসী না রেখে উপায় কি ? আমাকে পর্য্যন্ত করতে হয়—

তিনি নিজের রসিকতায় উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। অশোক আর বিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।



অশোক একবার স্বাধীন মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরিয়া শ্বাস গ্রহণ করিল।

সম্মুখে জনারণ্য নগরী, কত পথ, কত লোক, কত বিস্ময়, কত অন্ধকার, কত আলো, অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লী, অশোক ধীরে ধীরে সেই অজ্ঞাত পৃথিবীর পানে পা বাড়াইল। একবার মনে মনে শুধু কহিল, জীবন আর মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান অত্যন্ত সামান্যই তাহার জন্যে এই অপমান এই দুঃসহ স্পর্দ্ধাকে উপেক্ষা করা একান্তই কাপুরুষতা। বংশগত বিদ্রোহী রক্ত আজ তাহার শিরা উপশিরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের তাপে স্নায়ুমণ্ডলী যেন নিস্তেজ, কিছু ভাবিবার নাই। অশোক দ্রুত পায়ে তাই কেবল চলিতেই লাগিল।

অশোক চলিয়াছে—রাস্তা বৃহৎ, ক্ষুদ্র, আলোকিত, অন্ধকার, জনবহুল, জনবিরল, সে থামে নাই ক্রমাগত চলিয়াছে। দুর্দ্দমনীয় একটা ক্রোধ ও অভিমান পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাকে যেন তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

প্রাথমিক উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যখন সে প্রথম ক্লান্তি বোধ

করিল তখন ১২টা। ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে সে একটা পার্কে গিয়া বসিল। নির্জ্জন নিশীথ রাত্রি, চারিপাশের স্তিমিত আলোক গুলিও যেন ঝিমাইতেছে—মাঝে মাঝে দুই একখানা মোটর তীব্র শব্দে ও বেগে চলিতেছে। কদাচিৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন রিকসা-ওয়ালার ঠন্ ঠন্ শব্দ···

অশোক যে বেঞ্চিটায় বসিয়া ছিল সেটা দীর্ঘ, অপরিচ্ছন্ন। এতক্ষণ সে কিছু ভাবে নাই,—এখন প্রথম মনে হইল জীবনের দুইটি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে,—জীবন কাহিনীর নূতন অধ্যায় সুরু হইতে চলিয়াছে। জীবনটা যেন এই বেঞ্চিটার মত অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও অপরিচ্ছন্ন—পিছনে কোন আকর্ষণ নাই, একমাত্র শুভ্রা যেন তাহাকে পিছন হইতে ডাকে, আর মিলি জীবনের কয়েকটি দিন তাহার সুমধুর করিয়া দিয়াছিল। কি করিবে, কাল কি হইবে, কি খাইবে এসব চিন্তা তাহার মনে ছিল না,—কেবল বিগত অতীত যেন তাহার হৃদয়ের তন্ত্রী আকর্ষণ করিতেছে অত্যন্ত নির্ম্মম ভাবে—কোথায় সেই ছায়া পল্লবময় গ্রাম, মাতার স্নেহ, প্রতিবেশীর শুভেচ্ছা—শুভ্রার শান্ত সুন্দর পরিচয়······

অশোক নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল······

রাত্রির শেষভাগে একটি পুলিশ প্রহরী আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল,—অশোক তাহাকে কিছু না বলিয়া আবার চলিল—মনে মনে কহিল—এটা নিতান্তই অত্যাচার—যার স্থান নাই সে কোথায় যাইবে—

সে উপায়ান্তর না পাইয়া অন্য পার্কে যাইয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল।



প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি যখন কলিকাতার সুউচ্চ বাড়ীগুলির উপর হইতে আসিয়া অশোকের ক্লান্ত দেহের উপর ছড়াইয়া পড়িল তখন সে ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রথমেই তাহার হাসি পাইল,—আজ কিছুই করিবার নাই। কোন ব্যস্ততা নাই, পড়া নাই কলেজে যাওয়া নাই···কিছুক্ষণ অত্যন্ত অলসের মত সে শুইয়াই রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। এমনি কর্ম্মহীন দিনে কি করা যায় ?

একটা কথা মনে হইল,—সংসার স্রোতে সে কোথায় ভাসিয়া যাইবে কে জানে,—শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে শুভ্রাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। পকেটে কয়েক আনা পয়সা আছে। তাহা দিয়া সকালের চা ও ট্রাম ভাড়া হইতে পারে।

অশোক দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া একটা চা'এর দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। চা পানান্তে মনে হইল দেহটা যেন আর অবশ অকর্ম্মণ্য নাই,—সে ট্রামে উঠিয়া রওনা দিল—

শুভ্রাদের বাড়ীর সাম্‌নে সে যখন উপস্থিত হইল তখন প্রায় দশটা। কলেজে যাইবার সময় হইয়াছে'—ওই অপরিচ্ছন্ন বেশ ও রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত চেহারা লইয়া শুভ্রাদের বাড়ীতে যাইতে তার যেন অকস্মাৎ সঙ্কোচ বোধ হইল—মনে মনে প্রশ্ন

উঠিল শুভ্রা তাহার প্রতি যে সদয়তা দেখাইয়াছে-তাহা কেবল মাত্র তাহারই জন্যে, না সে মিলির ভাই বলিয়া অথবা ডাঃ বাসুর ভাগিনেয় বলিয়া ?

বাগানের বাহিরের রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল শুভ্রা আসিতেছে—কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া। সে গেট ঠেলিয়া বাহির হইল,—তাহার প্রতি বোধ হয় একটা অনৈচ্ছিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কিন্তু চিনিল না, কোনও প্রশ্ন করিল না। রাস্তার উপরে পেন্সিলটা হঠাৎ পড়িয়া গেল—শুভ্রা আনত হইয়া সেটাকে কুড়াইয়া অপেক্ষারত অশোককে পিছনে রাখিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

অশোকের নিকটে এই সামান্য ঘটনাটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া তীব্র তীক্ষ্ণ ভাবে তাহার অন্তর বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত করিয়া দিল। মানুষ ভালবাসে মানুষকে নয় ভালবাসে তাহার অর্থ সম্পাদকে— আজ সে গৃহহীন অসহায় বলিয়াই তাহার কোন মূল্য নাই! অপরিচিত উপেক্ষিত! অথচ সে কাল যাহা ছিল আজ তাহাই আছে—

নিজের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে তীব্র একটা অভিমান লইয়া সে আবার চলিল। তাহার চোখের সামনে মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য অর্থহীন হইয়া গেল। ন্যায়-সত্য-ধর্ম্ম বিবেক সমস্তই যেন অন্ধকারময় হইয়া উঠিল—মনে হইল ছুটিয়া পলায়ন করে—কোন নির্জ্জন মানবহীন অরণ্য বা প্রান্তরে—



কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়া অশোক ছুটিয়াছে—ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে সমস্ত মনটা বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোনও সংজ্ঞা নাই।

অন্তরে একটা ভয়াবহ আবেগ তাহার সমস্ত দৈহিক চেতনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, অবসাদ নাই। যৌবনের উন্মাদ দিবসে অশোক তাই ছুটিয়া চলিয়াছে সংজ্ঞা হীনের মত—শুভ্রাকে ঘেরিয়াই যেন তাহার জীবন এবং শুভ্রা-হীন জীবন যেন ধারণের অনুপযুক্ত। কিন্তু সে ভাবে নাই মহত্তর জীবনে বিপুল কর্ত্তব্য, কল্যাণময় কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে—

সমস্ত দিন ও রাত্রি চলিয়া গিয়াছে এমনি ভাবে। তৃতীয় দিনের সকালে দৈহিক ক্লান্তি সে প্রথম বোধ করিল—তৃষ্ণায় যেন বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে,—ক্ষুধায় পেটের মাঝে যেন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত দংশন করিয়া ফিরিতেছে।

বস্তির মেয়েরা রাস্তার কলে জল লইতেছিল—জল পানের আশায় অশোক দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েরা সরিয়া গেলে সে জল পান করিবে। শেষ মেয়েটি কলসী নামাইয়া প্রশ্ন করিল,—কি চাই!

—জল খাবো—

—তা খেয়ে নাও,—আমি পরেই জল নেব।

অশোক জল পান করিল,—কিন্তু শূন্যোদরে কয়েকদিন

বাদে জল পড়িয়া বৃশ্চিকের মত যেন দংশন করিল। সে পেট চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—উঃ—উঃ!

মেয়েটি বলিল,—কি হ'ল।

—ব্যথা,—পেটে অসহ্য ব্যথা—

—কেন জল খেলে ব্যথা হবে কেন? বধূটি ব্রীড়া ভঙ্গি করিয়া কহিল,—ক'দিন খাওয়া হয় নি—

অশোক আশ্চর্য্য হইয়াছিল। পেটের বেদনাটা তীব্র একটা কামড় দিয়া যেন ছাড়িয়া দিয়াছে। কহিল,—কেন?

—খালি পেটে জল পড়লে অমনি হয়। চল আমার সঙ্গে খেতে দেব—

—ভিক্ষে?

—না—না, ভদ্দর লোকের ছেলে ভিক্ষে ক'রবে কেন? চল—

অশোক বিজাতীয় একটা ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া কহিল,—না—জীবন রক্ষায় জন্যে ভিক্ষা করা চলে না—

বধূটি আর একবার হাসিয়া একটু যেন নৈকট্য জ্ঞাপন করিয়া কহিল, নিশ্চয়ই না— কাজ করবে খাবে, তাতে ত অপমান নেই। তোমার মত একটি লোক আমাব দরকার—

অশোক নির্বিকার চিত্তে প্রশ্ন করিল,—কি কাজ ক'রতে হবে?

—বাজার ঘাট, ফাই ফরমাস খাটা,—খেতে পরতে দেব কিছু হাত খরচও দেব। তার পর ভাল চাকুরী পাও চলে যাবে—

অশোক অবাক হইয়া বধূটির মুখের পানে চাহিল। বধূটি পুনরায় কহিল,—এখন বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছ ত? খাওয়া হয়নি,—বৃথা অত্যাচার করছ দেহের উপর—তাতে লাভ কি? যারা অত্যাচার করে, বেঁচে থেকে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে হয়। নিজের উপর অত্যাচার করে মরা ত একদম কাপুরুষের কাজ—

আকস্মিক ভাবে কথা কয়েকটি অশোকের মর্ম্মস্থলে যেন স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিল—এমন কথা, এমন নৈকট্য পথের পরিচিতের কাছে কে আশা করিতে পারে! বধূটি আর একবার হাসিয়া কহিল,—কি ভাবছ, চল—

অশোক কহিল—চলুন—



বস্তির এককোণে ছোট্ট দু'টি ঘর। আসবাব পত্র মূল্যবান, এরূপ ঘরের উপযুক্ত নয়, ঘরটিও পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এক পাশে একটা বিছানা,—ভাল খাট। সবুজ একখানা তাঁতের চাদরে ঢাকা, কয়েকটি সুন্দর শুভ্র বালিশ। বধূটি কহিল,—এসো এখানে হাত পা ধুয়ে ব'সো—

অশোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাত পা ধুইয়া বিছানায় বসিল,—বধূটি কহিল—একটু ব'সো খাবার নিয়ে আসি। অশোক বিস্মিত ভাবে চারিপাশে চাহিয়া দেখিতেছিল দেয়ালে কয়েকখানা ছবি—সুরুচিসঙ্গত নয় কিন্তু মূল্যবান। আলমারীর মধ্যে

খেলনা ও কতকগুলি কাচানো ধুতি শাড়ী রহিয়াছে।·'.একখানা আয়না,--তাহার নীচের তাকে প্রসাধন সামগ্রী। অশোক একে একে সব দেখিতেছিল—

বধূটি কয়েকখানা গরম লুচি তরকারী ও বাজারের দুইটা সন্দেশ লইয়া আসিল। স্মিত হাস্যে কহিল,—খেয়ে নাও, তার পরে কাজ কর্ম্ম বুঝিয়ে দেব। নাম আমার বিলাসী—কিন্তু তুমি বৌদি ব'লেই ডেকো,—তোমার দাদা এলে আলাপ করিয়ে দেব। খেয়ে নাও—সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল—

অশোক ইতস্ততঃ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। বিলাসী আরও কয়েকখানা লুচি আনিয়া কহিল,—কই এখনও এ কখানা পারনি খেতে।

কাছে বসিয়া কহিল,—খেয়ে নাও, ভাত হ'তে দেরী হবে। তোমার নামটাত বললে না ভাই? বল না—পথের আত্মীয়ও ত আত্মীয়।

অশোক কহিল,—অশোক।

—অশোক কি?

—অশোক মিত্র।

—ও তোমরা কুলীন কায়স্থ। আমরা কিন্তু গয়লা ঘোষ—জাত নেই ব'ল্‌লেই চলে। তা হোক্ জাত যাবে না। যাবে না ত!

অশোক কহিল,—না,—জাত আমারও নেই। যার টাকা নেই তার জাত কি?

বিলাসী কথাটা শুনিয়া হিহি করিয়া অনেকক্ষণ হাসিল, অবশেষে একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—গরীবের জাত নেই বল। তা বেশ আমরা তা হ'লে ত একজাতের ?

অশোক বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি ?

—কেন ? বুঝলে না, আমরা জাতে এক—আমাদের জাতের নাম গরীব জাত। বিলাসী আবার হাসিল।

অশোক এতক্ষণে খাইয়া শেষ করিয়া দিল। বিলাসী কহিল আমরা গরীব জাতের, তাই এক্ষুণি রাস্তার কলে চান ক'রে এসো,—এর পরে জল থাক্‌বে না। আমি রাঁধতে যাই। নেয়ে এসো ঘুমোও কেমন ?

বিলাসী আলমারী হইতে একখানা কাচানো ধুতি তোয়ালে, গন্ধতৈল প্রভৃতি বাহির করিয়া দিয়া কহিল—যাও, জল থাক্‌বে না।



স্নান করিয়া অশোক ঘরে আসিল। বারান্দায় অপ্রশস্ত রান্নাঘর হইতে বিলাসী কহিল,—ঘুমাও, রাঁধতে দেরী হবে—

কয়েকদিন পরে পেটে কিছু খাদ্য পড়িয়াছে, স্নান করিয়া আসিতেই অশোকের সমস্ত শরীর অলস হইয়া পড়িল। সুন্দর মসৃণ শয্যা—তিনটি রাত্রি পার্কে পার্কে পুলিসের তাড়া খাইয়া বেড়াইয়াছে,—শয্যায় শুইয়া সে ভাবিতেছিল—প্রথম ভাবিল, সে

কোথায় আসিয়াছে ? কি হইবে ! ভবিষ্যতের গর্ভে তাহার জন্য কি আছে ?

কিন্তু চিন্তাধারাও সহসা নিস্তেজ হইয়া আসিল, অশোক সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ সে ঘুমাইয়াছিল ঠিক নাই। বিলাসীই তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিল—অশোক চল, রান্না হ'য়ে গেছে।

অশোক তন্দ্রাচ্ছন্নের মত উঠিয়া খাইয়া আসিল এবং পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল।

খোলার ঘরের কোন একটা ফাঁকে ঘরের মাঝে এক ফালি রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল তাহার মাঝে দেখা যাইতেছিল অসংখ্য ধূলা দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অপরাহ্নের রৌদ্রে একটা সোনালী আভা।

অশোক জাগিয়া তাহাই দেখিতেছিল, হঠাৎ দেখে বিলাসী তাহারই পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। অশোক চমকাইয়া উঠিয়া বসিল।



ডাঃ বসু অশোকের প্রস্থান সংবাদ পাইলেন, তিনদিন পরে। হঠাৎ তাঁহার একদিন মনে হইল অশোক কোথায় ? কয়েকদিন যেন তাহাকে দেখেন নাই।

বাসু উপরে যাইতেছিলেন, সিঁড়িতে মিলির সহিত দেখা; তিনি প্রশ্ন করিলেন, অশোক কোথায় রে মিলি ?

মিলি মাথা নত করিয়া কহিল,—চ'লে গেছে।

কোথায় ?

জানিনা।

জানিনা মানে ?

মিলি ব্যথিত ভাবে কহিল, মা আর দিদি আছে, তাদের কাছে শোনো গিয়ে।

ডাঃ বসু ব্যস্তভাবে উপরে উঠিলেন। মাতা ও কন্যা ঘরে বসিয়াছিলেন, কি একটা কথা হইতেছিল। বসু পত্নীকে প্রশ্ন করিলেন, অশোক কোথায় ?

পত্নী ডাঃ বসুকে চিনিতেন। তাঁহার রুদ্র গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভীত হইয়াছিলেন, তবে তিনি জানিতেন, যতবড় রাগই তাঁহার হউক তাহা দুইচার ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হইবে না এবং তিনি যে রাগিয়াছেন একথাও তিনি ভুলিয়া যাইবেন।

গৃহিণী কহিলেন,—পালিয়ে গেছে।

কোথায় ?

আমাকে ত বলে যায় নি।

কেন গেল সেটা খোঁজ করেছ ? না তার প্রয়োজন হয়নি ?

লিলির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হ'য়েছিল, তার পরেই কাউকে না বলে সে চলে গেছে।

কি হ'য়েছিল ?

এবার লিলি জবাব দিল, আমাকে অপমান করেছিল, তাই

তাকে বলেছিলাম, চলে যাও এবাড়ী থেকে। এখানে থাকবার তোমার অধিকার নেই। সে ব'ল্লে দাবী আছে, আমি ব'ল্লুম কোন দাবী নেই—এই—এতেই যে চলে যেতে হবে!

ডাঃ বসু চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ যাবৎ কি যেন চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে কহিলেন, সে বাপের ছেলে, তার বাপ সারাজীবন দুঃখ পেয়েছে কিন্তু মাথা নত করে নি, দুলুও তাই, সে কি তোমাদের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারে!

লিলি অবাক হইয়া কহিল, আমাদের ঔদ্ধত্য! তারই ঔদ্ধত্য সে সমান ভাবে মিশতে চায়! এ সাহস তার হওয়া ঠিক নয়।

তোমাদের সমান সে নয়, অনেক বড়। উঃ কি করেছ তোমরা, হয়ত একটা জগদীশ বসু, কি আচার্য্য রায় হ'তে পারত সে। যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শক্তি তার ছিল, তোমাদের অহঙ্কার তা'কে শেষ করে দিলে—

লিলি কহিল, তাইবলে তার আমাকে অপমান করার সাহস কেন হবে?

তোমারও যে কারণ, তারও সেই-ই কারণ। তোমরা তাকে অপমান করেছ বাবা বড়লোক বলে, সে করেছে তার মামা বড়লোক বলে।

গৃহিণী সুর ধরিয়া কহিলেন, এতকাল ত দেখিনি বোন, ভাগনে,—ওকেই দেখলাম প্রথম। ও রকম আত্মীয় বহু থাকে—

তাই বলে তাড়িয়ে দিতে হবে!

তাড়িয়ে দিলে কে? চলে গেল—ঠাকুর ঠাকুর করে মাথায় করে রাখতে হবে?

চলে গেছে তোমাদের অত্যাচারে—

তাই বলে কি করতে হবে? আমি খুঁজতে বেরুবো?

জানাও নি কেন এতদিন?

এমন কি ঘটেছে যে জানাতে হবে?

বাসু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, এমন কি হ'য়েছে? একটা মহৎ জীবনকে তোমরা নষ্ট করলে হত্যা করলে—কত বড় হতে পারতো! তোমাদের অহঙ্কারও আমি ভাঙ্গবো, আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি তারই নামে উইল করবো। এমনিও জামাইতে খাবে,—তার চেয়ে সেত অনেক ভাল—

বাসু ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার বক্তব্য শেষ না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

নীচের ঘরে বসিয়া অকারণ একটা আক্রোশে তিনি নিজে নিজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মিলি আসিয়া পাশে বসিল,—মিলি প্রগল্‌ভ কিন্তু আজ সে সত্যই যেন ম্রিয়মাণ। সে অত্যন্ত সন্তর্পণে কহিল,—বাবা, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না, তাতে হয়ত ফিরে আসতে পারে—

একটা সমাধান পাইয়াছেন,—এমন ভাবে কহিলেন,—ঠিক বলেছিস্ মা! ভাল করে কয়েকটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দে। নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে—আমার নাম করে দিবি তা হ'লেই ফিরে আস্‌বে, ছেলেমানুষের রাগ আর কদিন থাকে?

—মিলি কহিল তাই পাঠিয়ে দি-কেমন ?

হ্যাঁ তাই দে মা। তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে একখানা বিরাট পুস্তক খুলিয়া বসিলেন যেন ভাবিবার আর কিছুই নাই,—অশোক ফিরিয়া আসিয়াছে।

কয়েকদিন পরের কথা—

মিলি কলেজ হইতে ফিরিয়া তাহার বাবার ঘরে বসিয়া চিঠি পত্র খুঁজিতেছিল,—যদি অশোক কোন চিঠি পত্র দিয়া থাকে। কিন্তু অশোক ফিরিয়াও আসে নাই, কোন সংবাদও দেয় নাই—দুইবার তিনবার করিয়া চিঠি পত্র দেখিয়া মিলি তাই হতাশ হইয়া ভাবিতেছিল। একটা করুণ নিরাশার বেদনায় তাহার সমস্ত অন্তর আষাঢ়ের আকাশের মত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল—কোথায় আছে ? হয়ত খাওয়া জুটিতেছে না,—হয়ত বা কোথাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছে'—অথবা যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে ? মিলি আর ভাবিতে পারে না,—মা ও দিদির উপর নিস্ফল ক্রোধে সে কেবল অভিভূত হইয়া পড়ে—

অকস্মাৎ শুভ্রা আসিয়া প্রশ্ন করিল,—অশোকবাবুর কোনও খবর পেলি ?

মিলি সংক্ষেপে কহিল,—না।

—কোনও সংবাদও নেই ?

—না। সে আর আস্‌বে না—

—কেন ?

মিলি ব্যথিতভাবে কহিল,—তাদের বংশের যে ইতিহাস শুনলাম বাবার কাছে, তাতে সে আর আস্‌বে বলে মনে হয় না,—তারা অন্য জাতের—

শুভ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল। মিলি কহিল,—ওর বাবা ভাল চাকুরী করতেন, একটা কথায় চাকুরী ছেড়ে চলে যান। কি একটা নিমন্ত্রণের ব্যাপারে ওদের গ্রামের জমিদার বলেছিল—সকলকে কাণ ধরে এনে খাওয়াবো। কিন্তু তিনি যান নি,—জমিদার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বেদখল করে সর্ব্বস্বান্ত করে,—সারাজীবন অশেষ কষ্ট পান কিন্তু তবুও মাথা নত করেন নি। জমিদার বলেছিল তার বাড়ীতে একদিন খেলে তিনি সমস্ত সম্পত্তি ফেরৎ দিবেন আর ক্ষতিপূরণও কর্ব্বেন, তবুও তিনি যান নি। পিতার মৃত্যুর পরে ওর মা প্রায় ১৬ বছর বেঁচে ছিলেন, তাঁকেও জমিদার তার বাড়ীতে নিতে পারেনি—সেই বংশের ছেলে অশোকদা। দিদির অমনি অপমানের পর সে কি আর আসে!

শুভ্রা কিছুক্ষণ পরে কহিল—একটা মহৎ জীবন এমনি করে ধূলায় ফেলে দেবেন। অথচ কত বড় স্কলার হ'তে পারতেন—

মিলি কহিল,—এমনি কত প্রতিভা জগতে নষ্ট হ'য়ে গেছে অত্যাচারে অবিচারে—

—কিন্তু অশোকবাবু আর ফিরে আস্‌বেন না—এ যেন কল্পনাও করা যায় না। দু'দিনেই মনে হত যেন কত আপনার, কত নিকট—

মিলি জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল—সমস্ত মুখে একটা বেদনার ছায়া তাহাকে ম্লান করিয়া তুলিয়াছে!

ডাঃ বসু আসিয়া মিলির দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কিরে মিলি, কি হ'য়েছে? অশোকের কোন খবর নেই—

—না।

তিনি হাসিয়া কহিলেন,—ব্যস্ত হস্ নি। আমার ডাকে সে ফিরে আস্‌বেই—বিজ্ঞাপনটা হয়ত হাতে পড়েনি—যেদিন পড়্‌বে সেদিনই ছুটে আস্‌বে—

শুভ্রা অসংযত প্রশ্ন করিল,—ফিরে আস্‌বেন?

—নিশ্চয়ই। যা তোরা সিনেমা টিনেমা দেখে একটু স্ফূর্ত্তি ক'রে আয়—

বাসু হাসিয়া ব্যাপারটাকে অনেকটা লঘু করিয়া দিলেন।

কিন্তু তিন সপ্তাহ চলিয়া গেল—অশোক আসিল না, তাহার সম্বন্ধে কোন সংবাদও পাওয়া গেল না। ভুলোমন ডাক্তার বসু ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেলেন,—সেই সঙ্গে উত্তেজনা বশতঃ উইল করা সংকল্পটিও ভুলিলেন। তাঁহার চিকিৎসা সমান ভালেই চলিল—

মিলি ও শুভ্রার বেদনাটাও ধীরে ধীরে কমিল—কলেজ, পড়া, পার্টি ও সিনেমার মাঝে হয়ত অশোকের কথাটা উঁকি ঝুঁকি দিত। ক্রমশঃ সেটার ব্যবধান বাড়িতে লাগিল, তাহার পরে কালে কালে তাহার গুরুত্ব কমিল,—স্মৃতি ক্ষীণতর হইতে হইতে বিলীন হইয়া গেল। এবং আরও কিছুদিন পরে পৃথিবীর বহু

বিয়োগান্ত''আখ্যায়িকার মত অশোক এবং তাহার গৃহত্যাগ ইতিহাসে পরিণত হইল—যে ইতিহাস মানুষে কেবল আবৃত্তিই করে কিন্তু তাহার জন্যে বেদনা বোধ করে না।

কয়েকটা দিন অশোকের বিলাসীর আশ্রয়েই কাটিয়া গিয়াছে—

দুই তিন দিন ক্রমাগত ভোজন ও নিদ্রার পরে প্রথম তাহার মনে হইয়াছিল—বিলাসী কে! কেনই বা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে'—সেত কোন কাজই করে না। তাহার তথাকথিত স্বামী একদিন কিছুক্ষণের জন্য আসিয়াছিল, তাহার চেহারা, কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহার ইতরজনোচিত, সম্ভবতঃ মাতালও বটে। সে যে সমস্ত কথা কহিয়াছে তাহার মধ্যে বিলাসী ও তাহাকে জড়াইয়া কি যেন একটা ইঙ্গিত করিয়াছে—অশোক ঠিক তাহা বুঝে নাই।

বিলাসী মাঝে মাঝে যেন কেমন প্রগলভ, একটা বেমানান ভঙ্গিতে কথা বলে। কথাগুলিও সম্পূর্ণ বোধ্য নয়, অশোক তাহার কোন অর্থ বুঝে না! বিলাসী কেবল হাসে এবং বলে তুমি বড্ড বোকা ভাই, কিছু বোঝো না?

পাশের ঘরখানি আরও রহস্যজনক। ও ঘরে অশোক কখনও যায় নাই। তবে সে জানে গভীররাত্রি পর্য্যন্ত অপরিচিত লোক আসে যায়,—বিলাসীও সেখানে থাকে, কি করে তাহা

সে বুঝে না। অশোক মাঝে মাঝে বিস্মিত হইয়া ভাবে—এরা কারা, তাহাকেই বা আশ্রয় দিল কেন ?

গ্রামের সরল জীবনযাত্রার মধ্যে মা'কে আশ্রয় করিয়া সে বাড়িয়াছিল,—সহর সে দেখে নাই। একবৎসরের মত মামার বাড়ীর একটা অভিজ্ঞতা তাহার হইয়াছিল। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা এবং পুঁথিগত যে জ্ঞান টুকু তাহার ছিল তাহা দিয়া বিলাসীদের রহস্য সে ভেদ করিতে পারে না। তবে এটুকু সে বুঝিয়াছিল, বিলাসী সৎবংশোদ্ভব নয় এবং ভদ্রগৃহের বধূও নয়, বারবণিতা বা অমনি কিছু হইবে। সেই জন্যেই এখান হইতে কোথায়ও যাইবার একটা আগ্রহ তাহার ধীরে ধীরে হইতেছিল,—মনটা মাঝে মাঝে অকারণ শঙ্কায় কেন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে—

সেদিন দুপুরে অশোক খাইয়া উঠিয়া পুরাতন একখানা মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল। বিলাসী জর্দ্দাযুক্ত পানের পিচ ফেলিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল। অশোকের বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রশ্ন করিল,—তোমার কথাত কিছু ব'ল্‌লে না ভাই—কেন না খেয়ে রাস্তায় ঘুরছিলে। তোমায় দেখতে মনে হয় তুমি ভদ্রলোক, লেখাপড়া শিখেছ—

অশোক সংক্ষেপে কহিল,—সে শুনে কি হবে ?

—কেন হবে না ? আমার কাছে বলবে না ?

—ব'লতে বাধা নেই—

—তবে বল।

অশোক সংক্ষেপে সমস্ত কথাই বলিল। বিলাসী শুনিয়া

কহিল, বড়লোক যারা তারা অমনিই হয়। দয়া মায়া তাদের থাকে না,—দুঃখ পায় না বলেই পরের দুঃখ বোঝে না। কিন্তু এখনও জীবনের অনেক পড়ে রয়েছে ভাইটি—কি করবে? জীবন কি এমনি করে কাটানো যায়!

বিলাসীর দরদী কথা কয়েকটা তাহার অন্তরস্পর্শ করিয়াছিল। অশোক কহিল,—সে কথা এখনও ভাবিনি!

বিলাসী হাসিয়া কহিল,—মেয়ে মানুষের ভালবাসা চাও? প্রেম?

অশোক উঠিয়া বসিয়া কহিল, ভালবাসা কথাটির কোন মানে হয় না—আমার যদি আজ লাখো লাখো টাকা থাক্‌তো, গাড়ী বাড়ী থাক্‌তো কত বড় লোকের মেয়ে ভালবাস্‌তো কিন্তু রাস্তায় দাঁড়ালে কেউই ভালবাসে না। আমি একই কিন্তু অবস্থাটা ভিন্ন—কাজেই ও ভালবাসা টাকায়ই—

বিলাসী আবার একগাল হাসিয়া কহিল, কেন? আমি যে তোমায় ডেকে নিয়ে এলাম,—এইযে তোমাকে যত্নআত্তি করছি একি টাকার জন্যে! আমি ত জানি তোমার কিছুই নেই—কেন বলত!

অশোক কহিল,—কি জানি?

বিলাসী অশোকের চিবুকে হাত দিয়া কহিল, এমন ত হতে পারে যে তোমার টুকটুকে চেহারাটা দেখে তোমাকে আমি ভাল বেসে ফেলেছি—তোমাকে নিয়ে উড়্‌তে চাই—

অশোক শঙ্কিত হইয়া কহিল,—বাজে কথা।

—ও নয় বাজে কথা। কিন্তু জগতে তুমি কি চাও বলত! আমাকে না হয় নাই চাইলে টুক্‌টুকে একটা বৌ নিয়ে ঘর করতে চাও?

—না ঘর করব বলে ত ঘর ছাড়িনি—

—তবে কি চাও—টাকা? অনেক টাকা।

—হ্যাঁ টাকা চাই,—এতটাকা চাই যে মুঠি মুঠি খরচ ক'রেও ফুরোতে পারবো না—

—চাকুরী করে তাকি হয়?

—যেমন করে হোক্ চাই,—চুরি, ডাকাতি, লুট—যেমন করেই হোক্—

বিলাসী আবার খানিক হাসিয়া কহিল,—চুরি ডাকাতি ওসব শুনেছ—তাতে সাহস লাগে বুদ্ধি লাগে—তুমি কি তা পারো—

—খুব পারি। মানুষ ভয় করে মৃত্যুর, সে ভয় আমার ত নেই। আত্মীয়স্বজন নেই—জীবনকে ভালবাসতাম—তাও আজ তুচ্ছ ক'রে দিয়েছি—কাজেই ভয়ের কি আছে আর?

বিলাসী তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, খুব সাহসী ত তুমি। তাহার পর খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অশোক প্রতিবাদ করিল, হাসলে যে!

—তোমার বীরত্ব দেখে। রাতারাতি বড়লোক হতে চাও, কিন্তু তা কি হয়?

—হয় না—তবে সেই রকম পথই বেছে নিতে হবে!

—বেশ তাই করো—এখন না হয় ঘুমোও।—বিলাসী আর

একবার হাসিল। তাহার পর কহিল, কিন্তু আমার ভালবাসাটা এমনি দু'হাতে ঠেল্‌লে—সেটা কি ভাল ?



অশোক একটা ব্যাপার ঠিক বুঝিতে পারিত না—

সন্ধ্যার ঠিক পরে বিলাসী তাহাকে কিছুতেই ঘরে থাকিতে দিত না। বলিত, যাও বেড়িয়ে এস, মন ভাল হবে। না হয় সিনেমা দেখে এস—

এসমস্ত ব্যাপারের সুপরিষ্কার অর্থ সে বুঝিত না, তবে তাহাদের জীবনযাত্রা যে রহস্যময় এবং তাহা খুব সৎ নয় একথা অনেক বুঝিয়াছিল—সেটুকু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা তাহার ছিল।

বিলাসী নানাভাবে অশোকের মনোরঞ্জন করিত, কিন্তু অশোকের যৌনচেতনাকে কোনমতে সক্রিয় করিয়া তুলিতে না পারিয়া সে যেন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন রাত্রি প্রায় নটায় ফিরিতেই অশোক দেখে বিলাসীর তথাকথিত স্বামী ঘরের মাঝে আসীন—এবং রক্তচক্ষু করিয়া বিলাসীকে শাসাইতেছে। অশোককে দেখিয়াই একগাল হাসিয়া কহিল,—এস ভায়া এসো। শুন্‌লাম তোমার খুব সাহস, রাতারাতি বড়লোক হওয়ার ইচ্ছেও আছে। আমি তার পথ বাৎলে দিতে পারি, কিন্তু সে কি তোমার পছন্দ হবে—

অশোক কথা কয়েকটি ব্যঙ্গোক্তি মনে করিয়া একটু উত্তেজিত হইয়াছিল। সে কহিল বড়লোক হ'তেই হবে তা'তে যে পথই ধরতে হোক না—

তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া সে কহিল,—সাবাস্ ভায়া—দেখা যাক্—এবং একগাল হাসিয়া বিলাসী ও অশোককে জড়াইয়া একটা কুৎসিত রসিকতা করিয়া চলিয়া গেল।

অশোক রসিকতাটায় ব্যথিত হইয়াছিল কিন্তু বিলাসী খুব একগাল হাসিয়া কহিল—কি ভাই—বড়লোক হবে?

—হ'ব বৈ কি?

—তোমাকে কিন্তু অনেক টাকা পাইয়ে দিতে পারি যদি একটা কাজ করতে পার। একটু সাহসের কাজ তা তুমি পারবে কি?

বিলাসীর কথায় তাহার পৌরুষ আহত হইয়াছে এমনি ভাবে অশোক কহিল,—সাহসের কাজই করতে চাই—

—পারবে?

—কেন পারবো না।

—কিন্তু কি কেন,—এসব প্রশ্ন করতে পারবে না!

—নাই করলুম—

—একটা জিনিষ তোমাকে দিল্লীতে কোন ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে। সেকেণ্ডক্লাসে সাহেব সেজে যাবে। যা চেহারা তা'তে রাজপুত্তুর মনে করবে—ভাবনা নেই। খরচ সব পাবে—ফিরে আসলে তোমাকে দু'হাজার টাকা দেবে,—তা নিয়ে তুমি ব্যবসা করবে—পারবে?

—হুঁ—

—যত সহজে হুঁ ব'ল্লে তা'তে পারবে মনে হয় না। জিনিষটা কি তা ত শুনলে না—

—তার দরকার কি ? আর শুন্‌তে পাবো না সে ত আগেই ব'ল্‌লে—

—তবুও ব'লছি, ভেবে দেখ পারবে কি না ? দু'টো রিভলভার থাক্‌বে একটা বাক্সে তালাদেওয়া, সেটাকে স্যুটকেশে ফেলে নিয়ে যাবে। পারবে ?

অশোক হাসিয়া কহিল,—হুঁ—তা'তে আর কি ?

—ধরা পড়লে একদম ছ'বছর জানো ত !

—একই ব্যাপার। এই পৃথিবী আর জেলখানার মাঝে কোন তফাৎ নেই অন্ততঃ আমার কাছে। এটা ছোট আর পৃথিবীটা বড় এই যা !

বিলাসী সহাস্যে তারিফ্ করিয়া কহিল,—ঠিক ব'লেছ। কবে যাবে ?

—যে দিন ব'লবে ?

দুই চারিদিনের মধ্যেই অশোক রওনা দিবে এইরূপ স্থির হইল—যথা সময়ে দিল্লীর একখানি সেকেণ্ডক্লাস টিকিট, নগদ শ'-তিনেক টাকা, ও দুইটি ভাল স্যুট ও একটা গোছান স্যুটকেস্ দিয়া বিলাসী কহিল,—আজ যেতে হবে দুপুরের গাড়ীতে, রাত্রিতে সাবধান থেকো,—চুরি না হয়। এই বিছানাটী ব্যবহার করো গাড়ীতে—খাবার রইলো খেয়ো—ভয় করছে না ত ?

—না, না,—গাড়ী কখন ?

বিলাসী সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া যথা সময়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম উচ্চারণ করিয়া অশোককে বিদায় দিল—

অশোক ছোট্ট বিছানাটা ও স্যুটকেশটা হাতে করিয়া বড়রাস্তা হইতে একটা ট্যাক্সি লইয়া হাওড়া রওনা দিল। বিপুল পরিধি জগতের মাঝে সে আজ যেন একটা মুক্তির আনন্দ লাভ করিয়াছে। ধরা পড়িলেও ক্ষতি নাই, না পড়িলেও ক্ষতি নাই সেজন্য তাহার কোন উদ্বেগ ছিল না,—জীবনের নূতন বিস্ময়কর একটা অভিজ্ঞতা তাহার হইতে চলিয়াছে সেইটাই যেন পরম আনন্দ, পরম লাভ। তাহার জীবনকে সে জলাবর্ত্তের বিপুল স্রোতের মাঝে মোচার খোলার মত ভাসাইয়া দিয়াছে—মানুষ যখন নির্ভর ছাড়িয়া বিবাগী হয় তখন জীবনকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেই তাহার আনন্দ।

গাড়ীর নির্দ্দিষ্ট বার্থে বিছানাটা করিয়া, স্যুটকেশের উপর বালিসটা দিয়া সে দেহটাকে যথা সম্ভব সম্প্রসারণ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল,—মনে মনে তাহার হাসি পাইতেছিল—কোথায় লিলি, মিলি, শুভ্রা, মামা, মামী, মা,—জন্মভূমি আর সে কোথায় চলিয়াছে? এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন যেন হাস্যকর,—অভিমানের উষ্ণতায় সে ভবিষ্যতের পরম দুঃখকে মনে মনে আনন্দময় করিয়া তুলিল,—

গাড়ী চলিয়াছে—দ্রুত,—তীব্র গতিতে। ষাট্ সত্তর মাইল পরে পরে একবার থামিবে--একটানা ঝক্ ঝক্ শব্দ করিয়া সেটা ছুটিয়াছে—

অশোক তাহাই ভাবিতেছিল,—প্রতিমুহূর্ত্তে সে দূরে দূরে চলিয়া যাইতেছে—সমস্ত প্রিয়জনকে পিছনে ফেলিয়া—

যাত্রী উঠিল, নামিল,—বাংলার সমতল ছাড়িয়া গাড়ী বিহারের ঊষর বন্ধুর পথ ধরিল—দূরে দূরে নগ্ন ধূসর পাহাড়—বাংলার শ্যামলতা হীন।···তারপর ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। রাত্রি হইল,—ক্রমে তাহা গভীরতর হইল—

নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে—আকাশে অগণ্য তারা, পৃথিবীতে অন্ধকার। তাহার অপর দিকে একটি স্থূলকায় অবাঙালী ভদ্রলোক গভীর নিদ্রায় অচেতন। অশোক ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াছিল—চোখ বুজিয়া অনেক ভাবিয়াছে কিন্তু ঘুম আসে নাই। তাহার মাঝে মায়ের মুখখানি, গ্রামের সেই পুকুরঘাটে, উদার মাঠ আম্রবনের কথা মনে পড়িয়া মনটা ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ দুইটিও অশ্রু সজল হইয়াছিল কিন্তু সে ক্ষণিক—হাউই বাজির মত পুড়িবার নেশায় সে ছুটিয়াছে—

হঠাৎ তাহার মনে হইল—আগ্নেয়াস্ত্র গুলির নাম সে শুনিয়াছে কিন্তু কদাচ দেখে নাই। তাহার কৌতুহল হইল—সে সন্তর্পণে স্যুটকেশ খুলিল—প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই আছে! কাপড় হইতে টুথ ব্রাস, পেষ্ট, তোয়ালে সব—এককোণে একটি বাক্স তালাবন্ধ। সে খুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু খুলিল না। টানাটানি করিতে করিতে সেটা ভাঙ্গিয়াই গেল কিন্তু আশ্চর্য্য ভিতরে আগ্নেয়াস্ত্র নাই, আছে একটা জড়োয়া সোনার নেকলেস্। গাড়ীর আলো পাথরগুলিতে ঠিকরাইয়া প্রতিফলিত হইল। অশোক সেটাকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল—চিন্তাটা ভিন্নপথগামী হইয়া উঠিল—

…দ্রব্যটি চোরাইমাল সন্দেহ নাই সেই জন্যেই তাহা এইরূপে পাঠান হইতেছে। কলিকাতায় বিক্রয় করা অসুবিধা কিন্তু এইটি বিলাসী আর তাহার কদর্য্য অকথিত স্বামীটির ভোগে লাগাইয়া লাভ কি? সেত ইচ্ছা করিলে আজ বড়লোক হইতে পারে।

অনৈসর্গিক একটা উত্তেজনায় তাহার শরীর গরম হইয়া উঠিল—শতচেষ্টায়ও তাহার ঘুম হইল না। ভোরের কাছাকাছি কি একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সে নামিয়া পড়িল।

ষ্টেশনের পান্থশালায় আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া সে খবর লইল। বোম্বাইগামী গাড়ী দুই ঘণ্টা পরেই আসিতেছে—সে মনস্থির করিয়া ফেলিল। সে বোম্বাই যাইবে—



বিলাসী তাহার তথাকথিত স্বামীকে বলিয়াছিল,—অত দামী জিনিষটা ছেলে মানুষকে দিয়ে পাঠালে লোকসান হয়—

—তা হ'তে পারে। সেও নিয়ে ভাগতে পারে—

বিলাসী প্রতিবাদ করিয়াছিল,—সে সেরকম ছেলে নয়,—ভালছেলে কিছুই সে বোঝে না, বাড়ী থেকে রাগারাগি করে বেরিয়েছে এই না!

—একই ব্যাপার! মালটা সরানো গেছে সেই ভাল—পুলিশ যেরকম পিছু নিয়েছে তাতে কবে বামাল শুদ্ধ ধরে ফেল্‌তো। যদি কিছু হয় ভাল, না হয় পুলিসে ত কিছু করতে পারবে না। তবে হ'লে ভাগে ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

তাহারা কিছুদিন অপেক্ষা করিল, প্রথমে আগ্রহ ছিল, তাহার

পরে তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইল। শেষে সপ্তাহান্তে তাহারা বুঝিল—অশোক আর ফিরিল না। এবং আর ফিরিবেও না। মনে মনে অকৃতজ্ঞ অশোককে তিরস্কার করিয়া তাহারা নির্বাক হইল। বিলাসীর তথাকথিত স্বামীটি একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, একটা জিনিষ ভালই হল। মালটা বেচ্‌তে গিয়ে ও নিশ্চয়ই ধরা পড়বে—আমাদের ভাবনাটা কমবে,—

বিলাসী হাসিয়া কহিল,—ওটাত সান্ত্বনা মাত্র।



অশোক বোম্বাই পৌঁছিয়া একটা ভাল হোটেলে উঠিল এবং একটা দিন বিশ্রাম করিয়া পরের দিন হারটা এক বড় স্বর্ণকারের নিকট লইয়া গেল। তাহারা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অশোক সংক্ষেপে কহিল—মহারাজ কুমার—কুমিল্লা—তাহারা নানা প্রশ্ন করিল, অশোক যাহা জানাইল তাহা সংক্ষেপে এই যে পিতার (মহারাজার) সহিত বচসা হওয়ায় সে মাতার নেকলেসটি লইয়া চলিয়া আসিয়াছে। দোকানীরা অশোকের চেহারা, ইংরাজি কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় বিশ্বাস করিয়াছিল। বোধ হয় তাই, তাহারা দশহাজার হইতে দাম আরম্ভ করিল।

অশোক একটা ধমক দিয়া কহিল,—পঞ্চাশ হাজার টাকা এক্ষুনি দিলে হারটী দিয়ে যেতে পারি, এ তৈরী করতে আশী হাজার টাকা লেগেছিল।

দোকানীরা একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—দলিল সই করতে হবে—টিপসই দিয়ে—

—আনুন দিয়ে দিচ্ছি—

তাহারা কিছুক্ষণ জটলা করিল, তাহার পর টিকিটমারা একখানা টাইপকরা কাগজে সই ও টিপসহি দিতে কহিল.— অশোক টাকাটা টেবিলে রাখিতে বলিয়া, সই করিতে উদ্যত হইল—

দোকানী কহিল,—টাকা সবই এই দেখুন—

অশোক টাকাটার একটা আন্দাজ করিয়া সই করিল,— মহারাজ কুমার এইচ, চৌধুরী অফ্ কুমিল্লা। টিপসই দিয়া— নাসাকুঞ্চিত করিয়া হাতের কালিটা একখানা নতুন রুমালে পুঁছিয়া ফেলিয়া দিল এবং অপেক্ষা না করিয়া টাকার তাড় পকেটে ফেলিয়া রাস্তায় নামিল, এবং পথচারী একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া উঠিয়া বসিল।



হোটেলে সে নাম লিখিয়াছিল—ডাঃ এইচ্, চৌধুরী।

কয়েকখানা ডাক্তারী বই সে ইতিমধ্যেই কিনিয়া পড়িতেছিল কয়েকদিন নিজের ঘরেই সে কাটাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে হোটেলের ড্রইংরুমে সে বসে,—কদাচিত কাহারও সঙ্গে কথা হয় এই পর্য্যন্ত।

আজ আকস্মিক ভাবে সে লক্ষ্য করিল, একটি বাঙালী বৃদ্ধ ও একটি তরুণী এককোণে বসিয়া আছেন। সম্ভবতঃ পিতা কন্যা। তাঁহারা আর এক ভদ্রলোকের সহিত সেয়ার বাজার সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন—আলাপ বাংলাতেই চলিতেছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণ অশোককে লক্ষ্য করিতেছিলেন, হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন—আপনি বাঙ্গালী ?

—হ্যাঁ—

—আপনার নাম—

—ডাঃ এইচ্ চৌধুরী

—আপনি কতদিন এখানে

—তিনদিন,—মেডিক্যাল রিসার্চ করবার জন্যে এখানে এসেছি।

—বেশ বেশ,—বিদেশে বাঙালী দেখ্‌লে বড় আনন্দ হয়। এখানে পড়ে আছি, মাতৃভাষা ভুলবার উপক্রম হ'য়েছে। এই যে আমার মেয়ে তপতী, ওত বাংলাই ভাল শিখতে পারলে না। তপতী ইনি ডাঃ চৌধুরী—

অশোক নমস্কার করিল। তপতী ক্ষুদ্র একটু নমস্কার করিয়া কহিল,—আপনিত ঘরেই থাকেন দেখি,—তবুও একটু গল্প করা যাবে—

—হ্যাঁ আমিও প্রায় সঙ্গীহীন তাতে এ সহরে নতুন—

তপতী কহিল,—সে আমি সব চিনিয়ে দেব দু'দিনে—

অশোক জিজ্ঞাসু ভাবে কহিল,—আপনি ?

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন,—এখানেই এক সামন্ত রাজ্যে চাকুরী করি, তাই এখানে আস্‌তে হয়, তপতীও সঙ্গে আসে। ও এবার আই এ পাশ করেছে। বাড়ীতেই বি, এ, পড়ছে—আর ইনিও একজন বাঙালী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম ভগবতী রাউৎ। সেয়ারের দালালী করি। আপনাদের মত সজ্জনদের ধনবান করেই আমার উদরান্ন চলে—পাটের দাম এখন হু হু করে চড়ছে ধরলেই আস্‌বে।

অশোক হাসিয়া কহিল—পাটের দাম বাড়ছে।

আঁজ্ঞে হ্যা,—ভদ্রলোক উঠিতে উঠিতে কহিলেন,—চচ্চড় করে বাড়ছে ধরলেই ব্যস্—

—কিন্তু আমি ত এসব করিনা—

—আজ্ঞে সকলেই ত করে না,—আস্তে আস্তে আরম্ভ করলেই রস পাবেন—আর না করলেই বা আমরা খাব কি বলুন। তা সে সব কথা থাক্ আমি প্রাইভেটলি দেখা করবো কেমন? কি বলেন?

অশোক কহিল, হ্যাঁ তাই করবেন—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—তাই করবো এ সব কথা ত আর সকলের সঙ্গে হয় না! তবে দেখা করবো'ত?

—হ্যাঁ—অশোক সংক্ষেপে কহিল।

ভগবতী বাবু কহিলেন,—তবে আমাদের কথাটা হ'য়ে যাক্

—হ্যাঁ চলুন। তপতী তুমি ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে গল্প কর।



ভগবতীবাবু ও বৃদ্ধ বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন।

অশোক তপতীর মুখোমুখি যেন একটু লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করিতেছিল। সে অবস্থাটাকে সরল করিবার জন্যে প্রশ্ন করিল,—আপনার বাবার নামটি কিন্তু এখনও জানতে পারিনি—

—রমেশ চন্দ্র বসু। আমার খান্নাগড়ে থাকি, বাবাই দেওয়ান—

—ও,—দেশীয় রাজ্যগুলি কেমন? দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়—

—চলুন না আমাদের ওখানে। হপ্তা খানেক পরেই আমরা যাবো—বাঙালী মাত্রই যেন পরম আত্মীয় বলে মনে হয়—

—বিদেশে হয় বটে,—

—তপতী একটু করুণ ভাবে কহিল,—আমি বাঙালী কিন্তু বাংলাদেশ আজও দেখিনি। ৪।৫ বছর বয়সে একবার গিয়েছিলাম কিন্তু কিছুই মনে নেই—আপনি কতদিন থাক্‌বেন এখানে?

—যতদিন কাজ না শেষ হয়। একমাস থেকে এক বছরও হ'তে পারে। এসেছি পড়তে পড়াটা ত সারাজীবনও চল্‌তে পারে।

—তাত বটেই। আমি কিন্তু হাঁপিয়ে উঠেছি! চলুন আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—আমার আপত্তি সেই—আমি হারিয়ে যাবো ভয়ে বেরুই না।—অশোক হাসিয়া উঠিল।

তপতী ব্যঙ্গ করিল,—ও হারিয়ে যাওয়ার ভয় এখনও আছে তা হ'লে? ভয় কি আমি সঙ্গে থাক্‌বো—

—তা হ'লে ত ভালই হয়—

—তবে কোথায় যাবেন বলুন

—সমুদ্র তীরে

—বেশ সেই ভাল ; বেলাত প্রায় ৪টা হ'ল। চলুন চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।

সেদিন বৈকালে অশোক তপতীকে লইয়া বাহির হইল, অথবা তপতীই অশোককে লইয়া বাহির হইল। বোম্বাই সহরটা ঘুরিয়া সন্ধ্যার পরে সমুদ্র সৈকতে আসিয়া বসিল,—তরুণ তরুণী, বৃদ্ধ বালক একসঙ্গে প্রায় হাট সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রাগত বায়ুকেও দূষিত করিয়া তুলিয়াছে।

তপতী বালু বেলায় বসিয়া কহিল, বাঙালী, কিন্তু বাংলা দেশটাই দেখলুম না। মস্ত বড় ক্ষোভ রয়ে গেল।

অশোক সহাস্যে কহিল,—দেখবেন,—ব্যস্ত কেন ?

বাংলা দেশটা কেমন ? এবড়ো খেবড়ো, বন্ধুর,—না

—না, সমতল, সুন্দর সবুজ—যেমন সবুজ ভারতের আর কোথায়ও দেখা যায় না—বাঙালীর মত কমনীয়।

—সত্যিই বাঙালী বড়ই কমনীয়—এখানকার লোকগুলো যেন কেমন কাঠখোট্টা কথার চালচলনে সে নমনীয়তা নেই।

—হ্যাঁ কথাটা সত্যিই। দেশের প্রকৃতি অনুসারেই চরিত্র গড়ে উঠে, চেহারা হয়। শ্যামলতার দেশ বলেই বাঙালী কবি, স্রষ্টা। আশ্চর্য্য হই আর একটা জিনিষ দেখে বহু তরুণী দেখলাম, সুন্দরী বহ্নির মত উজ্জ্বল, কিন্তু বাঙালী মেয়ের মত জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা নেই তাদের—ঔজ্জ্বল্য আছে তার তাপও আছে—

তপতী হাসিয়া কহিল—তাদের মধ্যে সুন্দরী দেখেন নি

—দেখেছি, কিন্তু তার মাঝে যেন স্নেহকরুণ সে অনুভূতি নেই, যাকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হয়, শ্রদ্ধা করতে চায় অন্তর—

তপতী কি মনে করিয়া যেন একটু হাসিল; তাহার পর প্রশ্ন করিল, আপনি Love at First Sight বিশ্বাস করেন ?

অশোক কহিল, মাপ করবেন, ভালবাসা কথাটার অর্থ জানিনা কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবস্থাগত—আর তার কোনমূল্য নাই বলেই মনে হয়—

—কেন ?

—যদি কারও ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা থাকে তবে তাকে সকলেই ভালবাসে, গরীব হ'লে কেউই তাকে চায় না, কুষ্ঠ রোগীর মত সকলেই ত্যাগ করে—

—গরীবের তা হ'লে ভালবাসা নেই—

—সেটা সম্পূর্ণ দায় ঠেকে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী ও ধনী কন্যা এবং আমার মত অক্ষম কুৎসিত ব্যক্তি যদি কোন কারণে নির্জ্জন দ্বীপে বন্দী হয় বা নির্ব্বাসিত হয় তবে উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়বে কিন্তু এ পৃথিবীতে সেরকমটা ঘটে না, ঘটতে পারে না। কাজেই সেটা প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল।

তপতী কি ভাবিয়া কহিল, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। এদেশে কত পরিচিত বন্ধু আছে, কিন্তু একজন বাঙালীকে প্রথম পরিচয়েই যেরকম আপনার করে নিতে পারি তাদের ত সেরকম পারি না।

—সেটা সংস্কার, মানুষ মূলতঃ একই। সামাজিক অবস্থা ভেদে তাদের সংস্কার জন্মায় এই—

অশোকের মনে পড়িল শুভ্রার কথা, সে তাহাকে দুর্দ্দিনে চিনিতেও পারে নাই। একটা তীব্র অভিমানে তাহার সমস্ত অন্তর বিষাক্ত হইয়া ছিল! সে তাই বলিল, ওসব কবির কল্পনা; বাস্তব জগতে ভালবাসা টাসা বলে কিছু নেই। নারী স্বামীকে ভালবাসে কারণ ঐ লোকটি ব্যতীত সে নিরুপায়—

তপতী হঠাৎ প্রতিবাদ করিল, আপনি যেন কার উপর রেগে রেগে কথাগুলি ব'লছেন—শুনলে মনে হয় হতাশ প্রেমিকের মত অভিমান ভরা আপনার যুক্তি।

অশোক বিস্মিত হইয়াছিল। সে কহিল, চলুন রাত্রি হল, আপনার বাবা হয়ত ভাববেন।

—তিনি ভাববেন না, তা হ'লেও যাওয়া উচিত বৈকি?



কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল।

তপতী ও অশোক বেশ আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছে—সময়টার গতিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে। একটা ঘরে বসিয়া অশোক ভাবিত দিনগুলি বড় দীর্ঘ। এখন দিনগুলি আনন্দে, আলাপে, ভ্রমণে কাটিয়া যায়। অবসর সময়ে সে বসিয়া বসিয়া পড়ে—কখনও কখনও হাসপাতালে যাইবার নাম করিয়া বাহির হয়—দূরে দূরে ঘুরিয়া আসে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে—

সেদিন সকালে ভগবতীবাবু আসিয়া নমস্কার করিলেন। অশোক কহিল, বস্থন এত সকালে কি মনে করে ?

—আজ্ঞে নমস্কার জানাতে এলাম। আর একটা খবর আছে—খুব জরুরী—

—বলুন—

—আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ভয়ঙ্কর তেজি—একেবারে রেসের ঘোড়ার মত ছুট্‌ছে—

অশোক ব্যঙ্গ করিল,—বটে! কিন্তু যদি ডিগবাজি খায়—

—কিছুতেই নয়, হ'তেই পারে না। আর যদিই হয় তার আগেই জুট ধরে দেব। কপাল ঠুকে ঝুপ্ ঝাপ কাজ করে যান, কেমন করকরে টাকা—ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রৈ রৈ করে চড়ে যাবে—কি বলেন,—একহাজার কিনে ফেলি—

অশোক কহিল, এখানকার কোন ব্যাঙ্কে ত আমার এ্যাকাউণ্ট নেই,—কাজ করি কি করে ?

ভগবতীবাবু কহিলেন,—তাতে কি ? সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ইনট্রো-ডিউস্ করে দিচ্ছি! আমার ৭টা ব্যাঙ্কে হর-কছম এ্যাকাউণ্ট আছে। তা হ'লে ফুড়ুৎ করে গিয়ে একটা ফর্ম্ম নিয়ে আসি কি বলেন ?

অশোক কহিল,—তাই করুন। বিকেলে ব্যাঙ্কে যাওয়া যাবে—মানে তিনটে—

হ্যাঁ,—সেই ত বেশ হবে। এই আমি ঝাঁ ক'রে যাবো আর সাঁ করে চলে আস্‌বো—

ভগবতীবাবু পরম উৎসাহে রওনা দিলেন। যাইবার সময় হঠাৎ ফিরিয়া বলিলেন,—এই দেখুন না,—রমেশবাবু আজ ছ'দিনে বারহাজার টাকা কামিয়ে নিলেন—নমস্কার।

ভগবতী চলিয়া যাইবার পর অশোক একটু নিশ্চিন্ততা বোধ করিল,—ঘরের মধ্যে এতগুলি টাকা তাহাকে বড়ই অস্বস্তি দিতেছিল—সেটাকে ব্যাঙ্কে পাঠাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—

তপতী আসিয়া কহিল,—কি করছেন ডাঃ চৌধুরী

অশোক কহিল—পড়ছিলাম—ডাক্তারীটা ভুলে না যাই—

তপতী কহিল,—চলুন বেড়িয়ে আসি,—বাংলা সিনেমা আছে চলুন—

অশোক কটাক্ষে চাহিয়া কহিল,—বেড়াতে যাবেন আমার সঙ্গে ? আমি ত অত্যন্ত বদলোক, এমন কি চোর ডাকাতও হ'তে পারি—

—তা'তে কি হল,—আমায় ত গিলে ফেল্‌তে পারবেন না –

—তাও হ'তে পারে ত!

—খেয়ে দেখুন না,—হজম করতে পারবেন না। চলুন ঘরের কোণে বসে থাকবেন না—

—তা চলুন, কিন্তু শেষে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। আমি যদি হারিয়ে যাই তবে সে দোষ আপনার—

তপতী ব্রীড়া ভঙ্গি করিয়া কহিল,—হারাবেন না। ভয় নেই। তা হ'লে অনেক আগেই হারিয়ে যেতেন।



অশোক ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিবার পর ভগবতীবাবুর উৎসাহে ও প্রলোভনে সেয়ার কিনিয়া ফেলিল। ভগবানও তাহাকে দুই হাতে অর্থ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। যে সেয়ার সে ধরে তাহাই দেখিতে দেখিতে চড়িয়া যায়। দেখিতে দেখিতে তাহার টাকা লাখ ছাড়াইয়া গেল—

অশোক তাই মাঝে মাঝে হাসে! জীবনের কি পরিহাস,—দরিদ্র বলিয়া সে পড়িতে পারিল না অথচ তাহারই দুই মাসের মধ্যে সে লাখপতি—ইচ্ছা করিলে সে তপতীকেও বিবাহ করিয়া ধনীর জীবন যাপন করিতে পারে কিন্তু বেশীদিন একস্থানে থাকা নিরাপদ নয় সে কথাও সে জানিত। জীবনে যেন একটা ক্লান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—উত্তেজনার পর একটা অবসাদ আসিয়াছে—

অশোক মাঝে মাঝে তাহাই ভাবে—সে যেন হাউই বাজির মত পুড়িতে পুড়িতে উঠিতেছে কখন কোন সময়ে নির্ব্বাপিত হইয়া পৃথিবীর মাটীতে পড়িয়া চূর্ণ হইতে হইবে! তপতী মাঝে মাঝে তাহাকে ভালবাসা জানায়—সে হাসে। কি বুদ্ধিহীন এরা, অর্থকেই ওরা জানে, মানুষকে চিন্‌তে চায় না—তপতীর কথার মাঝে মাঝে প্রলোভন হয় আবার ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসে। সংসার জীবন সভ্যজগত—সেখানে তাহার স্থান নাই—

সেদিন রমেশবাবুও আলাপ প্রসঙ্গে তপতীর জন্তে পাত্র

খুঁজিতেছেন বলিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতটায় অশোক একথা স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে অশোককে মনে মনে তিনি একটা সুপাত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ সে যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে উঠাইয়াছে একথা তিনি ভগবতী বাবুর নিকট হইতে জানিয়াছিলেন।

অশোক তাই তপতীর নৈকট্যকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—তাহার অন্তর যেন অন্ততঃ তাহাকে ভালবাসিয়া ব্যথিত না হয়। অকারণ একটি অন্তরে ব্যর্থতার বেদনা দিয়া লাভ কি? তপতীর কথায় মনটা তাহার সর্ব্বদাই ভীত হইয়া উঠিত,—তাই সে মনে করিল, আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। তপতীর জন্যেও বটে এবং নিজের জন্যও বটে এখন এই পান্থশালার পরিচয়কে ভুলিবার সময় আসিয়াছে। অশোক মাঝে মাঝে তাই সংকল্প করে কিন্তু পরক্ষণেই একটা মমতায় যেন অন্তর ছাইয়া যায় কেমন করিয়া, কি বলিয়া সে আকস্মিক ভাবে চলিয়া যাইবে—

অশোক টেলিফোনে ভগবতীবাবুর সহিত কথা কহিতেছিল। সে তাহাকে তাহার যাবতীয় শেয়ার ছাড়িয়া দিবার জন্যে জানাইল। ভগবতী বাবু কোনো বিরুদ্ধ যুক্তি দেখাইতেছিলেন কিন্তু অশোক তাহার আদেশ প্রত্যাহার তখনও করে নাই। তপতী আসিয়া বসিল, অনেক আলোচনার পর প্রসঙ্গটি বুঝিয়া লইয়া সে কহিল,—হঠাৎ সব বিক্রি করছেন যে!

অশোক কহিল,—না আজই সমস্ত শেয়ার ছেড়ে দিন—সে

টেলিফোন রাখিয়া দিয়া ভগবতীবাবুর সমস্ত যুক্তির মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

তপতী পুনরায় প্রশ্ন করিল,—সব ছেড়ে দিচ্ছেন যে!

—হ্যাঁ—

—কেন?

অশোক হাসিয়া কহিল, সময় হ’য়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে। যতই বাজি পুড়তে পুড়তে ওপরে ওঠে আসল আগুন থাকে না, তখন সে নামে—

তপতী বিস্মিত হইয়া কহিল, তার মানে।

—আর ভালো লাগে না,—একটু ঘুরতে বেরুবো। পুনা মাদ্রাজ বাঙ্গালোর জয়পুর যেখানে দু’চোখ যায়—

তপতী ব্যথিতভাবে প্রশ্ন করিল, আবার কবে আসবেন?

—আসবো কি না, তা কে বল্‌তে পারে? জীবনে আমি ছন্নছাড়া, চরিত্রে ভবঘুরে, একজায়গায় বেশীদিন থাক্‌তে আমার ইচ্ছেই হয় না—

তপতী দীর্ঘ আঁখি মেলিয়া বিস্মিত ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, এই পরিচয়, এই নৈকট্য সব ফেলে রেখে—

অশোক হাসিয়া কহিল,—এইত জগতের নিয়ম—জীবনের সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে ফেলে যেতেই ত হয়—

তপতী কাতর কণ্ঠে কহিল,—এর কোন মূল্য নেই!

—না, জগতে টাকা ছাড়া আর কোন কিছুরই কোন মূল্য নেই।

তপতী কহিল,—স্নেহ প্রীতি মমতা—ভালবাসা—

অশোক হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, কেন আপনি কি আমাকে ভালবেসেছেন—এই অধমকে ?

তপতী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—যদি তাই বলি—

তারও কোন মূল্য নেই। আজ যদি আমি ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হারিয়ে ভিখারী হই, আমাকে চিনবেন না। টাকা আছে বলেই আপনার মনে হচ্ছে হয়ত ভালবাসি কিন্তু সেদিন কোন মূল্য থাকবে না। টাকা বিহীন আমার মূল্য অকিঞ্চিৎকর—

তপতী বিস্মিত হইয়াছিল। আকস্মিক ভাবে লোকটি যেন বদলাইয়া গিয়াছে। সে তাই প্রশ্ন করিল,—এ আপনি বিশ্বাস করেন ?

—শুধু আমি নয় সকলেই করে—আমি বলি, আর যারা চালাক তারা বলে না এই তফাৎ।

—মেয়েদের এত হীন মনে করেন—

—স্ত্রী পুরুষ ভেদে সমগ্র জগতই এমনি। আমি যদি হোটেলে না থেকে ফিরিওয়ালা হতাম তবে কি আপনি ভালবাসতেন ? সে সুযোগ হত ? আমি কিন্তু একই আছি, তার একটা অবস্থায় ভালবাসা যায়, আর একটা অবস্থায় যায় না—

তপতী প্রতিবাদ করিল, কিন্তু—

—কিন্তু নেই—এই জগৎ, এই প্রত্যক্ষ বাস্তব। যারা বিশ্বাস করে না তারা ঠকে প্রেমের নামে নিজেকে প্রতারণা করে। কাজেই ভালবাসা প্রেম ও-সব মনের বিলাস মাত্র—কাব্যকথা

মাত্র। সোফায় বসে যে কথা বললে আনন্দ হয়—লোকে শুনে হাত তালি দেয়—

তপতী সজল আঁখি মেলিয়া কহিল,—আমাদের এই পরিচয়—

অশোক কহিল,—দুঃখিত হবেন না,—সত্যি কথা ব'লবো কি? এ পরিচয় পরিচয়ই—কিন্তু নিষ্ফল। কথাটা শ্রুতিকটু কিন্তু সত্যি। এ আমি জীবনে প্রত্যক্ষ. করেছি। আপনার বাড়ীর সামনে রেলিং ধরে ভিখারীর মত দাঁড়িয়ে থাকলে সেদিন আমাকে চিনতে পারবেন না। এই ভালবাসা, এই পরিচয়—

তপতী সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রশ্ন করিল,—কেন? আপনি জীবনে বিয়ে করবেন না—

অশোক হাসিয়া কহিল,—মানুষ ভালবাসে পাওয়ার অতীত বস্তুকে, আর বিয়ে করে সাধারণকে। কাজেই বিবাহের প্রশ্ন ওঠে না—যা সুন্দর তাকে ভালবাসা যায় কাজেই আমি তাকে সুদুর্লভ করে রাখতে চাই, তাকে বিয়ে করে ধূলায় নামাতে চাইনে। বিবাহের জন্য পৃথিবীর যে কোন নারীই যথেষ্ট—

তপতী জড়ের মত বসিয়া রহিল। অশোক কহিল,—কালই যাব ঠিক করেছি তাই একটু ব্যস্ত আছি, এক্ষুনি বেরুতে হবে—

তপতী কোনমতে অশ্রু গোপন করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অশোক চাহিয়া দেখিল, বেদনাও বোধ করিল! কিন্তু তাহাকে যাইতেই হইবে—



অশোক চলিয়া গিয়াছে—কোথায় কেহ জানে না—

তপতীরা আরও কিছুদিন বোম্বাইতে ছিল। আকস্মিক ভাবে তপতীর নিকটে অশোক বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছিল, অশোক যেন তাহার কল্পনার মানুষটি। কিন্তু কি যেন একটা রহস্য ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহার জীবনকে। অশোক চলিয়া যাইবার পরে কয়েকদিন তপতীর মনটা বড় ফাঁকা মনে হইল,— ভগবতী বাবু দুঃখ করিলেন, তপতীর পিতা পরিতাপ করিলেন। তাহার পর শুভ্রা, মিলি যেমন করিয়া অশোককে ভুলিয়াছে তেমনি করিয়া তাহারাও ভুলিতে আরম্ভ করিল—

অশোক চলিয়া যাইবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া হোটেলে নানা খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ করিলেন। তপতীরা ও ভগবতী বাবু বাঙালী বলিয়া তাহাদিগকে নানারূপ জেরা করা হইল। তাহারা অশোক সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করিল তাহার সঠিক পরিচয় তাঁহারা জানিতেন না, বলিতেও পারিলেন না। তাহাদের আর একটি প্রশ্ন ছিল অশোক অকস্মাৎ এতটাকা কি করিয়া পাইল—

ভগবতী বাবু কহিলেন,—ভয়ঙ্কর লাকি বয়, আমার কাছে হিসেব আছে দেখবেন। একমাসে বোধ হয় সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে। যে শেয়ার ধ'রতো তাই চড়্‌চড়্‌ করে উঠতো--

পুলিশ হিসাবটা দেখিতে চাহিলে ভগবতী বাবু তাহা দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা অশোকের খোঁজ কেন করিতেছে এ কথা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তবে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের

ব্যাপারে অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িল। এবং ভগবতী বাবুর কথায় যে তাহাদের সন্দেহ অনেকটা প্রশমিত হইল একথা ভগবতী বাবু বুঝিলেন।

কিছুদিন বাদে তপতীরা চলিয়া গেল—পান্থশালায় দু'দিনের পরিচয় সুখ দুঃখ, জীবনের একটা স্মৃতিতে পরিণত হইল। যে স্মৃতি কেবল কাহিনীই, অন্তরকে আন্দোলিত করিবার শক্তিও ধীরে ধীরে তাহার কমিয়া গেল—যেমন করিয়া সাধারণতঃই যায়—



প্রায় ছয় বৎসর পরের কথা—

শুভ্রা এবারে এম, এ, পাশ করিয়াছে, মিলি বি, এ, পাশ করিয়া অপ্রয়োজন বোধে আর পড়ে নাই। শুভ্রার পিতার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার অন্তে একমাত্র কন্যার কি হইবে এই কথা মাঝে মাঝে ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়েন। শুভ্রা তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয়। তাহার এম্ এ, পাশ করার কথা জানাইয়া বলে,—এম্, এ, পাশ করলুম আর নিজের ভার নিজে বইতে পারবো না—টাকা বাড়ী দেখে খেতে পারবো না?

তাহার পিতা তবুও অবুঝের মত বলেন,—মেয়ে ত মা! একটা সৎপাত্রে তোকে দিয়ে যেতে পারলে ভাবনা থাক্‌তো না—

শুভ্রা হাসে এবং সান্ত্বনা দেয়,—নাই বা জুটলো, সৎপাত্র। একাই কি আর থাকতে পারবো না? খুব পারবো—

তাহার পিতা শুধু বলেন,—তা কি হয় মা।

শুভ্রা ও মিলির গল্পের মাঝে কদাচিত কখনও অশোকের প্রসঙ্গ না উঠে এমন নয়। তবে সেটা সাধারণতঃ ভালছেলের প্রসঙ্গে। অশোক পড়িলে হয়ত বা ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইতে পারিত এ সম্বন্ধে উভয়েই একমত।

তাহাদের বাড়ীর সাম্‌নে চওড়া রাস্তা। তাহার ও পারে একখানা বাড়ী খালি পড়িয়া ছিল সম্প্রতি ভাড়া হইয়াছে। একজন ডাক্তার ভাড়া নিয়াছে,—ডাঃ এইচ, চৌধুরী, এম, ডি, (মিউনিক); বিরাট একখানা গাড়ী করিয়া ডাক্তার নিজেই ঘুরিয়া বেড়ায়। গাড়ী প্রায়শঃই নিজে চালায়। রোগীর ভিড় কিছু নেই, একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আছেন। পাড়ার অনেকেই ডাক্তার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেন কিন্তু কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় নাই, তবে চালচলনে বোঝা যায় ডাক্তার ধনবান। ডাক্তার সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলই ছিল, কিন্তু গত মাসাবধিকালের মধ্যে তাহার সহিত কেহ আলাপ করিয়া তাহার সমগ্র পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি বিশেষ ভদ্রলোক এবং দাতা একথা পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা প্রায়শঃই বলিয়া থাকে, কারণ তাহারা চাঁদার খাতা হস্তে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরে নাই। আর একটি কথাও পাড়ায় প্রচারিত হইয়াছিল উক্ত ডাক্তারটি গরীবকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়া থাকেন

এবং প্রয়োজন বোধে নিজ ব্যয়ে পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন।

এহেন ডাক্তারের নিকট যথেষ্ট রোগীর ভিড় হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য, তাহা হইত না। কেন হইত না সেটা একটা সমস্যা।

অশোক ওরফে ডাঃ এইচ চৌধুরী এম, ডি, তাহার সহকারী ডাঃ দত্তকে সঙ্গে করিয়া রোগী দেখিতেছিলেন। শেষ পরীক্ষা করিয়া অশোক কহিল,—আপনি প্রেসক্রিপসান্ করে দিন ডাঃ দত্ত আমি দেখে দেব—

ডাঃ দত্ত প্রেসক্রিপসান্ করিয়া দিলে অশোক তাহা দেখিয়া কহিল,—ঠিকই আছে সঙ্গে একটা টনিকফুড দিয়ে দিন—

ডাঃ দত্ত কহিলেন,—হ্যাঁ—স্কটই দি।

হ্যাঁ!—অশোক কি একখানা বইতে মনোনিবেশ করিল।

প্রেসক্রিপসান রোগীর হাতে দিয়া ডাঃ বলিলেন,—ষোল টাকা—

রোগী কাতর কণ্ঠে কহিল,—বড় গরীব বাবু চল্লিশ টাকা মাইনে পাই—

—তাই বিলেত ফেরৎ ডাক্তার না হ'লে চলে না? যতো সব—

অশোক মাথা তুলিয়া কহিল, কি ব'লছেন?

রোগী কাতর কণ্ঠে কহিল,—বড় গরীব ডাক্তার বাবু.—টাকা নেই—খাদ্যই সংগ্রহ করতে পারি না—

অশোক প্রশ্ন করিল,—গরীব ?

—হ্যাঁ পাঁচটা ছেলেপুলে—মাইনে চল্লিশ টাকা, দয়া করুন ডাক্তারবাবু—

অশোক হাসিয়া কহিল,—বেশ ভিজিট না হয় নাই দিলে—অষুধের দাম ত দশটাকা হবে, কি দিয়ে কিন্‌বে ?

—দ-শ, টা-কা তা হ'লে আর অষুধ কিন্‌তে পারবো না—

অশোক পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যান্ ; অষুধ কিনে খাবেন,—নইলে বাঁচবেন না—

রোগী নমস্কার করিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চলিয়া গেল। ডাঃ দত্ত অশোকের মুখের পানে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া ছিলেন। অশোক কহিল,—আশ্চর্য্য হচ্ছেন ডাঃ দত্ত—

—হ্যাঁ—এতে—

অশোক নাটকীয় ভঙ্গিতে হাসিয়া কহিল,—শুনুন, ডাঃ দত্ত, আমার প্রচুর আছে, টাকা দিয়ে কি করবো ? গরীবদের তাই আমি অমনি দি,—দিতে বেশ লাগে। তাই বলে আপনার ক্ষতি হবে না, আপনার পাওনা আপনি পাবেন। ডাক্তারী পাশ ক'রেছিলাম কিন্তু ওসব আমার ভাল লাগে না। আপনিই সব ক'রবেন—আমি নিমিত্ত হ'য়ে রইব—

—কিন্তু স্যর সেটা—

—টাকার দরকার আপনার আছে জানি, আমার নেই। কাজেই আপনি পাবেন।

—ডাঃ দত্ত খুশী হইয়া কহিলেন,—আজ্ঞে টাকার দরকার আমার আছে বৈ কি।

—তবে লজ্জা ক'রে লাভ নেই। আমি চাই গরীব লোকের চিকিৎসা হোক্ টাকা যা লাগে আমি দেব।—গরীবকে দান করে আমার বেশ আনন্দ হয়। কি ইচ্ছে করে জানেন,—যাদের ছেলেরা গুড় নিয়ে কাড়াকাড়ি করে তাদের বড় বড় রাজভোগ খাওয়াতে ইচ্ছে করে, কি তৃপ্তি কি আনন্দ তাদের মুখে ফুটে উঠ্‌বে—

কথাগুলি বলিতে বলিতে অশোকের কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিয়াছিল,—সে অন্যমনে পাশের ঘরের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া ঢুকিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে কহিল,—আপনি যেতে পারেন ডাঃ দত্ত। দারোয়ানকে বলে যাবেন যেন দরজা দিয়ে দেয়। আজ আর বেরুবো না।

শুভ্রার এম, এ তে ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার উপলক্ষে আজ উৎসব হইতেছিল। উৎসব অর্থাৎ পার্টি, নাচ গান ও ভোজন। নিমন্ত্রিত অনেকেই ছিলেন,—তাহার মধ্যে লিলি ও তাহার স্বামী ডাঃ মিটার, মিলি প্রভৃতি আছে।

মিলিই প্রথম আগন্তুক। মিলি আসিতেই শুভ্রার পিতা, শৈলেনবাবু কহিলেন,—এস মা মিলি তোমার দিদি কোথায় ?

মিলি কহিল,—আস্‌বে এক্ষুনি,—আমি আগেই এসেছি।

—বেশ মা, বেশ, গুছিয়ে নিয়ে তোমরাই ত করবে।

শৈলেন বাবু একটু দূরে যাইতেই মিলি শুভ্রাকে ব্যঙ্গ করিল, —শুভ্রা, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তোমার ফার্ষ্ট ক্লাস প্রাপ্তি যে নিঃসন্দেহে একটা অসাধারণ বস্তু বা কৃতিত্ব এটা স্বীকার করেই অভিনন্দন জানাচ্ছি—

শুভ্রা কহিল,—যাক্‌, এখন আমাকে একটু সাহায্য ক'রবে কি ?

—তা পারি, তবে এটাও সত্যি যে অশোকদা পরীক্ষা দিলে সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট ই হ'তো—তার সঙ্গে তুমি পার-তে-না—

শুভ্রা হাসিয়া কহিল,—তিনি ফার্ষ্ট হ'লে আমি অন্ততঃ দুঃখিত হতাম না—

—কেন ?

—তার কাছে পরাজয়ে আমার দুঃখ নেই—বরং গৌরব আছে—

মিলি প্রগলভা,—সে কহিল,—ও বাবা! এ যে কাব্য—তুমি ভুল্‌তে পারনি আজো ?

শুভ্রা কহিল,—রসিকতা ছেড়ে একটু সাহায্য কর—

হাস্যপরিহাসে ড্রইংরুম সাজাইতে সাজাইতে অতিথিবৃন্দ আসিলেন। চা প্রভৃতি চলিতে লাগিল,—পাড়ার জনৈক তরুণী গান করিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

শুভ্রা ব্যস্ততার মাঝেও হঠাৎ লক্ষ্য করিল তাহার পিতা সোফা হেলান দিয়া কেমন ভাবে শুইয়া আছেন, সমস্ত মুখখানি ঘামিয়া গিয়াছে—কপাল হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম চুয়াইয়া পড়িতেছে! সে ছুটিয়া গিয়া প্রশ্ন করিল,—কি বাবা! তোমার কি হ'য়েছে?

—শরীরটা ভাল লাগছে না মা। আমাকে একটু ধর ত, নিয়ে চল—

—কেমন লাগছে?

—ব'ল্‌তে পারছিনে ঠিক—কেমন যেন—

—শুভ্রা তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, শৈলেন বাবুও উঠিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু উঠিতে পারিলেন না,—অকস্মাৎ সেখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন—

উৎসব থামিয়া গেল,—চারিপাশে একটা হৈ চৈ ও ছুটাছুটি লাগিয়া গেল। শুভ্রা কি করিবে বুঝিয়া পাইল না। এমন আকস্মিক বিপদ তাহার জীবনে এই প্রথম, তাহার প্রথম চিন্তা হইল ডাক্তার প্রয়োজন। সে কাহাকেও উদ্দেশ্য না করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত কহিল,—ডাক্তার ডাক্‌তে হবে,—ডাক্তার—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, রাস্তার ওপারের জার্ম্মানী ফেরৎ ডাক্তারের কথা। সে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া এক-দৌড়ে রাস্তাটা পার হইয়া একেবারে অশোকের চেম্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল—

অশোক ও ডাঃ দত্ত বসিয়া ছিলেন, রোগী কেহ ছিল না।

শুভ্রা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—ডাক্তারবাবু শিগ্‌গির চলুন, বাবা বড় অসুস্থ—কেমন করছেন—

অশোক কিছু বলিতে পারিল না,—কেবল শুভ্রার স্বেদস্নাত বিহ্বল মুখের পানে পরম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল,—

ডাঃ দত্ত প্রশ্ন করিলেন,—কি হ'য়েছে—

শুভ্রা কহিল,—হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন—চলুন—দেরী করবেন না—

অশোক এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াই যেন কহিল,—চলুন ডাঃ দত্ত, সেরিব্রাল হেমারেজ যদি হয় তবে দেরী করলে খারাপ হবে—

অশোককে লইয়া শুভ্রা যখন ফিরিয়া আসিল তখন পার্টির অনেকে চলিয়া গিয়াছেন, মিলি তাঁহার মাথায় আইস্‌ব্যাগ দিতেছে!

অশোক ঢুকিয়াই কহিল—ব্লাড প্রেসারটা দেখুন ত—এবং নিজে ষ্টেথিস্কোপটা বাহির করিয়া হৃদযন্ত্রের উপর স্থাপন করিয়া একবার চারিপাশে চাহিল। মিলি—লিলি—ডাঃ মিটার সকলেই আছেন,—আরও অনেকে অপরিচিত।

অশোকের অন্তরটা দুলিয়া উঠিল—ডাঃ দত্ত বলিলেন,—প্রায় নরমাল—তবে—

অশোক বিজ্ঞের মত কহিল,—বড্ড, Interesting—কি বলুন ত?

—স্যর, এটা থ্রমবসিস্‌ বলে মনে হয়—

—yes, yes—ঠিক তাই, এইটে first attack কি না—

—তবে একটা ষ্টিকনিন্ দিয়ে দি—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ শিগ্‌গির—

শুভ্রা ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিল,—কেমন দেখছেন ডাক্তার বাবু ?

অশোক প্রশান্ত হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই,—ব্যস্ত হবেন না। উনি সেরে উঠবেন তবে বিশেষ যত্ন করা দরকার।

শুভ্রা কহিল,—সেবা যত্নের কোন ত্রুটি হবে না—

—হ্যাঁ,—তাই যেন না হয়। অষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

অশোক ও ডাঃ দত্ত ঔষধ পথ্য ও উপদেশাদি দিয়া পারিশ্রমিক লইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির সকলেই চলিয়া গেলেন। কেবল শৈলেন বাবুর শয্যাপার্শ্বে রহিয়া গেল শুভ্রা ও মিলি—

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শৈলেনবাবু চোখ মেলিয়া কহিলেন, —জল দে মা—

একটু জল পান করিয়া তিনি যেন অনেক সুস্থ হইলেন, তাহার পর দুঃখিত ভাবে কহিলেন—আমার জন্যেই সব পণ্ড হ'য়ে গেল—

মিলি কহিল,—তা হোগ্‌গে,—আপনি ঘুমোন। কথা বল্‌তে ডাক্তার বারণ করেছে ?

—কে ডাক্তার ?

শুভ্রা কহিল, ঐ রাস্তার ওপারের এইচ, চৌধুরী।

—ভাল ডাক্তার শুনেছি—

মিলি কহিল,—হ্যাঁ, অষুধে বেশ কাজ করেছে' কিন্তু। যখন জ্ঞান হ'য়েছে তখন আর কোন ভয় নেই—

শুভ্রা ব্যস্তভাবে কহিল,—তাই বল্ ভাই, ভয় যেন না থাকে।

শৈলেনবাবু কহিলেন,—তাই ত বার বার বলি মা, কবে এমনি করে—

শুভ্রা কহিল, কথা ব'লো না বাবা—কথা বলো না—

মিলি কহিল, ডাক্তারটি সত্যিই বেশ, হঠাৎ দেখে মনে হ'য়েছিল অশোকদা বুঝি। ঠিক তেমনি চেহারা,—কেবল গালে একটা জড়ুলই যা বেশী—

শুভ্রা এতক্ষণ তাহা লক্ষ্য করে নাই, এখন যেন সে ভাবিয়া বুঝিল লোকটীকে সত্যই অশোকের মত দেখিতে। সে তাই কহিল,—সত্যি প্রায় তার মতো—

মিলি কহিল,—ইস্ যদি অশোকদা হ'ত তবে কি মজাই না হ'ত। তাই না শুভ্রা ?

শৈলেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া কহিলেন,—দেখতে অশোকের মত ?

মিলি কহিল, হ্যাঁ কাকাবাবু অবিকল তার মত, তবে একটু যেন মোটা আর মুখে একটা জড়ুল আছে বেমানান—

শৈলেনবাবু কহিলেন, ওঃ—ডাঃ এইচ চৌধুরী—না ?

—হ্যাঁ—

কয়েকদিন পরের কথা—

শৈলেনবাবু ধীরে ধীরে ভাল হইয়া উঠিয়াছেন—বর্ত্তমানে তিনি একটু আধটু বাহিরে বাগানে বেড়াইতে পারেন। এ কয়েক দিন আসা যাওয়ায় শুভ্রা ও মিলির সঙ্গে ডাঃ চৌধুরীর একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে,—একটু আধটু ব্যঙ্গ পরিহাস না হয় এমন না। সেটা বয়োধর্ম প্রসূতও বটে এবং কতকটা ইচ্ছাকৃতও বটে।

অশোক সেদিন সকালে চেম্বারে বসিয়া পুরাতন একটি রোগার নিকটে তাহার দেওয়া টাকার হিসাব এবং রোগীর পথ্যাদির সংবাদ লইতেছিল এমন সময় মিলি ও শুভ্রা উভয়েই প্রবেশ করিল।

অশোক ডাক্তার-সুলভ ভদ্রতা সহকারে কহিল, বসুন—

রোগীটির কথাবার্ত্তা শুনিয়া অশোক কহিল, আমি আপনাকে কিছু দিয়েছিলাম রোগীর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করতে, বাজার করতে ত সাহায্য করিনি—

লোকটি বিবর্ণমুখে কহিল,—কি করবো, ছেলেপুলে না খেয়ে থাকে।

অশোক হাসিয়া কহিল,—বেশ করেছেন, আচ্ছা আরও দশ টাকা নিয়ে যান—

লোকটি নোটটি হস্তগত করিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রস্থান করিল। মিলি ব্যঙ্গ করিল, আপনার ডাক্তারী এমনি ?

—প্রায়।

—ফাঁকি দিয়েও ত নিতে পারে—

—তা পারে, তাতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারবে না। যা আছে তা আমার পক্ষে প্রচুর। চলুন ও ঘরে গিয়ে বসি—কেমন আপনার বাবা ভাল ত?

শুভ্রা স্মিতহাস্যে কহিল,—হ্যাঁ, কাল বিকেলে বাগানে বেড়িয়েছেন।

তাহারা তিনজনে আসিয়া পাশের ঘরে বসিল। মাঝের পর্দ্দাটি বিজলী পাখার বাতাসে দুলিতেছে। অশোক সেইদিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া সোফায় বসিল। শুভ্রা প্রশ্ন করিল,—বাবাকে কি খেতে দেব আজ?

—যা ইচ্ছে করেন তাই,—তবে মাংস পোলাও প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য দেবেন না—

শুভ্রা অশোকের দিকে চাহিয়া কহিল—এঁকে চেনেন নিশ্চয়ই, মিলি বোস, ডাঃ বোসের কনিষ্ঠা কন্যা—বি, এ, পাশ করে বর্ত্তমানে ভেরেণ্ডা ভাজ্‌ছেন।

মিলি চট্ করিয়া কহিল,—যা উনিও অতঃপর ভাজবেন—

অশোক প্রশান্ত হাসিয়া চাহিল,—নমস্কার—

—নমস্কার—

অশোক ধীরে ধীরে কহিল, আপনারা একটু আশ্চর্য্য হচ্ছেন বোধ হয় আমার ডাক্তারী দেখে? অবশ্য হওয়াটাও স্বাভাবিক। তবে সত্য কথা বলব কি ডাক্তারী করতে আমার ইচ্ছে

করে না। তবে গরীব লোকের মুখে হাসি দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়।

মিলি কহিল,—গরীবকে আপনি ভালবাসেন?

—হ্যাঁ, গরীবকে দিয়ে আমার সত্যিই খুব আনন্দ হয়—একা মানুষ এত টাকা দিয়ে কি হবে?

মিলি আকস্মিক ভাবে কহিল, আপনার চেহারাটা কিন্তু ঠিক আমার এক দাদার মত—শুভ্রা, ঠিক অশোকদার মত নয়?

শুভ্রা কথাটা সমর্থন করিল। অশোক কহিল, দাদা—আপনার ভাই!

—না, পিস্‌তুত ভাই, কিন্তু চমৎকার ছেলে, তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুন্দর স্বভাব—

—মারা গেছেন?

মিলি ব্যস্তভাবে প্রতিবাদ করিল,—না—না, অভিমান করে চলে গিয়েছে—বেঁচে আছে কি নেই ভগবান জানেন?

—তা চলে গেলেন কেন?

—সে গরীবের ঘরের ছেলে, দিদি তাকে একটু অপমান করে, সেই রাগে—

মিলির সহিত কথা বলিতে বলিতে কেন যেন অশোকের চোখ দুইটি বার বার সজল হইয়া উঠিতেছিল। শুভ্রা ও মিলিকে একদিন সত্যসত্যই সে আপনার করিয়া লইয়াছিল, আজ ডাঃ চৌধুরী হিসাবে তাহাদের সামনে বসিয়া তাহার হৃদয় বারবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এঁরা এত নিকট অথচ কতদূর

—অশোক আর্দ্রকণ্ঠে কহিল,—তাতে রাগের কি আছে। গরীবকে সকলেই অপমান করে—যাদের টাকা আছে তারা ত করতেই পারে—

শুভ্রা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, সে কহিল,—কেন! আপনি ত করেন না!

অশোক কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। মিলি কহিল,—গরীবকে যারা ভালবাসে তাদের আমার খুব ভাল লাগে—এই অশোকদা যদি থাকতো সে নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হতো—অথচ অমন ছেলে আজ কোথায় কি করছে? বেঁচে আছে কিনা—তাই গরীবকে যে সাহায্য করে তাকে আমারও ভাল লাগে—

অশোক বলিবার মত একটা কিছু পাইয়াছে এমনি ভাবে কহিল,—তা হ'লে আমাকেও ভাল লাগে বলুন—অশোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কিন্তু চোখ দুইটি তাহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে রুমাল দিয়া মুছিয়া মুখখানি পরিষ্কার করিয়া লইল—

মিলি কহিল,—সত্যিই—

অশোক কহিল,—চেহারাটাও যখন আপনার দাদার মত, আর ভালও যখন লাগে তখন আমাকে না হয় অশোকদাই মনে করুন না—মাঝে মাঝে দাদাকে খাওয়াবেন, আমারও দ্বিতীয় কেউ নেই জগতে যখন—

মিলি কহিল,—ভালই ত, আমারও দাদা নেই, বৌদি বলে

ডাকবার সম্ভাবনাও নেই। তা হ'লেও আপনাকে অশোকদা ঠিক বলা চলে না তবে চৌধুরীদা বলা চলে,—

—কেন অশোকদা বলা চলে না কেন? তাকে কি এতই ভালবাসতেন আপনি—

—আমি কেন? সবাই তাকে ভালবাস্‌তো! তার সঙ্গে পরিচয়ের পরে তাকে ভালবাসেনি এমন কেউ নেই—এই শুভ্রার সঙ্গে দু'দিনের পরিচয় কিন্তু সে আজও ভুল্‌তে পারে না তাকে—

অশোক ব্যঙ্গ করিল,—তাই নাকি শুভ্রা দেবী—তাকে—কিন্তু আকস্মিক ভাবে কণ্ঠ যেন তাহার অশ্রুর বন্যায় রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আর বাক্যটিকে শেষ করিতে পারিল না।

শুভ্রা শান্ত চোখ দুইটি অশোকের মুখের উপর চাহিয়া কহিল,—সত্যিই ভাল লাগতো তাকে—

অশোক পুনরায় প্রশ্ন করিল,—সত্যি— ?

শুভ্রা কহিল,—হ্যাঁ—এত বড় অভিমানী তিনি—

শুভ্রার স্বীকারোক্তি অশোকের বুকখানাকে যেন সহসা বর্শা বিদ্ধ করিয়া দিল। সে উঃ বলিয়া চোখে রুমাল চাপিয়া ধরিল। এমনি একটা অবস্থা যেন জীবনে সহনাতীত।

মিলি কহিল,—কি হ'ল চৌধুরীদা—

—কিছু না,—চোখে যেন কি একটা প'ড়ল—অশোক ঘর হইতে বাহির হইয়া চোখেমুখে জল ছিটাইয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিল। অশোক হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—তা হ'লে মিলু বসুকে এখন থেকে তুমি বলার অধিকার আমার হ'ল—

'মিলি কহিল,—তা হ'ল বৈকি? তবে বোনের আব্দার সব রক্ষা করা দরকার সেটিও খেয়াল রাখবেন।

—হ্যাঁ, অন্যায় আব্দার হ'লে বকুনি ঝকুনিও খেতে হবে।—অশোক আরাম করিয়া বসিল, বেয়ারা চা দিয়া গেল। মিলি চা ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল,—শুভ্রা, তোর আর কিছু হল না—আমি ত দাদা একটা পেয়ে ফেল্‌লুম,—তুই—

কথাটার ব্যঙ্গ বুঝিয়া শুভ্রার মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। অশোক সেটা ঠিক লক্ষ্য করে নাই, লক্ষ্য করিলেও ইহার অর্থ সে বুঝিতে পারিত না। অশোক তাই বলিল,—আপনারা যাকে এত ভালবাসতেন, সে চলে গেল অথচ আপনারা তার খোঁজ করলেন না—এটাই বা কিরকম হ'ল?

মিলি কহিল,—খোঁজ? এমনি যা তাত হ'লই, একমাস খবরের কাগজে বাবা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। শেষে তিনিই বললেন—ও যে বংশের ছেলে তাতে আর আসবে না। বাবা ত তার নামে সব উইল করে দিতে চেয়েছিলেন—

—তবুও সে ফিরলে না—তা হ'লে সে আর ভাললোক হলো কিসে?

—সেইটেই ছিল তার বৈশিষ্ট্য, সে ম'রবে ত মাথা নীচু করবে না,—একি কম শক্তি—

—শক্তি? বলেন কি? বাস্তব জগতে ওটা আহাম্মকা—

মিলি সকরুণ কণ্ঠে কহিল,—তাইত,' তা না হলে তুচ্ছ কথায় জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ পায়ে মাড়িয়ে সে চলে গেল—

অশোক হাসিয়া কহিল,—আপনার অশোকদা তাহলে আহাম্মক ছিলেন, তা বেশ!

মিলি মিনতিভরা চোখে চাহিয়া কহিল,— না না, তাকে ব্যঙ্গ করবেন না—

অশোক চুপ করিল—মিলি সত্যিই তাহাকে অগ্রজের মত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, এবং তাহার বুকের কোণে সে স্নেহ মমতার কুসুম কোরক আজও অম্লান রহিয়াছে দেখিয়া তাহার যন্ত্রণা বিক্ষুব্ধ জীবনটা যেন সহসা পরিপূরিত হইয়া উঠিল। সে বুক পুরিয়া একটা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিল—মিলির মুখখানি বারবার চাহিয়া দেখিল—তেমনি সরল, তেমনি মমতাময়ী, তেমনি অশোকদার সাহায্যকারিণী, তেমনি প্রগলভা।

এমনি করিয়া দিন যায়—

এমনি করিয়াই অশোকের সঙ্গে নতুন করিয়া মিলি ও শুভ্রার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। কিন্তু সে পরিচয়ের মাঝে বিরাট ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে—ডাঃ চৌধুরী। শৈলেন বাবু মাঝে মাঝে রাস্তা পার হইয়া অশোকের এখানে আসেন এবং কখনও কখনও তাহাকে বাড়ীতে লইয়া চা পানান্তে গল্প করেন। শুভ্রা আসে, বাড়ীতে যেটুকু অভ্যর্থনা তাহাও করে কিন্তু তেমন নৈকট্য গড়িয়া উঠে না।

অশোক পাশের ঘরে বসিয়া সেদিন কি একখানা বই

পড়িতেছিল, শুভ্রা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কহিল,—আস্‌তে পারি ?

—নিশ্চয়ই,—আসুন আসুন। আপনি আস্‌বেন এ'ত আমার পরম সৌভাগ্য।

শুভ্রা হাসিয়া কহিল, পরম সৌভাগ্য আমার,—কৃতজ্ঞ আমি, আপনার জন্যেই বাবার প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

—ভুল, শুভ্রা দেবী, ভগবান বাঁচিয়েছেন, ডাক্তারে যদি প্রাণ দিতে পারতো তবে বড়লোক ত ম'রতোই না—

—বাবা ব'লছিলেন—

অশোক হাসিয়া কহিল,—আপনাদের ওখানে চা খেতে ত ? সে ত নিত্যই খাচ্ছি; বসুন—শুভ্রা বসিল। হাতের বইখানার দিকে চাহিয়া কহিল,—কি পড়ছিলেন ?

—সাইকলজির একটা বই—ডাঃ ব্রিলের। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি একটা জিনিষ প'ড়ে—সেকস্‌পিয়র Love at First Sight বিশ্বাস করতেন—আজ দেখছি ব্যাপারটা সত্যি। ডাঃ ব্রিল তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করেছেন—

শুভ্রা বিস্মিত হইয়া কহিল,—সত্যি ?

—হ্যাঁ প্রায় দুইহাজার আমেরিকান বিবাহের ইতিহাস থেকে এ কথা তিনি প্রমাণও করেছেন—আপনি এটা বিশ্বাস করেন ?

শুভ্রা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল তাহার পর মুখ তুলিয়া কহিল,—হ্যাঁ বিশ্বাস করি—

অশোক কহিল,—কেন বলুন ত ? আমারও তাই মনে হয়,

কতকগুলি লোক প্রথম দেখার পর থেকেই এত আপনার হ'য়ে যায় যে তাদের আর ভোলা যায় না। প্রথম দর্শনেই মনের মাঝে এমন ছাপ রেখে যায় যে জীবনেও সে ছাপ আর ওঠে না—

শুভ্রা কথাটাকে অনুমোদন করিল,—সত্যিই তাই।

—আপনি একথা কি করে বিশ্বাস ক'রতে পারেন,—এমন কোন ঘটনা হ'য়েছে; বা শুনেছেন—

শুভ্রা কহিল,—কলেজ স্কুলে পড়তে পড়তে বহু ছেলের সঙ্গেই আলাপ হ'য়েছে, ঘনিষ্ঠতাও যথেষ্ট হ'য়েছে কিন্তু আশ্চর্য্য যে ছেলেটির সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়নি সেই ছেলেটিই সবচেয়ে আপনার হ'য়ে আছে—

—আশ্চর্য্য।

—হ্যাঁ আমিও আশ্চর্য্য হই। তার সঙ্গে যে পরিচয় তা সামান্যই কিন্তু সে আজ ক'বছরের কথা হবে, তার পরে কত পরিচয় পুরোনো হ'য়ে গেল, তবুও তাকে ভুলতে পারিনে—

—মনে হয়—

—হ্যাঁ, মনে হয়, সে আবার আস্‌বে, হয়ত আবার পরিচয় হবে! মনে মনে আশা করি ফিরে আসুক। দু'দিনের পরিচয় যে এমন করে মনের মাঝে চিরস্থায়ী হতে পারে এ যেন বিশ্বাস করা চলে না—

অশোক একটু বক্রকটাক্ষে চাহিয়া কহিল—কে সে ভাগ্যবান?

—ভাগ্যবান নয়, ভাগ্যহীন—গরীবের ছেলে। অর্থের

ঔদ্ধত্যকে সে ক্ষমা করেনি—কিন্তু হয়ত প্রতিশোধ নিয়েছে নিজের ওপর—

—তার নামটি কি ?

—অশোক, মিলির সেই পিস্‌তুত ভাই—

অশোক শুভ্রার আনত মুখখানি ভাল করিয়া দেখিল,—সমস্ত মুখে যেন বেদনা ও ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তর দুলিয়া উঠিতেছিল,—হায় হায়, শুভ্রা তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, আজও সে ভুলিতে পারে নাই! অশোক তাই সজল কণ্ঠে কহিল,—অশোককে আপনি ভালবেসেছিলেন ? কথাটা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ যেন বাকহারা হইয়া স্তব্ধ হইল।

শুভ্রা ব্যথিত চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিয়া কহিল, বোধ হয়—নইলে এখনও মনটি তার প্রসঙ্গে ব্যথিত হয় কেন ?

—কিন্তু সে ত গরীব, অত্যন্ত গরীব! অবহেলিত ছিল সমাজে—

শুভ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল,—গরীব ছিল ব'লেই বোধ হয় ভুলতে পারি না—বড়লোক হ'লে বোধ হয় ভুল্‌তে পারতাম—

শুভ্রার এই স্বীকারোক্তি ও বেদনা ব্যথিত মুখখানি অকস্মাৎ অশোকের অন্তর একটা অব্যক্ত আনন্দ ও পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ করিয়া দিল। শুভ্রা তাহাকে ভালবাসিয়া কাঁদিয়াছে ইহাই যেন পরম আনন্দ,—অপূর্ব্ব তৃপ্তি। অশোক তাই প্রশ্ন করিল,—আর একদিনও আসে নি তার পরে ?

—না! একটু হাসিয়া কঠিন কণ্ঠে শুভ্রা বলিল,—জানি সে মরতে পারে কিন্তু মাথা নীচু করতে পারে না।

অশোক আত্মবিস্মৃত হইয়া কহিল,—এসেছিল।

—এসেছিল ?

অশোক নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, হয়ত এসেছিল আপনি জানেন না, দেখেন নি—

—না আসে নি,—যদি কোনদিন বড় হতে পারে তবে হয়ত আসবে—

—ত'াকে কি আজও তেমনি ভালবাসেন ?

—জানি না, ভুল্‌তে চেষ্টা করেও পারিনি—

অশোক কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—ভুল্‌তে পারেন নি! অশোকের চোখ দিয়া নিরুদ্ধ অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেই সে রুমাল দিয়া চোখ ঢাকিয়া ফেলিল—

শুভ্রা বিস্মিত হইয়া কহিল,—ও কি ডাঃ চৌধুরী ?

অশোক সংক্ষেপে কহিল,—কিছু না,—চোখটা একটু খারাপ হয়েছে-অশোক তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখে মুখে জল দিয়া আসিল।

শুভ্রা কহিল,—চলুন ডাঃ চৌধুরী বাবা বসে আছেন—

—চলুন—



অশোক নির্জ্জনে বসিয়া মাঝে মাঝে ভাবে—শুভ্রা তাহাকে আজও ভালবাসে। তাহার বাবার যেরূপ কথাবার্ত্তা তাহাতে মনে হয় তিনি ডাঃ চৌধুরীর হাতে শুভ্রাকে সম্প্রদান করিয়া

নিশ্চিন্ত হইতে চান—শুভ্রাকে লইয়া তাহার জীবন আজ সুন্দর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে—কিন্তু পিছনে রহিয়াছে কলঙ্ক-ইতিহাস—

হয়ত বা পুলিশ নিশ্চেষ্ট নাই,—তাহারা বোম্বাই হোটেলে যখন গিয়াছিল তখন যে আজও আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য তাহারা তাহাকে খুঁজিতেছে না তা কে বলিতে পারে? সে নিশ্চিন্তমনে কোথায়ও কাল কাটাইতে পারে নাই, অশরীরী একটী রাহু যেন নিরন্তন তাহার পিছনে তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে। যে কোন দিন যখন তাহার ডাক্তারী খোলশ খুলিয়া পড়িতে পারে তখন শুভ্রার পবিত্র সুন্দর জীবনকে সে কেন দু'দিনের জন্য কীটদষ্ট করিয়া যাইবে—শুভ্রা সুখী হোক—ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় কারুণ্যে ভরিয়া উঠে,অশ্রু সজল হইয়া উঠে, মাঝে মাঝে মনে হয় চলিয়া যায় কিন্তু কোথায় যাইবে, বিপুল পৃথিবীতে সব ঠাঁই তাহার জীবনে একই অনন্ত ঊষর শূন্যতায় ভরা। তাহার মাঝে আশ্রয় নাই—সে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরিতেছে আশ্রয়শাখা হীন একক বিহঙ্গের মত, নিবিড় তিমির সমুদ্রে।

ভাবিতে ভাবিতে সে ক্লান্ত হইয়া উঠে, অকারণ মোটর লইয়া ঘুরিয়া আসে কিন্তু শুভ্রা আর মিলির সান্নিধ্য তাহার মনটিকে চঞ্চল করিয়া তুলে। অতি আপনার জন থাকিয়াও নাই, এত নিকটে থাকিয়াও কতদূর—সম্পদের প্রাচীরে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। অশোক ভাবে আর জগতের উপর নিস্ফল অভিমানে আপনাকে আপনি দংশন করে—



সেদিন বৈকালে শুভ্রাদের বাড়ীর সাম্‌নে ফুলবাগানে ঘেরা ছোট সবুজ মাঠটিতে বসিয়া শৈলেনবাবু শুভ্রা ও ডাঃ চৌধুরী চা পান করিতেছিলেন—আলোচনা চলিতেছিল আধুনিক সমস্যাদি লইয়া—ফাঁকে ফাঁকে শৈলেনবাবু যাহা বলিতেছিলেন তার সারমর্ম্ম এই যে ডাঃ চৌধুরীর এখন বিবাহ করা প্রয়োজন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ডাঃ বোস্‌ ও মিলি প্রবেশ করিলেন।

শৈলেনবাবু কহিলেন,—আসুন আসুন, ডাঃ বোস,—

ডাঃ বোস্‌ একটু হাসিয়া স্বভাবসুলভ আন্তরিকতার সহিত প্রশ্ন করিলেন,—ভাল আছেন ত?

—হ্যাঁ, একরকম আছি, এঁরই কৃপায়। ইনিই ডাঃ চৌধুরী—

মিলি কহিল,—ঐ যে তোমায় ব'ললাম চৌধুরীদার কথা, ঠিক অশোকদার মত দেখ্‌তে—

ডাঃ বোস্‌ অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—সত্যিই-ত একেবারে অশোকের মত,—হঠাৎ দেখলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আহা—কোথায়ই চলে গেল অশোক—কত বড় হ'তে পারতো—

ডাঃ বসু ও ডাঃ চৌধুরী ইংরাজি মতে করমর্দ্দন করিলেন। অশোক হাসিয়া কহিলেন আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে অশোক হ'তে লোভ হয়—

ডাঃ বোস্‌ কহিলেন,—লোভ হবারই কথা, বড় ভাল ছেলে ছিল অশোক—

শৈলেনবাবু কহিলেন,—চলুন আমরা ভিতরে বসি, দুই বুড়ো সুখ দুঃখের কথা কইব—

মিলি কহিল,—এখানেই বসুন না, আমরা কি আপনাদের সুখ দুঃখের কথা বুঝি না ?

—বোঝো আর কই মা ? তা হ'লে বুড়োকালে শুভ্রা কি এত কষ্ট দিত ? শৈলেন বাবু ডাঃ বসুকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অশোক বক্র কটাক্ষে চাহিয়া কহিল,—জ্বালাটা কি ? ঠিক বুঝতে পারছিনে।

মিলি কহিল,—অত্যন্ত সরল কথা—শুভ্রা বিয়ে করতে চায় না—

—ওঃ সেই অশোক বাবু ! সেই মহাজনের মধ্যে এমন কি ছিল বুঝিয়ে ব'লতে পারেন ?

মিলি কহিল,—কি ছিল মানে ?

—মানে,কোন্ গুণ ছিল যার জন্যে সে আপনাদের এত প্রিয়

—বড় গুণ তার ছিল এই যে, যা বুঝ্তো তা অকপটে ব'লবা সাহস তার ছিল—জগতে সে মাথা নীচু করেনি—

—এ সব গুণ নয়, ভয়ানক দোষ। এ সব দোষ যাদের থাকে তারা জগতে বেশীদিন বাঁচে না—

শুভ্রা ব্যথিত ভাবে অশোকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল অশোক অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি শুভ্রার মুখের উপর রাখিয়া কহিল,—সেই জন্যেই মনে হয় আপনাদের অশোকদা বেঁচে নেই—

আকস্মিক এইরূপ একটা মন্তব্যে সকলেই নীরব হইয়া গেল —শুভ্রা ও মিলি ঘাসের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অশোক তাহা লক্ষ্য না করিল এমন নয়, কিন্তু যে অশোককে একদিন তাহারা বিদায় করিয়াছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বরে সেই অশোকের জন্যেই আজ ইহারা বেদনা বোধ করিতেছে দেখিয়া তাহার যেন একটা আনন্দ হয়, তাই শুভ্রা ও মিলির ব্যথাতুর মুখ দু'খানি তাহার বড় ভাল লাগে। অশোক কহিল,—আমার কিন্তু অশোকবাবুর কথা শুন্‌তে বেশ লাগে। আচ্ছা তিনিও কি শুভ্রা দেবীকে ভালোবাসতেন ?

শুভ্রা যেন একটু উত্তেজিত ভাবে কহিল,—সে কথা থাক্— আপনি তার কথা তুলে সব জেনে নিতে চান অথচ নিজে একেবারে চুপ। আপনি বিশ্বাস করেন কেন তা ত বললেন না ?

অশোক হাসিয়া কহিলেন,—শুন্‌তে চান তা ব'ল্‌লেই পারেন, —এ সবে আমার কোন লজ্জাই নেই, কারণ মানুষের জীবনে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমিও একটি মেয়েকে অমনি প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিলাম—হয়ত বা সেও ভালবেসেছিল। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে হঠাৎ আমার পরিবর্ত্তন হ'ল, একদিন তারপর অত্যন্ত দরিদ্র বেশে তাদের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল কিন্তু চিন্‌লে না—

শুভ্রা কহিল,—এ হ'তে পারে না—

মিলি প্রতিবাদ করিল,—না—না,মেয়েরা কি কেবল অর্থকেই ভালবাসে—

অশোক কহিল,—এতে কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হয় না?

শুভ্রা কহিল,—না, হয়ত সে দেখেনি—আনমনে চলেছিল কিন্তু দেখেও দেখেনি এমন নয়—

—কিন্তু এটা সত্য কথা,

—আপনি ভুল বুঝেছেন—

অশোক আপনমনেই অভিনেতার মত একটু হাসিল, তাহার পর কহিল,—আচ্ছা অশোকবাবু শুভ্রাদেবীকে ভালবাসতেন কিনা সেটা কেমন করে বুঝলেন—

শুভ্রা প্রসঙ্গটাকে বন্ধ করিয়া দিতেই যেন কহিল,—তা বোঝা যায় নি—আর যাবেও না—

মিলি ব্যঙ্গ করিল,—অশোকদার কথা শুন্‌তে ত আপনার হিংসে হওয়া উচিত যদি—

অশোক অবাক হইয়া কহিল,—কথাটা স্পষ্ট করে বল—

—মানে যদি শুভ্রার পরিচয়কে আপনি—মানে

—ভালবেসে থাকেন এই ত? কিন্তু শুভ্রাদেবীকে ভাল লাগে একটি গুণে সেটি হ'চ্ছে উনি দরিদ্রকে ভালবাসেন ব'লে—

শুভ্রা কহিল,—ও কেবল তাই?

অশোক কহিল,—বোধ হয় তাই। অশোক বাবুকে দরিদ্র জেনেও যে উনি ভুল্‌তে পারেননি এই কথাটা আমার মনে সত্যই রেখাপাত করেছে—সেই জন্যেই ওর পরিচয়কে আমার কাছে এত মহার্ঘ করে রেখেছে—

মিলি কহিল,—নইলে—

—নইলে, জগতে সব নারীর মুখই আমার কাছে আজ সমান। জানি তরল পদার্থ মাত্র, যে পাত্রে থাকে তার অবয়ব ও রং সে পায়—আমি চাই জগতে দরিদ্রকে সকলে ভালবাসুক, দারিদ্র্য কি,—কত তার লাঞ্ছনা, কি অপরিসীম লজ্জা ও বেদনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে থাকে সেখানে তা সম্পদের স্পর্দ্ধা কোন সময়েই অনুভব করতে পারে না,—

অশোক কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে হঠাৎ কহিল,—আচ্ছা আসি, নমস্কার। এবং কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল—

মিলি কহিল,—ডাক্তারদা সত্যিই মহৎ—মনে হয় ওর জীবনে কোথায় একটা বিরাট রহস্য রয়েছে, যার জন্যে উনি অমনি ভাবপ্রবণ—

শুভ্রা নীরবে অপস্রয়মান ডাঃ চৌধুরীর দিকে চাহিয়া রহিল, —ডাক্তার চৌধুরী গেট বন্ধ করিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রাস্তা পার হইয়া গেল। মিলি কহিল,—মনে হয় ডাক্তারদা তোকে ভালবাসে—

শুভ্রা হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াছে এমনি ভাবে কহিল,—ওঃ উনি চা না খেয়েই চলে গেলেন যে—

মিলি কহিল,—তাই ত ?



অশোক বাড়ীতে আসিয়া সোফাটির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল—সে একাকী একরূপ থাকে, জীবনটাকে সহজ সরলভাবে

লইয়া সে চলিতেও পারে কিন্তু ওই শুভ্রা ও মিলির সামনে উপস্থিত হইয়া সে যেন কেমন হইয়া যায়, উত্তেজনায় ভাবাতিশয্যে সে যেন বদলাইয়া যায়,—সহজ সরল ভাবে চলিতে পারে না—। তখন সে বুঝিতে পারে না কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারে তাহার ছেলেমানুষী এবং লজ্জিত হয় !

এমনি করিয়াই দিন যায়—কয়েকমাসও হইয়া গেল—

শুভ্রা ও অশোকের আলাপ আলোচনা ও হৃদয়ের উদ্বেলিত তরঙ্গ একই স্থানে আসিয়া রোজ মিলাইয়া যায়—পৌনঃপুনিক দশমিকের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই ফল প্রসব করে। অত্যন্ত উৎসাহের সময় অশোক আত্মবিস্মৃত হইয়া কত কি বলিয়া যায়—তারপর যখনই মনে পড়ে সেই জড়োয়া হারটির কথা তখনই সংকোচে লজ্জায় ভয়ে সে ফিরিয়া আসে—ভাবে, শুভ্রার জীবনকে নষ্ট করিবার, ব্যর্থ করিবার অধিকার তাহার নাই, শুভ্রা সুখী হোক্—



সেদিনও অমনি একটা চিন্তা তাহার অন্তরাকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ মিলি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—ডাক্তার দা, ডাক্তার দা—

—অশোক হাসিয়া কহিল,—কি বোন ? ব্যাপার কি হাঁপাচ্ছ যে। বসো—

—না, শুনুন—

—ব'সো, চা খাও,—একটু জিরিয়ে ব'লবে—

মিলি হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন কহিল,—আপনি বিয়ে করেন না কেন ?

অশোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—ও এই কথা। ভেবে চিন্তে দেখি, তুমি ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সো। ভেবে চিন্তে পরামর্শ করে এক সময় বিয়ে করা যাবে তার জন্যে ব্যস্ততা কি—আর হাপাচ্ছই বা কেন ? আর আমি কাউকে বিয়ে করতে চাইলে সে আমাকে বিয়ে ক'রবে কেন ?

—নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। কেন করবে না ? আপনিত শুভ্রাকে ভালবাসেন—তবে ?

অশোক হাসিয়া কহিল,—কিন্তু শুভ্রাদেবী যে আবার সেই তোমার অশোকদার পথ চেয়ে আছেন আমাকে বিয়ে ক'রবেন কেন ?

মিলি কহিল,—ক'রবে—

—তা হ'লে ওসব মিথ্যে কথা ?

—মিথ্যে নয়, কিন্তু যে চলে গেছে তার জন্যে—হয়ত আর ফিরবে না। তার জন্যে—যাক সে কথা আপনি—

—বিয়ে করে ফেলুন,—এই ত ?

হ্যাঁ যখন ভালবাসেন—

অশোকের মনে পড়িল—সে ট্রেনে যাইতেছে, খুলিয়া দেখে ছোট্ট বাক্সের মধ্যে হীরাজহরতে বন্দী হইয়া আছে প্রায় এক লক্ষ টাকা তারপর বোম্বাই—তারপর—

অশোক কহিল,—ভালবাসি বলেই তাকে বিয়ে করে অসম্মান করতে চাইনে। আমি অযোগ্য—

—বেশ বললেন ত হেয়ালী—

—হেয়ালী নয় মিলি—জীবনে এইটেই চরম ও মর্ম্মান্তিক সত্য। শুভ্রা যদি আমাকে ভালও বাস্‌তো তবুও আমি তাকে ব'লতুম,—অশোককে দূর করে আমাকে ভালবেসো না, আমাকে দূর করে অশোককে ভালবেসো—

অশোকের মনে পড়ে আকণ্ঠতৃষ্ণা লইয়া সে জলকলের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তিনদিন অনাহার অনিদ্রা,—বিলাসী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল—সেদিন এখনও জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তাহার অন্তরে বহ্নিজ্বালা ছড়াইয়া দেয়—

—না—না, বিয়ে আপনাকে করতেই হবে—

—তোমার লাভ কি তাতে মিলি ?

মিলি কহিল,—আপনাকে নিকট করবো, তাই বলে অশোকদাকেও দূর করবো না—

—কিন্তু শুভ্রা ?

মিলি কহিল,—সে সুখী হবে। আমার মুখে শুনেই আপনি একথা বিশ্বাস করতে পারেন।

সেদিন শৈলেনবাবু ও শুভ্রা বৈকালে বাগানে বসিয়া কথা বলিতেছিল—কথা একই—শুভ্রার বিবাহ। ওই একই আলোচনা

পিতাপুত্রীর মাঝে রোজই হয়, গরমিল অঙ্কের মতই রোজ তাহা আটকাইয়া যায়, কোন ফল প্রসব করে না। সেদিন শৈলেনবাবু সোজা সুজি তাহার মত ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন।—তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে তাঁহার যেরূপ শরীর যে কোন দিন তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে এক্ষেত্রে তাঁহার ইচ্ছা তিনি ডাঃ চৌধুরীর হাতেই শুভ্রাকে সমর্পণ করিবেন কিন্তু শুভ্রা বড় হইয়াছে, শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কিছু করিতে চান না—তাহার পছন্দকেও তিনি অস্বীকার করেন না।

শুভ্রা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, তাহার পর কহিল—তাতে কি তুমি সুখী হবে বাবা?

শৈলেনবাবু কহিলেন,—হ্যাঁ মা, তোকে বোধ হয় কেবল সেই অশোক আর এই ডাঃ এই চৌধুরীর হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারি। অশোক—কিন্তু ডাঃ চৌধুরীও চমৎকার লোক। তুই কি তাতে সুখী হবিনি মা? শুভ্রা অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—তুমি সুখী হ'লেই আমি সুখী হব বাবা। তোমাকে সুখী করা ছাড়া জীবনে আর কি বৃহত্তর কর্ত্তব্য আছে?

—আমি ত চাই না যে আমাকে সুখী করতে তুই অসুখী হস্—

—তুমি সুখী হ'লে আমি অসুখী হব কেন?

গেটের দিকে একটা শব্দ হইতেই উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন,—

ডাঃ চৌধুরী গেট ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ডাঃ চৌধুরী আসিয়া নমস্কারান্তে প্রশ্ন করিলেন,—ভাল আছেন ?

শৈলেন বাবু কহিলেন,—ঠিক সময়টিতেই এসেছেন আপনাকেই চাইছিলাম মনে মনে—

অশোক স্মিত হাস্যে কহিল, আমাকে ? বলুন—আমি কি করতে পারি—

শৈলেনবাবু ভণিতা করিয়াই কহিলেন,—শুভ্রা ছাড়া পৃথিবীতে আমায় আর কেউ নেই, তাকে কারও হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না।...বোধ হয় এক তুমি ছাড়া—

অশোক বিস্মিত হইয়া কহিল,—আমি ? কিন্তু আমি ত অযোগ্য, ওঁর মত শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করবার উপযুক্ত আমি নই—

অশোকের হৃদয় মথিত করিয়া ভাসিয়া উঠে তাহার বিগত জীবন, যেখানে একটি পাপ তাহার সমস্ত জীবনকে নিবিড় কালিমায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে, যে মহূর্ত্তে তাহা প্রকাশিত হইবে সেই মুহূর্ত্তে শুভ্রার কাছে সে হইয়া উঠিবে অতিশয় ঘৃণ্য, তাহার জীবন আর মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ফুরাইয়া যাইবে।

শৈলেন বাবু কহিলেন,—না, অযোগ্য নয়, শুভ্রা তোমার যোগ্য হবে এই আশাই করি।

—কিন্তু আমার কুলশীল জানেন না, আমি চোর জুয়াচোর হতে পারি, এই এম, ডি ডিগ্রী আমার মিথ্যা হ'তে পারে—

—তা হয় না, তোমার যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তা'তে

তা হয় না,—হওয়া সম্ভব নয়। আর যদিও হয়, তথাপি তুমি মনে করো না, তোমার এম, ডি ডিগ্রী, গাড়ী কি অর্থ দেখে তোমার উপযুক্ততা বিচার করেছি। তোমার মাঝে সত্যিকার মনুষ্যত্ব আছে তাই তোমার উপর আমার এই আগ্রহ—জানি তুমি ওর প্রতি কোনদিন অবিচার করতে পারবে না—তোমরা বড় হয়েছ এর মীমাংসা তোমাদেরই করে নেওয়া দরকার—শৈলেনবাবু আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

অশোক তাই একটু নীরব থাকিয়া কহিল—অশোকবাবুর সেই সংযম, সে দৃঢ়তা, সে চরিত্র বল ত আমার নেই। আমি হয়ত অসৎ,—আমার সব ত তুমি জানো না শুভ্রা।

—বাবা খুসী হবেন এর চেয়ে বেশী জানবার প্রয়োজন আমার নেই। তাঁর শেষ জীবনকে আমি সুখী করতে চাই—

অশোক ব্যথিত ব্যকুল কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি কেমন করে তোমার জীবন নষ্ট করবো—আমি যে সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করে তাই তাহার অমর্য্যাদা করতে চাইনে। আর তুমি কি সুখী হবে?

শুভ্রা আনত আঁখি দু'টি তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—বাবা খুসী হ'লেই আমি হব, নিজের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আমি এর বেশী সচেতন এখনও হতে পারিনি—

—কিন্তু আমি হঠাৎ যদি মারা যাই! অশোক অসহায়ের মত কহিল,—তুমি এবিয়েতে মত দিওনা শুভ্রা,—মাত্র কয়েক দিনের জন্যে—

শুভ্রা কহিল,—সে আমার ভাগ্য! আমি যে চির-দিন বেঁচে থাক্‌বো তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে। আজি আমি অনেকটা ভাগ্যবাদী—

অশোক অসহায়ের মত কহিল,—এ এত বড় সৌভাগ্য যে একে অবিশ্বাস করাই উচিত,—একে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত। তোমাকে পাওয়ার প্রলোভন আমার এত দুর্নিবার যে তা আমি প্রতিরোধ করতে পারবো না, কিন্তু যদি জীবনে সুখী হ'তে চাও তবে তুমি প্রতিরোধ করো—ত'াতে তুমি সুখী হবে—

অশোক আর কিছু বলিতে পারিল না, শুভ্রার সম্মুখ হইতে অপরাধীর মত একটা অকরুণ লজ্জা লইয়াই যেন পলাইয়া গেল।



ছয়মাস পরের কথা—

শুভ্রার সহিত অশোকের বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। পঞ্জিকার মতে শুভদিনে শুভক্ষণে এক আনন্দ মুখর রাত্রিতে অশোক অপরাধীর মত বর বেশে উপস্থিত হইয়া শুভ্রার পাণি-গ্রহণ করিয়াছে। আনন্দ কোলাহলের মাঝে বার বার তাহার মনে পড়িয়াছে তাহার জীবনের কথা,—পরিহাস ও ব্যঙ্গের উত্তরে সে কেবল মিথ্যা ভাষণ করিয়া ছিল—শরীরটা ভাল নেই। শুভ্রাকে সে ভালবাসিত, এবং অত্যন্ত ভালবাসিত বলিয়াই সে এ বিবাহ মনে মনে সমর্থন করে নাই, অথচ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিবার মত সাহসও তাহার ছিল না,—দূরে পলাইবার শক্তিও

তাহার নাই। যন্ত্র চালিতের মত সে শৈলেনবাবু মিলি ও শুভ্রার ইচ্ছার কাছে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল—তাহার পর একটি একটি করিয়া বহুদিন গিয়াছে—শুভ্রার সেবা স্নেহ ভক্তি ভালবাসায় সে যেন সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। শুভ্রাকে পাইয়াও সে যেন পায় নাই—কি একটা ব্যবধান, একটা অস্বস্তি গোপন কাঁটার মত তাহার হৃদয়কে রুধিরাক্ত করিয়া তুলে। সে মুখে হাসে, অভিনেতার মত নিজের হাসিতে, আনন্দে নিজেই চমকাইয়া উঠে!

সেদিন বৈকালে শুভ্রা ও অশোক চা পান করিতেছিল, মিলি গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল,—ডাক্তার বৌদি নমস্কার—

শুভ্রা হাসিয়া কহিল—বড্ডো ফাজিল হ'য়েছিস্? তোকে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিতে হবে। তুমি একটা ছেলে দেখ ত।

অশোক সমর্থন করিল,—ওই রকম একটা শাস্তি দিতেই হবে দেখছি, গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি! বড় অন্যায়—

মিলি কহিল,—সেটা কি একটা শাস্তি হ'ল নাকি?

—জিজ্ঞেস কর তোমার বৌদিকে?

মিলি শুভ্রার সন্তানসম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া পরিহাস করিল,—এর মাঝেই শাস্তি আরম্ভ হ'য়েছে? ওই জন্যেই শরীর খারাপ?

শুভ্রা আরক্ত মুখে কহিল,—ধ্যেৎ—চা খেয়ে নে—

মিলি কহিল,—ও নূতন টি-সেট দেখছি—আপনি বড্ড বাজে খরচ করেন দেখছি ডাক্তারদা—

অশোক পরিহাস করিল,—সেটি ব'লবার যো নেই। আমার সব কিছু ওর বাক্সে ট্রান্স্ফার করে দিয়েছি কাজেই বাজে ব্যয় এখন সব তোমার বৌদির। আমি নিমিত্ত মাত্র, খেতে দিলে খাই,—না দিলে খাইনা—

শুভ্রা টিপ্পনী করিল,—হ্যাঁ সুবোধ বালক!



কয়েকদিন পরে ব্যাঙ্ক হইতে অকস্মাৎ একজন পিওন আসিয়া তাহার কয়েকটি সহি লইয়া গেল। ব্যাপারটা তখন অশোকের কাছে রহস্য জনক মনে হয় নাই, ব্যাঙ্ক হইতে ওরূপ সহি ত লইতে পারে কিন্তু সহি দিবার পরদিন তাহার মনে অকস্মাৎ একটা খট্‌কা লাগিল এই দীর্ঘ ছয় বৎসরে সে বহুস্থান ঘুরিয়াছে কিন্তু অন্য কোনদিন ত কেহ তাহার সহি চাহে নাই। বোম্বাইয়ে জহুরীর দোকানে সে যে সহি করিয়াছিল তাহাও এইচ, চৌধুরী, —সেখানকার ব্যাঙ্কেও তাহার সহি ছিল এইচ, চৌধুরী।

যাহাই হোক সে বুঝিয়াছিল তাহার দিন সমাগত,—আর একবার এই রঙীন পৃথিবীকে, প্রিয়তমা শুভ্রাকে ফেলিয়া তাহাকে যাইতে হইবে। বিদায় লইতে হইবে এই ভাবনাটাই শুভ্রাকে যেন অতি আপনার করিয়া তুলিল—সে তাই প্রতিদিন সিনেমা, থিয়েটার, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি করিয়া শুভ্রার সহিত তাহার দিনকয়েকটি অত্যন্ত মধুর করিয়া তুলিল। বিদায়ের পূর্ব্বে আপনাকে সে শুভ্রার কাছে মধুরতর করিয়া সঞ্চিত করিয়া

রাখিবে। শুভ্রাকে আপনার মাঝে সুন্দর মধুর করিয়া সঞ্চয় করিবে—শুভ্রাকে মুহূর্ত্ত একাকী ছাড়ে না। মহামূল্য সামগ্রীর মত চোখে চোখে রাখে—শুভ্রা হাসিয়া বলে,—তোমার হ'ল কি? কেবল ছেলেমানুষীই করছো? অশোকও হাসে কিন্তু জবাব দেয় না, সংক্ষেপে বলে,—বৃদ্ধ হ'য়েই বা লাভ কি। কিন্তু অন্তর তখন অনাগত ভবিষ্যতের আশঙ্কায়, বিদায়ের বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠে—দীর্ণ হইয়া যায়—



সেদিন সন্ধ্যায় অশোক ও শুভ্রা বসিয়াছিল। অশোক শুভ্রার চেহারাটা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল তাই শুভ্রা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল,—অমনি করলে চ'লে যাবো—

অশোক কহিল,—যাই করো ছেলেই যদি হয় তবে তাকে তুমিই মানুষ করবে কিন্তু সত্যকার মানুষ যেন সে হয়। সত্যকার কাচের পুতুল সে যেন না হয়—

—তুমি কি করবে—

—আমি? আমি কি দিনরাত্রি ছেলে কোলে করে বসে থাক্‌বো নাকি? আর মানুষ করবার ভার চিরদিনই মায়ের উপরেই থাকে।

মিলি হঠাৎ ঘরের মাঝে আসিয়া কহিল,—ডাক্তারদা শুভ্রাকে নিয়ে যাবো—এক্ষুনি। ঘর সংসার করলে কি আর বেরুতে নেই?

অশোক পরিহাস করিয়া কহিল,--না এমন কথা, শ্রীমদ্ভাগবত-গীতায় লেখে না—

—তা হ'লে শুভ্রা যাবে ত ?

অশোক কহিল,—তোমার বৌদিকে তুমি নিয়ে যাবে, এবং উনি যাবেন,আমি তৃতীয় ব্যক্তি কেন বাজে কথা ব'লবো—বলো ?

—না, রসিকতা রাখুন,—বলুন যাবে কি না ?

অশোক অপ্রাকৃত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল,—আমার দৃঢ় মত এই যে, উনি যদি যান তবে যান আর যদি না-ই যান তবে যাবেন না—

সকলেই অশোকের পরিহাসে হাসিয়া উঠিল। শুভ্রা কহিল,—না, সত্যি করে বল—যাবো কিনা শেষে—

অশোক পুনরায় কহিল,—বাড়ীর গৃহিণী বেড়াতে যাবেন তা'তে ঠাকুর চাকর ড্রাইভার স্বামী সকলেরই মত নিতে হবে নাকি ? ধিক্ রমণী জীবনে—

মিলি কহিল,—চল ভাই,—তাড়াতাড়ি। বাজে কথার সময় নেই।

মিলি মস্ত বড় একখানা বই অশোকের হাতে গুজিয়া দিয়া কহিল—এই খানা পড়ুন—আমরা যাই—

মিলি ও শুভ্রা উভয়ে বাহির হইয়া গেল। তাহাদের মোটরের শব্দ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। অশোক বিরাটকার পুস্তকখানি হাতে করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল—কত কি ? তাহার পর আপন মনেই উঠিয়া আয়নার সাম্নে উপস্থিত হইল।

মুখের আঁচিলটা তুলিয়া ফেলিয়া সে নিজের চেহারা দেখিয়াই যেন হাসিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল,—এই টি শুভ্রা যাকে ভালবাস্তো…আঁচিলটা আবার যথাস্থানে লাগাইল। আঁচিলের স্থানটা সাদা হইয়া একটা ক্ষতে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর আয়নার প্রতি চাহিয়া কহিল,—এইটি শুভ্রার স্বামী।…আমি যে আমি নয় এইটেই জীবনের বড় পরিহাস। অশোক আবার আসিয়া সোফায় দেহ এলাইয়া বসিল—মনটা তাহার ছুটিয়া চলিয়াছে অতীতের পানে—দূরাকাশের কোলে শঙ্খ চিলের মত হাওয়ায় ভাসিয়া চলিয়াছে।

বাহিরে কলিং বেলের শব্দ হইল। অশোক তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখে একজন পুলিশ কনেষ্টবল। সে সেলাম করিয়া জানাইল,—বড়সাহেব আপনাকে একবার তাঁর আফিসে আস্তে বলেছেন।

—কে? কমিশনার সাহেব—?

—হ্যাঁ।

—কেন? শরীর খারাপ করেছে?

—জানি না, হুজুর।

—হ্যাঁ ডাক্তারের স্মরণ যখন হ'য়েছে তখন অসুখই।

—আজ্ঞে না।

—ও—একটা Death Certificate নিয়ে গোলমাল হ'য়েছিল বটে। আচ্ছা তুমি যাও আমি যাচ্ছি। পথে একটা কেস্ দেখেই যাবো—

কনেষ্টবলটি নমস্কার করিয়া প্রণাম করিল। অশোক প্রতি নমস্কার করিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল। অশোক বসিবার চেষ্টা করিল,—এই ত জীবন। উন্নতশীর্ষ বটবৃক্ষও মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হয়।—মনে মনে কহিল,—কোন দুঃখ নেই, জীবন আজ পূর্ণ—ডাক্তার হ'য়েছি, দরিদ্রের সেবা ক'রেছি, শুভ্রাকে পেয়েছি অতএব বিদায় সুন্দর ধরণী। অশোক উচ্চকণ্ঠে ড্রাইভারকে গাড়ী বাহির করিতে বলিল—



গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া অশোক গাড়ী চালাইয়াছে দ্রুত—তীব্র গতিতে।—অশোক ছুটিয়া চলিয়াছে পৃথিবীকে পিছনে ফেলিয়া নূতন জীবনে, কোথায় যাইবে কেন যাইবে সে তাহা ভাবে নাই, সে শুধু চলিয়াছে—তীব্র গতিতে বিরাট গাড়ী খানি চলিয়াছে'—

চলিতে চলিতে রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল। জন হীন রাস্তা হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ তাহার সামনে টলিতে টলিতে একটা মাতাল বা অন্য কেহ আসিয়া পড়িল,--তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা সে করিল বটে কিন্তু লোকটাও ঘুরিয়া ফিরিয়া গাড়ীর সামনেই আসিয়া পড়িল অশোক ব্রেক দিলেও লোকটা মোটরের ঘূর্ণ্য মান চাকার নীচে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল,—একটু আর্ত্তনাদ করিল না, কাতরোক্তি করিল না। অশোক পরীক্ষা করিয়া দেখিল,

দেহে প্রাণ নাই অথচ এতটুকু রক্তপাত হয় নাই। আশে পাশে বাঁশবন, নিকটে গ্রাম আছে বলিয়া মনে হইল না। সে গাড়ী ষ্টার্ট দিতে গেল কিন্তু গাড়ী বিকল,—গাড়ী আর চলিবে না।

অশোক মনে মনে কি যেন ভাবিল এবং কি যেন একটা সংকল্প করিল, তাহার পর লোকটিকে ড্রাইভারের সিটে বসাইয়া দিয়া গাড়ীতে আগুণ লাগাইয়া দিল, নিজের কোটটিকে খুলিয়া একটি দুইটি বোতাম ছিড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল, কোটটিকে অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া পাশের নয়নজুলিতে ফেলিয়া দিল। এতক্ষণে মোটর খানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, জ্বলন্ত গাড়ীখানাকে প্রাণপণে ঠেলিয়া কোনক্রমে সে নীচু নয়নজুলিতে ফেলিয়া দিতেই তাহা উল্টাইয়া গেল! লোকটা ছিটকাইয়া জ্বলন্ত ইঞ্জিনের নীচে গিয়া পড়িল। অশোক চারি পাশে চাহিয়া রওনা দিল—

কতক্ষণ সে হাঁটিয়াছিল ঠিক জানা নাই,—ভোরের দিকে একখানা কলিকাতা গামী লরীতে উঠিয়া সে ফিরিয়া আসিল।



অশোক সোজা আসিয়া লালবাজার পুলিশ আফিসে আত্মসমর্পণ করিল। কমিশনার সাহেবের সহিত চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাহার কিছু পরিচয় ছিল। কমিশনার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—সে সমস্তই স্বীকার করিল। টিপসহি দিলে তিনি তাহা জহুরীর দোকানে

টিপসহির সহিত মিল করিয়া দেখিলেন। কমিশনার সাহেব নানা প্রশ্ন করিলেন—অশোক নিঃসংকোচে সমস্তই বর্ণনা করিল। অবশেষে সাহেব প্রশ্ন করিলেন—আপনি এত বড় ডাক্তার! আপনার চিকিৎসার সুনাম শুনেছি,—আমারও বাড়ীতে ত আপনি চিকিৎসা করেছেন—

—ডাক্তারী আমি ঘরেই পড়েছিলাম, কোনো কলেজে পড়িনি। এম, ডি, ডিগ্রী আমার মিথ্যা। ওটা নেহাত দিতে হয় তাই দিয়েছিলাম। আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন আমার স্বীকারোক্তিতে, তা আমি জানি কিন্তু একটা উপকার আমার আপনি করতে পারেন—

—কি বলুন—

—এ মামলায় বিচার হবে কোথায়? আমাকে কোথায় পাঠাবেন?

—বোম্বাই—

—তবে আমার একান্ত অনুরোধ আমার অশোক নামেই যেন মামলা চলে। আমি যখন সবই স্বীকার করেছি তখন ডাঃ চৌধুরী যে আমিই একথা না বল্‌লে ক্ষতি কি! অর্থাৎ আমি চাই ডাঃ চৌধুরী যে অশোক একথা সর্ব্বসাধারণে না জান্‌লে মামলার কোন ক্ষতি হবে না—অথচ আমার উপকার হবে—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—এ উপকার আপনার করতে পারবো বলে মনে হয়। কারণ, আমাদের কাজ আপনাকে

গ্রেপ্তার করে পাঠানো। অর্থাৎ ঐ ব্যাঙ্কের H. Choudhury সহির লোকটিকে তাহারা চায়—

অশোক নিশ্চিন্ত মনে কহিল,—আপনার উপকার চিরকাল মনে থাক্‌বে।

তারপর কাহিনী খুবই সংক্ষেপ—

পরদিন কাগজে বাহির হইল,—বালিগঞ্জের ডাঃ চৌধুরী মোটর দুর্ঘটনায় হত হইয়াছেন। পথিপার্শ্বে গাড়ী উল্টাইয়া যাইয়া এঞ্জিনে আগুন লাগিয়া যায়, সেই অগ্নিতে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে—সনাক্ত করিবার উপায় নাই তবে আনুষঙ্গিক প্রমাণ প্রয়োগ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ওই দেহ ডাঃ চৌধুরীর—

বোম্বাইতে সামান্য একদিন একটু বিচার হয়, তাহাতে চুরি রাহাজানি প্রভৃতি অভিযোগে অশোকের প্রতি সাতবৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অশোক অত্যন্ত নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত মনে কারা প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে যেন জীবনের প্রবল ঝড় ঝাপটার পর সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে! কারা প্রাচীরের প্রবেশদ্বার হইতে বিস্তৃত ধরণীর পানে চাহিয়া, প্রবল অভিমান স্ফুরিত অন্তরে তাহাকে বিদায় নমস্কার জানাইয়া সে দীর্ঘদিনের মত অপসৃত হইয়া গেল। আজ কারাগার ও বহির্জগতের মাঝে তাহার কাছে কোনই পার্থক্য নাই।



সংবাদপত্রদ্বারা অবসর সময় বিনোদন করিতে করিতে এক-দিন মিলির চোখে সামান্য একটা সংবাদ পড়িল—বোম্বাইতে বহুমূল্য একটি জড়োয়া হার রাহাজানির অপরাধে অশোক নামক জনৈক ব্যক্তির সাতবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছে। তাহার মনে কিরূপ একটা সংশয় জাগিয়াছিল তাই ডাক্তার বসুকে সে সংবাদটা দেখাইয়াছিল।

মিলি প্রশ্ন করিয়াছিল,—আমাদের অশোকদা নয় ত?

ডাঃ বসু তাহার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,—তা হ'তেও পারে বা? সে যে ছেলে সে জেলে যাবে, চুরি রাহাজানি করবে তবুও ভিক্ষা করবে না। একটা মহৎ প্রাণকে তোমরা দশজনে মিলে হত্যা করেছ—

—এমনি কাজ করবে একি সম্ভব,—জগতে কত অশোক আছে—

ডাঃ বসু বলিলেন, তা ও হ'তে পারে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো সে স্কলার, সে বড় হ'লে হতে পারতো। তিনি দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া কহিলেন,—জগতে কত প্রতিভা এমনি করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,—

আর একদিন শৈলেন বাবু ডাঃ চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ জানিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন—উঃ আর ত পারিনে—

শুভ্রা অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কহিয়াছিল,—কেঁদো না বাবা ভাগ্যে যা ছিল হ'য়েছে—

—আহত হওয়ার পরেও হয়ত প্রাণ ছিল, হয়ত বাঁচতে পারতো। তখন অত্যন্ত অসহায় ভাবে পুড়ে মরেছে—উঃহু—হু—

—সেকথা ভেবে কি হবে বাবা।

—ভেবে কি আর হবে? মোটর এ্যাকসিডেণ্ট কতই হয়, কেবল আমার ভাগ্যেই মোটর জ্বলল—বুকখানাও জ্বলতে সুরু করলো—

শুভ্রা কাঁদিয়া কি কহিতে যাইয়া শুধু বলিয়াছিল,—বাবা, তুমি অমন করলে আমি থাকবো কি করে?

—কি করে তোকে অমনি বেশে দেখবো? আমার কি মৃত্যু নেই—

ক্রন্দন শোক ও বিলাপে কয়েকটি দিন অতিবাহিত হইয়াছে, শোক চিরদিন থাকে না, সময়ের সঙ্গে যেমন পর্ব্বতও উচ্চতা হারায়, দেশও উর্ব্বরতা হারায় তেমনি করিয়া শোকও কমিয়া আসে,—জীবন আবার চলে। মানুষ হাসে, কাজ করে আকুল আগ্রহে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যে চেষ্টা করে।

পৃথিবীর উপরে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি শীতের পর গ্রীষ্ম আসে চলিয়া যায়,—একদল মানুষ বৃদ্ধ হইয়া মরে আর একদল যৌবন ছাড়াইয়া বৃদ্ধ হয়—একদলের হাসিকান্না ফুরায় আর একদল কাঁদিতে আরম্ভ করে। এই জগতের চিরন্তন নিয়ম—মানুষের অন্তরের বেদনা, নৈরাশ্য, আনন্দ পৃথিবীর উপরে কোন ইতিহাসই রচনা করতে পারে না,—জীবনের সঙ্গে সঙ্গে

তাহাও মুছিয়া যায়। পুরাতনকে ছাড়িয়া মানুষ নুতনকে গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে,—অতীতকে ভুলিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নরসে জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে।

তেমনি করিয়া মিলির কাছে অশোকের স্মৃতি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, ডাঃ চৌধুরীও ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া আসে। শুভ্রার হৃদয় যেমন করিয়া অশোককে ত্যাগ করিয়া ডাঃ চৌধুরীকে গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনি করিয়া অনাগত শিশুর পানে চাহিয়া ডাঃ চৌধুরীকে ভুলিয়া যায়—

জগতে চলে আবর্ত্তন বিবর্ত্তন উত্থান পতন। সূর্য্য উঠে ডুবে—মানুষের অন্তর মূক হইয়া যায়, বধির পৃথিবী সে কথা শুনিতে পায় না। পৃথিবী চলে—আলোক অন্ধকারে,—বেদনাতুর বৈধব্যের শুক্লবাস পরিয়া—

কারা প্রাচীরের অন্তরালে অশোকের দিন যায়—

তাহার অন্তরে কোন দুঃখ নাই, আনন্দও নাই—সে যেন মৃত্যুর পরে অশরীরী হইয়া রহিয়াছে, তাহার মাঝে দেহ ও মন কোনটাই বাঁচিয়া নাই। কারাগারে কায়িক পরিশ্রম সে করে হাসি মুখে, অন্যান্য সহকর্ম্মীর ক্ষুদ্র স্বার্থ, প্রীতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দেখিয়া সে হাসে। বদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মাঝে একটা অকারণ উল্লাস তাহাকে প্রফুল্ল করিয়াই রাখে। এ জীবনে তাহার যাহা কিছু কাম্য সে সবই পাইয়াছে—

অর্থ পাইয়াছে—সে ডাক্তার হইয়াছে,শুভ্রাকে ভালবাসিত তাহাকে পাইয়াছে, কাজেই জীবনে চাহিবার আর কি থাকিতে পারে। দিনের পর দিন আনন্দচিত্তে সে তাই অপেক্ষা করে মৃত্যুর জন্য—জীবনের আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

তাহার শ্মশ্রু গুম্ফ ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠে,—শ্মশ্রু বুক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়, বছরের পর অনভ্যস্ত কায়িক পরিশ্রমে শারীরিক একটা পরিবর্ত্তন আসে, চুল দাড়িতে ধীরে ধীরে পাক ধরে—দেহের কান্তি লাবণ্য দূরীভূত হইয়া পরুষ ও কঠোর হইয়া উঠে—

সে ঘানি টানে—হাসে—গান করে। বৈকালে বাগানে বাঁকে করিয়া টিন টিন জল ঢালে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রফুল্ল মুখ ও পরিশ্রমে খুশী হইয়া উঠেন, মাঝে মাঝে তাঁরা সান্ত্বনা দেন। কাজ কিছু কমাইয়া দেন কিন্তু অশোকের আনন্দ কাজের মাঝেই, বসিয়া থাকিলেই মনে পড়ে জীবনের অতীত, রঙীন পৃথিবী, জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না। সে অকৃতজ্ঞ, বধির পৃথিবীর কোলে ফিরিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তবুও তার স্মৃতি যেন তাহাকে ব্যথিত করে।

সহকর্ম্মীরা মাঝে মাঝে তাহার প্রফুল্লতা দেখিয়া প্রশ্ন করে, তাহার কি কোন দুঃখ নাই? সে সংক্ষেপে জবাব দেয়,—দুঃখ কিসের? মানুষ যা কিছু চাইতে পারে, আমি সবই পেয়েছি।

তাহারা পরিহাস করে,—উন্মাদ মনে করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানা তামাসা করে। তাহার উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী ও পুত্র আছে

শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া তাহারা তাহার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহাতীত ভাবে নিজস্ব অভিমত জানায়। অশোক হাসে তাহাদের অভিমত শুনিয়া নয়, মানুষের অজ্ঞতা দেখিয়া। তাহারা অতীত জীবনের কথা বলে, অশোক আগ্রহে তাহাদের কথা শুনে, অর্থের লোভ তাহাদের সাংঘাতিক,—অর্থই তাহাদের পরমার্থ। তাহাদের অন্তর বাহির-বিশ্বে রসসুধা পান করিতে ছুটিয়া যায়, কারাপ্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে। বীভৎস চীৎকারে —বিদীর্ণ হইয়া যায়। অশোক পৃথিবীর পানে চাহিয়া হাসে—মনে মনে ভাবে, এইত পৃথিবী। কারাগার পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, বাহিরের পঙ্কিলতা, অনুদার আত্মকেন্দ্রিকতা সবই রহিয়াছে—ভিতর আর বাহিরে তফাৎ কিছু নাই—ইহারা প্রাচীরের অন্তরালে কাঁদিতেছে, ওরা বাহিরের উদার বিশ্বে কাঁদিতেছে।

এমনি করিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তন চলে,—রচিত হয় দিন রাত্রি। পৃথিবীর বার্ষিক গতি রচনা করে বৎসর, মাস, শীত বসন্ত। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে সাতটি বৎসর কাটিয়া গেল,—পৃথিবীর উপরে কত পরিবর্ত্তন রচিয়া গেল এই দীর্ঘ সময়—

কৃশতা কুব্জতা ও পক্ক কেশ তাহার বয়সটাকে যেন আরও অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। একদিন অত্যন্ত নিশ্চিন্তে সে গাছে

জল দিতেছিল, অকস্মাৎ জেলের কর্ত্তা তাহাকে জানাইলেন যে কাল তাহার কয়েদী জীবনের শেষ,—সে মুক্তি পাইবে।

অশোক বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চাহিল। আবার ঐ পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আবার বাঁচিয়া থাকিবার জন্যে সংগ্রাম করিতে হইবে। ঐ সম্পদের ঔদ্ধত্য, নীচতা, লোভ প্রলোভনের মাঝে ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সে সংক্ষেপে কহিল, আমি যাবো না,—বেশ আছি এখানে। কোথায় আবার যাবো ?

জেলার হাসিয়া বলিলেন,—রাখবার ক্ষমতা আমার নাই, আনবার ক্ষমতাও নেই। আমি কি করতে পারি ? কেন মুক্তি পেতে আপনার এত দুঃখ কেন ?

—কেন ? অশোক ভাবিয়া কহিল,—জানিনা, তবে আবার বেঁচে থাক্‌বার জন্যে দাসত্ব করতে হবে,—বেঁচে থাক্‌তে হবে ?

জেলার হাসিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেকের সন্দেহ ছিল তাই বাদানুবাদ না করিয়া চলিয়া গেলেন।

অশোক বিমর্ষ হইল,—গাছগুলির পানে একবার মমতাপূর্ণ চোখে চাহিল। তাহার পর সন্ধ্যায় সজল নয়নে আপনার কারা-কক্ষে আশ্রয় লইল। রাত্রির অন্ধকারে বিচিত্র ভাবনা তাহার মস্তিষ্কে উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া তুলিল তাই সারারাত্রি ক্ষুদ্র জানালার মাঝে সে এক টুকরা আকাশের পানে চাহিয়া রহিল—উহারা অনন্ত আকাশে চলিয়াছে পথহারা—



পরদিন সকালে পথখরচের কয়েকটা টাকা হাতে করিয়া সে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। সাত বৎসর পরে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল,—উঃ এই পৃথিবীটা কত বড়, কত প্রকাণ্ড ওর দেহ—কত বৈচিত্র্য ওর অঙ্গে !···কিন্তু বিরাট এই পৃথিবীতে তাহার আশ্রয় নাই,—সে কোথায় যাইবে ? কি করিবে ? আবার উদরান্নের জন্য তাহাকে কাজ করিতে হইবে, দাসত্ব সহ্য করিতে হইবে, অকারণ ঔদ্ধত্যকে তোষামোদ করিতে হইবে। অশোকের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। এই কারা প্রাচীরের মধ্যেও তাহার এতটুকু স্থান জুটিল না—

দীর্ঘকায় বিশাল একটি বৃক্ষমূলের নিকটে বসিয়া সে আবার চাহিল—প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি দূরের গগনচুম্বী হর্ম্ম্যমালার শিখর উদ্ভাসিত করিয়াছে, নগর তখনও সুপ্তিমগ্ন। সে কি করিবে এই প্রশ্নটার কোন জবাবই সে পায় না। সে আনমনেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল,—সে জানে না সে পথ কোথায় গিয়াছে কতদূর,—কতদীর্ঘ সে পথ·········



কেমন করিয়া সে জানে না, অশোক কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল—শুভ্রাদের সেই বাড়ীখানি আজও রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া আছে,—একটু বিবর্ণ হইয়াছে এই মাত্র। সেখানে

ভাড়াটেদের কাছে শুনিয়া সে জানিল,—পিতার মৃত্যুর পর বিধবা বাড়ীওয়ালী দেওঘরে থাকে, সেই ঠিকানায় তাহারা মাসে মাসে ভাড়ার টাকা পাঠাইয়া দেয়।

অশোক আর একবার ভাবিল,—বিপুল বিশ্বে আশ্রয় কোথায়? শুভ্রা ছাড়া কোন আশ্রয়ই বা তাহার আছে! তাহার সেই অনাগত শিশু, সে কি, কোথায়? টাকাও নেই যে আজ সে জগতকে ব্যঙ্গ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।

……শুভ্রা কেমন আছে? আজও কি তাহার কথা ভাবে, ডাঃ চৌধুরী, কি অশোক, কি মৃত স্বামী? তাহারই রক্তমাংসের অংশ সে কি ভূমিষ্ঠ হইয়া বড় হইয়াছে,—কথা বলে?

সে একদিন দেওঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়! দেওঘরে তাহাদের বাড়ীর সম্বন্ধে সে অনেক শুনিয়াছে—



সেদিন সকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে শুভ্রার বাড়ীর গেট দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান থেকেই দেখা যায় শুভ্রা ও মিলি দুইজন বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছে একটি দুরন্ত শিশু বল খেলিতেছে।

শুভ্রা মিলি ও শিশুটির সামনে দাঁড়াইয়া—অশোকের অন্তর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল,—যদি কণ্ঠস্বরে, চেহারায় উহারা কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করে…কিন্তু যে মরিয়া গিয়াছে সে বাঁচিয়া আবার ফিরিয়াছে একথা বোধ হয় মানুষ ভাবে না। গেটের

লোহার গরাদ ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল আর ভয়ে দুঃখে অন্তর কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

শুভ্রা হাত ইসারা করিয়া ডাকিল,—এস, কি চাও?

অশোক ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল —শুভ্রার শুভ্র বাস, পাংশু মুখ ও নবীন ওই শিশুটির পানে চাহিয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না,—তাহার অজ্ঞাতে চোখের জল চিবুক গড়াইয়া কাঁচাপাকা দাঁড়ি ভিজাইয়া দিল—

শুভ্রা প্রশ্ন করিল,—কি চাই বল। কাঁদছো কেন?

অশোক তথাপি নীরব। কিছুক্ষণ নিজের মাঝে যুদ্ধ করিয়া সে কোনমতে তিনটি অক্ষর উচ্চারণ করিল,—আশ্রয়!

শুভ্রা কহিল,—কি কাজ করতে পারো? লেখাপড়া কিছু জানো?

—জানি, সামান্য, সরকারী করতে পারি, সবই পারি—

মিলি প্রতিবাদ করিল,—অজ্ঞাতকুলশীল লোককে আশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় শুভ্রা, যখন একা থাকো—

—কিন্তু আমি যে ওদের ফেরাতে পারি না। দরিদ্র ছিল তাঁর আপনার, তাদের কি করে ফেরাবো বল? আর আমার কি ও করবে? হ্যাঁ কি কাজ করতে পারবে?

—বাজার ঘাট, বাগান দেখা, জলতোলা, বাসন মাজা, লেখা পড়ার কাজও কিছু কিছু—

—বেশ বাজার ঘাট করবে, আর কলকাতা যেয়ে ভাড়া আদায় ট্যাক্স জমা দেওয়া এসব পারবে?

—পারবো—ও কাজ আমি পারি—

ঐ বাইরের ঘরে,—ঐ যে গেটের পাশে ওখানে থাকবেন ? পারবেন ?

হ্যাঁ।

—তা হ'লে জিনিষপত্র নিয়ে আস্থন—

—আমার কিছুই নেই—

শুভ্রা তাহার পর নানা প্রশ্নে তাহার বাড়ী ঘর, এই নিঃসম্বল হইবার কারণ সব একে একে জানিয়া লইল—সে যাহা শুনিল তাহা বিশ্বাসযোগ্য। তাহার বাড়ী কোনও গ্রামে, কলিকাতায় সরকারী করিত, কর্ত্তার মৃত্যুর পরে পুত্রগণ তাহাকে তাড়াইয়া দেয় ইত্যাদি—

শুভ্রা শেষে কহিল,—আচ্ছা যাও, এখন কিছু খেয়ে নাও তারপর কাজ করবে। তোমার বিছানার একটা ব্যবস্থা করে দেব—

অশোক আর একবার সরকাররূপে শুভ্রার জীবনে উপস্থিত হইল।



মিলি মাঝে মাঝে যাই যাই করে, শুভ্রাই তাহাকে যাইতে দেয় না,—সে বলে একাকী নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করছি, তোরাও যদি এসে ছ'দিন না থাক্‌বি তবে জীবন কাটবে কি করে ?

মিলি বলে,—কি করবো, ইচ্ছে করেই পরাধীন হ'য়েছি, ওঁর আবার আমি না থাক্‌লে চলে না—

শুভ্রা পরিহাস করে,—চলে ত নাই, সে কথা সত্যি। কিন্তু স্বামীটীকে অত ভয় করলে কি আর চলে, আমার কথা লিখে দে, আর এখানে আস্‌তেই নিমন্ত্রণ কর না—

অশোকের নতুন চাকুরী কয়েকদিন হইয়া গিয়াছে—সে দিবারাত্রি নানা কাজ লইয়াই থাকে, কয়েকদিনেই বাড়ীখানাকে সাজাইয়া গোছাইয়া সুন্দর করিয়া ফেলিয়াছে—মনের সংগোপনে তাহার একটা বিশ্বাস বা ধারণা জন্মাইয়াছিল এ সবই তার, কাজেই পরম আগ্রহে ও স্নেহে সে বাড়ীখানিকে আপনার করিয়া লইয়াছিল।

শুভ্রা তাই সেদিন কহিল,—লোকটাকে ত ভাল ব'লেই মনে হয়, বাজার বেশ ভালই করে,—কেমন আগ্রহে কাজ করে —কিন্তু লোকটা শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে যে সব কথা বলে তা'তে মনে হয় বেশ কিছু লেখাপড়া জানে—

মিলি কহিল,—ভাল হয় সেত ভাল কথা, তবে আজকাল মানুষকে বিশ্বাস করাই হ'য়েছে সবচেয়ে কঠিন—

—কথা সত্যি, কিন্তু আমার আর ভয় করবার কি আছে? কি আছে যে নেবে—

—এমনি করিয়াই কিছুদিন যায়। খোকার সঙ্গে সরকারের বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—সে তাহার খেলার সাথী, আদর আব্দার সবই তাহার কাছে চলে, তাহার সঙ্গেই বেড়াইতে যায়—

সেদিন অশোক বাগানের ফুলগাছগুলির গোড়া খুঁচিয়া

চাকরকে দিয়া জল আনাইয়া দিতেছিল। অদূরে খোকা একাকীই বল খেলিতেছিল,—অকস্মাৎ বলটা অশোকের নিকটে আসিয়া পড়িল। খোকা কহিল,—সরকার মশাই বল দিন্—আসুন খেলবেন—

অশোক আপনমনে হাসিল,—"সরকার মশাই"; ডাকটা মনের কোন এক নিভৃত কোণে যেন আঘাত করিয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। সে কহিল,—যাই বাবা! বল খেল, জলটা দিয়ে নি গাছে,—তার পরে খেলবো, ভাবনা কি?

—না তাড়াতাড়ি আসুন—

—আস্‌ছি বাবা—

অশোক আবার গাছটার সংস্কার করিতে আরম্ভ করিল। মিলি ও শুভ্রা বেড়াইতে যাইতেছিল, তাহারা খোকাকে ডাকিল, কিন্তু খোকা কহিল,—না আমি খেলবো সরকার মশাই এর সঙ্গে—

শুভ্রা হাসিল। অশোকের শ্রান্ত মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—এসব আপনি ক'চ্ছেন কেন সরকার মশাই?

অশোক কাজ করিতে করিতেই কহিল,—করতেই ত হবে, আমারই বাড়ী, নিজের বাড়ীতে এসব করলে ত অপমান নেই—

—তা হ'লেও এটা ভাল দেখায় না—

—কেন? যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ এ ত আমারই বাড়ী ব'লতে হবে—এতে ভালমন্দ দেখার কি আছে, আর দেখছেই বা কে?

—তবুও আপনি ভদ্রলোক—

অশোক হাসিয়া কহিল,—ভদ্রলোক বলেই ত করি। তা ছাড়া এসব করতে আমার বেশ লাগে—বসেই ত থাকি!

—আমি কিন্তু এসব আপনাকে করতে বলিনি—আপনাকে—

—না বললেই যে করবো না এমনত হয় না, যখন আছি তখন ভালমন্দ বিবেচনা করেই কাজ করতে হবে ত!

—বেশ তাই করুন,—কাল খোকার জন্মদিন মনে আছে ত? সকাল সকাল বাজারটা করে আন্‌তে হবে—মনে আছে ত?

—অছে বৈকি!

মিলি ও শুভ্রা বেড়াতে বাহির হইয়া গেল,—অশোক চাকরকে আর এক বালতি জল আনিতে বলিলে সে অপ্রসন্ন ভাবে বালতিটা লইয়া গেল। খোকার তাড়ায় সেদিন আর কোন কাজ হইল না,—বাকী সময়টা খোকার সঙ্গে ফুটবল খেলিয়া কাটাইতে হইল।

গেটের পাশের ঘরেই অশোক থাকিত। সেদিন গভীর রাত্রে অকস্মাৎ সে দেখিল শুভ্রার ঘরে কেন যেন আলো জ্বলিতেছে। রাত্রি নিশীথ,—চারিদিকে নিঝুম স্তব্ধতা, চারিপাশে নিবিড় অন্ধকার,অগণ্য তারা কালো আকাশের কোলে জ্বলিতেছে। অশোক বিস্মিত হইল—এত রাত্রে শুভ্রা কি করে? সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়াছে এমনি করিয়া রাত্রি নিশীথে একবার দীপ জ্বলিয়া আবার নিভিয়া যায়। অদম্য একটা কৌতূহলে অশোক

উঠিয়া বসিল কিন্তু যদি দেখিতে যাইয়া ধরা পড়ে, অন্য কেহ দেখিয়া ফেলে তবে সে কি ভাবিবে ? কিন্তু কোন ভয়ই কৌতূহলকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না—

সে নিঃশব্দ চরণে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিল, নিবিড় অন্ধকারে সাদা কাপড়টা বেশ দেখা যায়, সে একটা চাদর আপাদমস্তক জড়াইয়া লইয়া ধীরে সন্তর্পণে জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল,—অত্যন্ত সাবধানে সে ধীরে ধীরে একখানা পাখী ফাঁক করিয়া চাহিয়া রহিল—

দেওয়ালের গায়ে তাহারই—ডাক্তার চৌধুরীর একখানা বিরাট ছবি রহিয়াছে। শুভ্রা তাহার পদমূলে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া কাঁদিতেছে, ছবিখানিতে নূতন করিয়া আজ যেন ফুলের মালা ও চন্দন দেওয়া হইয়াছে, দুইটি সুগন্ধী ধূপ জ্বলিতেছে খোকার জন্মদিন বলিয়া হয়ত বা—

অশোক চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহারই ছবির পদমূলে শুভ্রা চোখের জলে আপনাকে নিবেদন করিয়া দিতেছে,—ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে,—

অশোক আর দেখিতে পারিল না,—তাহারাও চোখদুইটি ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া উঠিল। ধীরে সন্তর্পণে পাখী খানা নামাইয়া দিয়া সে ভাবিল,—শুভ্রা আমাকে এত ভালবাসে ! এই দীর্ঘ বৎসরগুলির প্রতিরাত্রে এমনি করিয়া কি তাহাকে চোখের জলে অর্চ্চনা করিয়াছে ?

তাহার হৃদয় মথিত করিয়া কান্না যেন কণ্ঠের মাঝে আসিয়া

শ্বাস বন্ধ করিয়া দিতে চাহিল,—সে নিঃশব্দ চরণে পুনরায় ফিরিয়া আসিল আপনার কুটীর দ্বারে। সেখানে দাঁড়াইয়া আর একবার পিছন পানে চাহিল,—আলো তেমনি জ্বলিতেছে, শুভ্রাও তেমনি কাঁদিতেছে—

সে বিছানায় আসিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল,—হায় বধির ধরণী, তাহার মর্ম্মকথা তুমি শুনিলে না—সে কি করিয়াছে, কত চোখের জল ফেলিয়াছে তাহা কেহ দেখিল না।

পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল,—ও ত সে নয়। ও পরম দানশীল ডাঃ চৌধুরী,—আর সে ত চোর, কয়েদী নং ৫২৩ মাত্র।

অশোক মনে মনে কহিল,—আমি ত ওর স্বামী নই—ওর স্বামী ডাঃ চৌধুরী এম, ডি, কেমন করে ব'লবো আমি ওর স্বামী, আমি যে চোর, ওর এতদিনের প্রেম পূজাকে, ওর দেবতাকে কেমন করে ধূলায় নামিয়ে দেব?—না—না—আমি চোর, প্রতারক—শুভ্রা, চোরকে, তুমি এত ভালবেসেছিলে?

অশোক বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল, সমস্ত জীবনের সাধনা, আকাঙ্খা একটা পাপে এমন করিয়া বিধ্বস্ত হইয়া গেল! সমস্ত কিছু মুছিয়া কলঙ্ক টীকার পতাকাই কেবল সগৌরবে উড়িল—

অশোক আবার ভাবে,—কাল তাহারই ছেলের জন্মদিন—না, ও ত ডাঃ চৌধুরীর ছেলে,—সে ত সরকার, সরকার মাত্র—

পৃথিবীর কালো অন্ধকারের মাঝে, আপনার নিঃসঙ্গ একক

জীবনে অশোক আজ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল,—কোথায় তাহার জন্মভূমি, মায়ের স্নেহকর স্পর্শ অসহায় মৃত্যু……আর পৃথিবীর কোন প্রান্তে নিজের জীবন বহ্নিতে নিজে আজ পুড়িয়া মরিতেছে।

এই ত মানব জীবন। নিকটের দূরত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সে দূরত্ব দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বেষ্টিত—অনধিগম্য। বাহিরের নিবিড় অন্ধকারে আজ তাহার অন্তর ছাইয়া গিয়াছে—এত বেদনা, এত প্রদাহ তবুও আজ সে বলিতে পারেনা সে—অশোক,—ডাঃ চৌধুরী, সরকার মশাই।

অশোক আজ নূতন বেদনায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।



খোকার জন্মদিন—

সকালে সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুভ্রার ঘরে পীঁড়ি পাতিয়া খোকা বসিয়াছে, শুভ্রা ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া, ধান দূর্ব্বা লইয়া বসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, মিলিও আশীর্ব্বাদ করিবে।

অশোক দ্বার প্রান্তে বসিয়া বার বার দেয়ালের দীর্ঘকায় ছবিটির পানে চাহিতেছিল—এ কি তাহারই প্রতিকৃতি—

শুভ্রা আশীর্ব্বাদ করিল, মিলি আশীর্ব্বাদ করিল—

শুভ্রা কহিল,—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন সরকার মশাই

অশোক অবাক বিস্ময়ে কহিল,—আমি ?

—হ্যাঁ, বয়সে বড় ত, শুভাকাঙ্ক্ষী—

অশোক আশীর্ব্বাদ করিল—যন্ত্র চালিতের মত—

শুভ্রা খোকাকে উঠাইয়া লইয়া দেয়ালের ছবিখানার নিকটে লইয়া গিয়া কহিল,—প্রণাম কর বাবা,—তোর বাবাকে প্রণাম কর—

খোকা প্রণাম করিল। শুভ্রা কহিল,—বল, আমি যেন তোমার মত হ'তে পারি!

অশোক আপনাকে ভুলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—না—না, বাবার মত নয়—

শুভ্রা মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল,—তার মানে, ওর বাবা কে আপনি জানেন ?

অশোক জড়িত কণ্ঠে কহিল,—না—না, আমি ব'লছিলাম,—বাবার চেয়েও বড়, বাবার চেয়েও মহৎ—

শুভ্রা হাসিয়া কহিল,—তাই হ্যাঁ তাই বল, তুমি তোমার বাবার চেয়েও বড় হ'য়ো এই আশীর্ব্বাদ করি—

অশোক ব্যস্ততার সহিত কহিল,—হ্যাঁ আমিও তাই বলি বাবার চেয়েও বড় হ'য়ো—

শুভ্রা কহিল,—তাই যেন হ'তে পারে, আশীর্ব্বাদ করুন—

—হবে বৈ কি, নিশ্চয়ই হবে—আপনার ছেলে হবে না ?

শুভ্রা হাসিয়া কহিল,—যার ছেলে তাকে দেখ্‌লে বুঝতেন ও বড় হবেই—

অশোক কহিল,—নিশ্চয়ই বড় হবে—

অশোক ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল,—সাম্‌নে বিস্তৃত পাণ্ডুর ধূসর মাঠ বন্ধুর উচ্চাবচ। দূরে দেখা যায় টিলার উপর বনশ্রেণী—অদূরে ক্ষুদ্র একটু পাহাড় তাহার পর নীলাকাশ —অশোকের চোখের সাম্‌নে তাহারা সব মিলাইয়া ঘন কুয়াশাবৃত হইয়া উঠিল। অশোক আত্মগোপন করিতে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল—

খোকার জন্মদিনের পর দিন মিলি কহিল,—আর ত থাকা চলে না, কাল যেতেই হয়।

শুভ্রা কহিল, আর কতদিন আটকাতে পারি বল, কিন্তু বড়ই একা তাই কষ্ট হয়।

—আবার আস্‌বো ভাবনা কি ?

—হ্যাঁ এবার দু'জনে আস্‌বি, যাতে পেছনটান না থাকে।

পরের দিনই মিলি যাইবে স্থির হইল। সে জন্যে মিলি, প্রস্তুত হইল এবং সারাটা দিন যাইবার পূর্ব্বের একটা বিষণ্ণতায় কাটিয়া গেল।

মিলি একবার অশোককে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—আপনি থাক্‌বেন ত সরকার মশাই ?

—কোথায় আর যাবো—

—হ্যাঁ বয়স হ'য়েছে, এখানেই থাক্‌বেন। শুভ্রা বড় অভাগা, ওকে দেখবেন তাতে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন—

অশোক একটু মাথা নত করিয়া থামিয়া বলিল,—বয়স হ'য়েছে আর কোথায় যাবো,—শেষ দিনক'টা ওঁর আশ্রয়ে যদি কাটাতে পারি সে আমার পরম সৌভাগ্য।

মিলি কহিল,—আপনার কথা বার্ত্তা শুনে মনে হয় আপনি যথেষ্ট শিক্ষিত—

—না; তবে শিক্ষিত লোকের বাড়ীতে দীর্ঘ কাল চাকুরী করেছি। কিন্তু আপনি ত আরও কিছু দিন থাক্‌লে পারতেন—বেশ হতো—

মিলি কহিল,—যেতে আমারও ইচ্ছে করে না কিন্তু নিরুপায় তাই যেতেই হবে—

পরদিন সকাল বেলা অশোক বাজারে যাইবে। শুভ্রা তাই বলিল,—সরকার মশাই কাল দশটার গাড়ীতেই ও যাবে, আপনি ঐ—জনকরামের গাড়ীটার কথা বলে যাবেন বাজারে যাবার সময়—

—আচ্ছা।—

জনকরামের গাড়ীতেই সাধারণতঃ তাহারা যাওয়া আসা করিত। লোকটি দায়ীত্ব জ্ঞানহীন নয়, তাহা ছাড়া ব্যবহারও ভদ্র,—কয়েক বছরে একটু খাতিরও জন্মিয়াছে। ঠিক সময়টাতে সে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যত্ন সহকারে যাত্রীগণকে লইয়া যায়—

পরদিন জনকরামকে বলিয়াই অশোক বাজারে গিয়াছিল। বাজার করিয়া দুই হাতে তরিতরকারী ও মৎস্যাদি লইয়া সে ফিরিতেছিল—ফিরিবার একটু তাড়া ছিল। মিলি চলিয়া যাইবে, জীবনে হয়ত আর দেখা হইবে না,—যাইবার সময়ে সে তাই উপস্থিত থাকিতে চায়—

অশোক মনে মনে পথ চলিতেছিল আর ভাবিতেছিল মিলির কথা, তাহার স্নেহপ্রীতি শ্রদ্ধা তাহার অন্তর জয় করিয়াছিল। সভ্যতার কাঁচের সমাজে এমন একটি হৃদয়বতী নারী বড় পাওয়া যায় না।

অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের সমবেত চীৎকারে সে সামনের দিকে চাহিল—একখানা ঘোড়ার গাড়ী অসমতল পথ দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে,—ঘোড়াটা যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে' চালক তাহাকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিতেছে না, ঘোড়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে এবং বন্ধুর রাস্তায় গাড়ীখানি পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে, কখন পড়িয়া যাইবে স্থিরতা নাই। আরোহী কয়েকটি ভয়ার্ত্ত নারী আর্ত্তনাদ করিতেছে—আর একটু নিকটবর্ত্তী হইতেই অশোক চিনিল—জনকরামের গাড়ী, এবং তাহার আরোহী যাহারা তাহা সে জানিত। গাড়ীখানি নিকটবর্ত্তী হইতেই সে হাতের বোঝা ফেলিয়া দিয়া ঘোড়াটির গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

আকস্মিক এই আক্রমণে ঘোড়াটী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল কিন্তু তাহার তীব্রগতি প্রতিহত করিতে অশোক ছিটকাইয়া পাশের প্রস্তরময় নয়নজুলিতে যাইয়া পড়িল।

ভয়ার্ত্ত মিলি ও শুভ্রা নীচে নামিয়া প্রশ্ন করিল,—কি হ'ল জনকরাম ?

জনকরাম বলিল যে সরকার মশাই ঘোড়াটীকে থামাইয়া দিয়াছেন কিন্তু তিনি কোথায় ?

এদিক ওদিক চাহিতেই সংজ্ঞাহীন অশোকের দেহখানিকে নয়নজুলির মাঝে দেখা গেল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া দেখে সরকার মশাই পড়িয়া আছেন, সমস্ত মুখখানি রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, কপালের খানিকটা অংশ ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গিয়াছে এবং তাহা দিয়া স্রোতের মত তাজা লাল রক্ত বাহির হইতেছে।

তাহারা জনকরামকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া অন্য গাড়ী করিয়া অচৈতন্য অশোককে লইয়া ফিরিয়া আসিল।



সংজ্ঞাহীন অশোককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ডাক্তার ও তাঁহার সহকারী, শুভ্রা ও মিলি। ডাক্তার পরীক্ষা করিতেছিলেন।

শুভ্রা প্রশ্ন করিল,—কেমন দেখ্‌ছেন ? বাঁচবেন ত ?

—কয়েকটা স্থান খুবই গভীর হ'য়েছে, তা ছাড়া বুকের পাঁজরাও একখানা ভেঙ্গেছে।

—তা হলে ?

—ভয়ের কিছু নেই'—তবে যদি মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে তবে কি

হয় বলা যায় না। আচ্ছা আপনারা যান,আমরা কাজ আরম্ভ করি,
—কয়েকটা সেলাই করতে হবে। ডাক্তার সহকারীকে কহিলেন,
—তুমি কামিয়ে ফেল, অত দাড়ির মাঝে ত সেলাই চলবে না—

শুভ্রা কি যেন প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল,ডাক্তার কহিলেন,—
আপনারা যান আমাদের কাজকর্ম্ম দেখ্‌লে আপনাদের ভালও
লাগ্‌বে না, আর আমাদেরও অসুবিধে হবে।

শুভ্রা ও মিলি চলিয়া গেল। ডাক্তার মুখের দাড়ি কামাইয়া
সেলাই করিলেন,চোখ দুইটি ও মুখখানি বাদ রাখিয়া সমস্ত মাথাটা
ব্যাণ্ডেজ করিলেন এবং একটি ইনজেকসন করিয়া দিয়া সেদিনের
মত তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। যাইবার সময়ে রোগীর
সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশই দিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—
রোগীর একটু সেবা শুশ্রূষা হওয়া প্রয়োজন, সে দিকে ব্যবস্থা
ভাল না হলে সারতে দেরী হবে—

শুভ্রা ও মিলি অশোকের সংজ্ঞাহীন দেহ ঘিরিয়া বসিয়া ছিল।
মিলি কহিল,—তুই কি সেবা শুশ্রূষা সব করতে পারবি ? একটা
ব্যবস্থা—

শুভ্রা কহিল, ওর জন্যেই ত আমরা বেঁচে গিয়েছি। আমাদের
জন্যে যিনি প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন তাকে অযত্ন করা কি উচিত।
যতই কষ্ট হোক্ ওর সেবা আমাকেই করতে হবে—

মিলি কহিল,—সে ত নিশ্চয়ই, কিন্তু কি করে পারবি,
আমিও না হয় তোর কাজ ভাগাভাগি করে নেব।

শুশ্রূষা সম্বন্ধে দুইজনে বাদানুবাদ করিতে করিতে লক্ষ্য

করিল রোগী চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। শুভ্রা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল,—কেমন আছেন,—সব বুঝতে পারছেন ?

—হ্যাঁ, সবই বুঝতে পারছি।

—খুব বেদনা বোধ কচ্ছেন ?

—বেদনা আছে, কিন্তু খুব বেশী নয়—ব্যস্ত হবেন না। আমার জন্যে আপনাদের বসে থাকতে হবে না—কেন কষ্ট করবেন ?

—আমাদের জন্যে আপনি কেন এমন করে প্রাণ দিতে গেলেন ?

অশোক হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কারজন্যে আর দেব ?

শুভ্রা কহিল,—আপনার আত্মীয় স্বজন কে আছেন জানি না,—তাদের খবর দেব কি ?

অশোক একটুখানি নীরব থাকিয়া কহিল,—আত্মীয় স্বজন ?

শুভ্রা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার স্ত্রী আছেন ?

অশোক শুভ্রার হাতখানিকে আপনার বুকের উপরে ধরিয়া রাখিল।

শুভ্রার প্রশান্ত সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, —হ্যাঁ—আছেন।

—তাকে খবর দেব ?

—খবর ? সে আমিই দেব। যদি সময় আসে—

মিলি প্রশ্ন করিল,—ভাইবোন কেউ আছেন,—কোথায়ও—

অশোক আর একহাতে মিলির হাতখানি ধরিয়া অমনি করিয়াই বুকের উপর রাখিল এবং মিলির মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—বোন ? হ্যাঁ তাও আছে—

—তাঁদের আসতে লিখবো ?

অশোক কহিল,—তারা ত আছেই,—আপনারা যথেষ্ট করছেন আর কেন বৃথা—

শুভ্রা প্রশ্ন করিল,—বেদনাটা কমেছে—

—হ্যাঁ ক'মেছে—

—বুকের ব্যথাটা ?

অশোক কি ভাবিল বলা যায় না, চোখ দিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, অত্যন্ত সাবধানে সে কহিল, বুকের বেদনাটাই যায় না,—বুকই একেবারে ভেঙ্গে গেছে—

—ছিঃ ওকথা ব'লবেন না। ডাক্তার বাবু ব'ল্‌লেন কোন ভয় নেই—

অশোক ধীরে ধীরে কহিল,—ডাক্তারে বল্‌লেই কি আর ভয় থাকে না ?



গভীর রাত্রি। চারিদিকে গভীর অন্ধকার, ঘরের কোণে একটা বাতি জ্বলিতেছে। অশোকই শুভ্রা ও মিলিকে বিদায় দিয়াছে। সে বলিয়াছিল,—আপনাদের বসে থাক্‌বার প্রয়োজন নেই, আমি ভালই আছি, ঘুম পাচ্ছে ঘুমোবো—

শুভ্রা ও মিলি চলিয়া গিয়াছিল, এবং অশোক তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রিশেষে দৈহিক যাতনায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—যে দিকটায় শুইয়াছিল সে দিকটা হিম অবশ হইয়া গিয়াছে, শতচেষ্টা করিয়া সে পাশ ফিরিতে পারিতেছে না, তাই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সে বাহিরের পানে চাহিল,—রাত্রির নিবিড় অন্ধকার যেন তরল হইয়া আসিয়াছে, হয়ত বা প্রভাত হইয়া আসিয়াছে—সমস্ত দেহ বেদনায় বিষ হইয়া গিয়াছে, মনে হয় সহস্র পাকাফোঁড়ার টাটানী শরীরটাকে যেন নিরন্তর পোঁচাইয়া পোঁচাইয়া কাটিতেছে—

সে পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিতে করিতে উঠিয়া বসিল, পাশফেরা সম্ভব না হইলেও কেমন করিয়া সে যেন উঠিয়া বসিল। গলার ভিতর কি যেন একটা সুড়্সুড়্ করিতেছে তাই সে গলাটা পরিষ্কার করিবার জন্যে কাশিল—খানিক জমাট রক্ত বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরে বাহির হইল উজ্জ্বল লালরক্ত—তাজা—

অশোক রক্ত দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল,—উঃ তাহা হইলে এই কি শেষ? শুভ্রা ও মিলির সঙ্গে এই কি শেষ দেখা এ জীবনে!

অশোক ভাবিয়া চলিল,—আমি কি পাপ করেছি? জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছি মাত্র, সেই কি পাপ?……কিন্তু কেমন করে শুভ্রাকে আমি ব'ল্‌বো যে তার প্রেমের দেবতা, নরাধম চোর, কিন্তু তবুও আমি ভালবাসি প্রাণ ভ'রে ভালবাসি।

ভাবিতে ভাবিতে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল—যদি আজ জীবনের যবনিকা পাত হইয়াই যায় তবে তাহার প্রতারণা চিরন্তন হইয়া রহিবে—পৃথিবী জানিবে না, শুভ্রা জানিবে না,—সে মনে-মনে কহিল,—না, আমি ম'রবার আগে ব'লবো, বলে যাবো, আমি অশোক, আমি ডাঃ চৌধুরী, আমি সরকার মশায়। তার মাঝে শুভ্রা কোন্‌টিকে চায়? আমার পাপের স্বীকারোক্তি আমি করে যাবো—

অশোক উঠিয়া দাঁড়াইল,—শক্তি নাই তবুও একটা উত্তেজনা ও বিজাতীয় ক্রোধ তাহাকে যেন মুহূর্ত্তে শক্তিশালী করিয়া দিয়াছে। সে আর একবার কাশিল,—আর কয়েক ফোঁটা কাল রক্ত মেঝের উপর পড়িল—অশোক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল—

এক পা, দুই পা করিয়া সে অগ্রসর হইল,—আর সময় নাই, এখনই তাহাকে সব বলিতে হইবে নইলে হয়ত আর বলা হইবে না। মুখের ব্যাণ্ডেজটা টন্‌টন্‌ করিতেছে,—সেটা যেন শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা টানিয়া ধরিয়াছে, চলিবার শক্তি নাই—অশোক সেগুলিকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। বেদনা লাগিল,—তুলাগুলি রক্তে জমিয়া আটিয়া আছে,—তাহা আর খোলা যায় না—

অশোক টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল,—তাহার ঘর হইতে শুভ্রার ঘর যে এতদূর তাহা কে জানিত! এ পথটুকু কোনমতেই অতিক্রম করা যায় না, অসহ্য বেদনা ও অসম্ভব শ্রম স্বীকার

করিয়া তবুও সে এক পা দুই পা করিয়া আগাইতে লাগিল—

আকাশে প্রভাতী তারা নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে, পাণ্ডুর একটু চাঁদ পৃথিবীর উপরিতলকে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে —চারিপাশে সবই ঝাপসা অস্পষ্ট,—দূরের পাখীরা থাকিয়া থাকিয়া কলরব করিতেছে—

অশোক কাঁকর বিছানো পথের উপরে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল,—সর্ব্বাঙ্গে সহনাতীত যাতনায় একবার বলিয়া উঠিল,—মাগো—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল জন্ম পল্লীর কথা,—জননীর কথা—তাহার মনে হয়, সেই পল্লীর স্নেহ ক্রোড়ে মায়ের চিতার পার্শ্বে সে যদি দেহরক্ষা করিতে পারিত। মনে পড়ে মায়ের কথা,—জীবন তুচ্ছ তার জন্য মাথা নীচু করা কাপুরুষতা—অশোক আপন মনেই বলে,—আমি ভিক্ষা করিনি,—মাথা নীচু করিনি মা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও আমি ভিক্ষা করিনি……

দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া সে আবার চলিল, কিন্তু হায় দৈহিক শক্তির শেষ আছে, সীমা আছে। সে সিঁড়ির উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল,—আর যেন পারে না, দম যেন বন্ধ হইয়া আসে, —সে তবুও আর একসিঁড়ি উঠিল,—আর একবার চেষ্টায় বারান্দায় উঠিল কিন্তু ঘরের কড়া তখনও অনেক দূর। ক্লান্তি শ্রম ও বেদনায় সে শুইয়া পড়িল,—কড়া নাড়িতে চেষ্টা করিল

কিন্তু সেটা তখনও একগজ দূরে। সে শেষবার চেষ্টা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থামিল—

আর বলিতে পারিবে না মনে করিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিল—প্রভাতের পাণ্ডুর চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে,—পূবের আকাশ আরক্তিম, ঊষালোকে সমস্ত পৃথিবী সুস্পষ্ট সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে—

অশোক মেঝের উপর মুখ গুঁজিয়া দিয়া যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—শুভ্রা—শুভ্রা—

……শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইয়া কহিল,—আমি এসেছি শুভ্রা,—আমি অশোক, আমিই ডাক্তার চৌধুরী, আমি তোমার সরকার…আমার জীবনের অপরাধ কেবল সত্য হ'য়ে রইল আর সবই মিথ্যে হ'য়ে গেছে—

শুভ্রা ঘুম হইতে উঠিয়া বসিতেই শুনিল বাহিরে কে যেন বিড় বিড় করিয়া কি কহিতেছে, সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। বারান্দায় কে যেন শুইয়া আছে—

প্রভাতের আলোয় ব্যাণ্ডেজহীন অশোকের মুখখানি সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুভ্রা মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানিকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল,—কে ? কে ? তাহারপর আর্ত্তকণ্ঠে বুকফাটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—তুমি ! তুমি !



সংজ্ঞাহীন অশোককে লইয়া মিলি ও শুভ্রা কয়েক রাত্রি জাগরণ করিল, যমে-মানুষে লড়াই চলিল,—পরিশেষে একদিন

অশোকের জ্ঞান হইলে ডাক্তারবাবু বলিয়া গেলেন—আর কোন ভয় নেই—

সেদিন শুভ্রা মিলির আনন্দের সীমা নাই। মিলি প্রশ্ন করিল,—কেমন লাগ্‌ছে ডাক্তারদা—

অশোক চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল, ধীরে ধীরে কহিল,—আমি ডাক্তারদা নই—অশোক ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত কাহিনী যখন শেষ করিল তখন তাহার দুই চোখ হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে—

শুভ্রা অশ্রুমার্জনা করিয়া কহিল,—আমাকে তুমি সব বল্‌লে না কেন?

—তোমার ভালবাসার অযোগ্য আমি,—আমি চোর, আমি দাগী আসামী—অশোক আবার কাঁদিয়া উঠিল।

মিলি কহিল,—তুমি অশোকদা এই পরিচয়ই ত যথেষ্ট অশোকদা—

অশোক সাশ্রুনয়নে প্রশ্ন করিল,—আমায় কি তুমি গ্রহণ করতে পারবে শুভ্রা—

শুভ্রা কহিল,—তুমি ছাড়া খোকার কি পরিচয় আছে আর?

খোকা এতক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল,—সে প্রশ্ন করিল,—কে মা?

শুভ্রা কহিল,—তোমার বাবা !

সে বিস্মিত হইয়া কহিল,—বাবা !

অশোক খোকার মাথাটিকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—হ্যাঁ বাবা !

শুভ্রা বিস্ময় বিমুগ্ধ-নেত্রে পিতা-পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ।

—সমাপ্ত